NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রয়াণদিবস উপলক্ষে বিশেষ

রাইস মিলের বয়লার বিস্ফোরণে ৮ শ্রমিক গুরুতর জখম ৬

কলকাতা ১৬ জুন ২০২৪ ১ আষাঢ় ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.6.2024, Vol.18, Issue No. 7 8 Pages, Price 3.00

ভরদুপুরে বেলঘরিয়ায় বুলেটবৃষ্টি

ব্যবসায়ীর গাড়ি লক্ষ্য করে ৮ গুলিতেও প্রাণরক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যবসায়ীর গাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি দুষ্কৃতীদের। ওই ব্যবসায়ীকে খুনের উদ্দেশ্যেই গুলি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। তবে অল্পের জন্য তিনি প্রাণে বেঁচেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বিলাসবহুল গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, গুলিতে কেউ হতাহত হননি। শনিবার ভরদুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বেলঘরিয়া থানার রথতলা মোড়ে ব্যস্ততম বিটি রোডের ওপর। অভিযোগ, জনবহুল রথতলা মোড়ে ব্যবসায়ীর গাড়ি লক্ষ্য করে আট রাউন্ড গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। যদিও বরাত জোরে প্রাণে বেঁচে যান ওই গাড়ি ব্যবসায়ী। তবে গুলির ঘটনায় আতঙ্কিত জনবহুল এলাকার বাসিন্দারা।

জানা গিয়েছে, ব্যারাকপুরের বাসিন্দা অজয় মণ্ডল পেশায় মোটরগাড়ি ব্যবসায়ী। ব্যারাকপুর নোনা চন্দনপুকুর বাজার এলাকার বাসিন্দা গাড়ি ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডলের আগরপাড়া, নিউটাউন, ব্যারাকপুর-সহ বিভিন্ন জায়গায় গাড়ির শোরুম আছে। শনিবার দুপুরে তিনি বেলঘরিয়ার কাছে নিজের কালো রঙের ভলভো গাড়িতে চেপে আগরপাড়া শোরুম থেকে বেরিয়ে কলকাতা অভিমুখে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে আচমকা গুলি চালাতে শুরু করে দুষ্কৃতীরা। দুষ্কৃতীরা বাইকে চেপে এসেছিল। তাদের মুখ ঢাকা ছিল। প্রকাশ্য রাস্তাতেই শুটআউট শুরু হয়। এর ফলে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। প্রাণের ভয়ে পথচারীরা হুড়োহুড়ি শুরু করে দেন।

ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া জানান, ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডল নিজের গাড়িতে চেপে কলকাতার দিকে যাচ্ছিলেন। রথতলা মোড়ে একটি বাইকে চেপে দুই দুষ্কৃতী আচমকা হানা দিয়ে তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। গুলি চালানোর পর ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। মোট কত রাউন্ড গুলি চলেছে, তা এই মুহূর্তে জানা নেই। যদিও তাঁর গাড়িতে পাঁচটি বুলেটের চিহ্ন দেখা গিয়েছে। কী কারণে ব্যবসায়ীর ওপর এই ধরনের হামলা হল, তা স্পষ্ট নয়। তবে পুলিশের অনুমান, টাকা সংক্রান্ত গোলমাল এর নেপথ্যে থাকতে পারে। পুলিশ কমিশনার আরও বলেন, 'ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তিনি জানতে পেরেছেন টাকা চেয়ে তাঁকে ফোনে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। তদন্ত এখন প্রাথমিক পর্যায়ে। আশা করছি, খুব শীঘ্রই ঘটনার কিনারা করা হবে এবং ঘটনায় জড়িতরা ধরাও পড়বে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

ব্যবসায়ীর গাড়িতে অন্তত পাঁচটি বুলেটের চিহ্ন মিলেছে। বেশ ক'দিন আগে থেকে দুষ্কৃতীরা ওই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা চাইছিল বলে জানতে পেরেছি। না দেওয়াতে গুলি করে। তবে থানায় এখনও কোনও অভিযোগ জানানো হয়নি।

চার সদস্যের প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে বিজেপি

বাংলায় কেন সন্ত্রাস, খতিয়ে দেখতে বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার সেই সন্ত্রাস কবলিত এলাকা পর্যবেক্ষণে কেন্দ্রীয় টিম পাঠাচ্ছে বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার গড়ে দেওয়া সেই টিমের নেতৃত্ব থাকছেন ত্রিপুরার সাংসদ বিপ্লব দেব। ভোট পরবর্তী হিংসা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রবিবারই রাজ্যে আসছে বিজেপির চার সদস্যের বিশেষ প্রতিনিধি দলটি। সন্ধ্যা ৭টায় কলকাতায় পৌঁছনোর পর তাঁরা কোথায় কোথায় যাবেন, সেটাও বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে।

বিপ্লব দেবের নেতৃত্বাধীন কমিটিতে রয়েছেন বর্ষীয়ান সাংসদ রবিশংকর প্রসাদ, সাংসদ ব্রিজলাল এবং সাংসদ কবিতা পাটিদার। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিজেপির প্রতিনিধি দল প্রথমে যাবে মাহেশ্বরী ভবনে। সেখানেই ভোট পরবর্তী হিংসায় ঘরছাড়া এবং আক্রান্তরা রয়েছেন। এরপর বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের সঙ্গে ডায়মন্ড হারবার, সন্দেশখালি, বাসন্তী ঘুরে কথা বলবেন আক্রান্তদের সঙ্গে। সোমবার দলের সদস্যরা কলকাতায় ফিরে রওনা দেবেন কোচবিহারের উদ্দেশে। শুক্রবার নিশীথ প্রামাণিককে সঙ্গে নিয়ে কোচবিহারে আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করেন শুভেন্দু। তাঁরা রাজ্যপালের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। দিল্লি ফিরে গিয়ে ওই কমিটি রিপোর্ট দেবে দলের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের কাছে।

এবার পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনে বড় কোনও অশান্তি হয়নি বলে সপ্তম দফা শেষে জানান খোদ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। তবে ভোটের ফল প্রকাশের পর অশান্তির আশঙ্কা করে রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের মেয়াদও বাড়ানো হয়। বিজেপির দাবি, ভোট শেষের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তির খবর পাওয়া গিয়েছে। দেশে হিংসা হয়েছে শুধু পশ্চিমবঙ্গে। আহত হয়েছেন বহু বিজেপি কর্মী-সমর্থক। তাদের বেশকিছু কর্মী ঘরছাড়া বলেও অভিযোগ। ভোটের পর সেই হিংসার কারণ অনুসন্ধান করতেই চার সদস্যের দল পাঠানো হচ্ছে বলে খবর। শনিবার এ নিয়ে একটি প্রেস বিবৃতি জারি করেছে বিজেপি। তাতে সই রয়েছে বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিংয়ের।

লোকসভা ভোট শেষ হওয়ার পর থেকে বাংলায় তাদের সমর্থকরা হিংসার শিকার বলে বিজেপির তরফে বারবার অভিযোগ করা হয়েছে। বিজেপি প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, 'গোটা দেশে এ বার লোকসভা ভোট হয়েছে শান্তিপূর্ণ ভাবে। ২৮টি রাজ্য এবং ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে লোকসভা ভোট ছাড়াও চার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটিতে ক্ষমতার বদলও হয়েছে। অথচ কোথাও কোনও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি। হয়েছে শুধুমাত্র বাংলায়। বাংলায় যখন বিরোধী দলের কর্মীদের ওপর নৃশংস ভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে, তখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নীরব দর্শক।' ইতিমধ্যেই এই তথাকথিত হিংসা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন বহু বিজেপি নেতা। আক্রান্তদের নিয়ে রাজভবনে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

'আক্রান্ত'দের নিয়ে আজ রাজভবনে যাবেন শুভেন্দু

রবিবার রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সঙ্গে থাকবেন ভোট পরবর্তী হিংসায় শাসকদলের হাতে 'আক্রান্ত'রা। ভোট পরবর্তী হিংসায় 'আক্রান্ত'দের নিয়ে আবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে নতুন করে আবেদন করতে হবে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। যদি রাজভবন অনুমতি দেয়, তবে সেখানে যেতে পারবেন তাঁরা। শুক্রবার এমনটাই জানান কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। সেইমতোই আজ রাজভবনে যাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার বিরোধী দলনেতার দপ্তর সূত্রে রবিবারের কর্মসূচির কথা জানা গিয়েছে। রাজভবন থেকে বিরোধী দলনেতাকে সাক্ষাতের জন্য সন্ধ্যা ছ'টায় আসতে বলা হয়েছে।

খাদে গাড়ি, মৃত ১২

উত্তরাখণ্ডে গভীর খাদে পড়ে গেল টেম্পো ট্র্যাভেলার। কমপক্ষে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গাড়িতে ২৩ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। রুদ্রপ্রয়াগের ওই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ১৪ জনকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার ঋষিকেশ-বদ্রীনাথ হাইওয়েতে অলকানন্দা নদীর কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে।

খতম ৮ মাও

ফের গুলির লড়াইয়ে কেঁপে উঠল ছত্তিশগড়। শনিবার নিরাপত্তা বাহিনীর এনকাউন্টারে অন্তত ৮ মাওমাদীর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। এই অভিযানে একজন জওয়ান শহিদ হয়েছেন। আহত দু'জন। গত দু'দিন ধরেই রাজ্যের মাড় ও নারায়ণপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াই চলছে মাওবাদীদের।

প্রথম জামিন

সন্দেশখালি কাণ্ডে প্রথম শর্তসাপেক্ষ জামিনে মুক্ত শেখ শাজাহান ঘনিষ্ঠ ফারুক আকঞ্জি। গত ৫ জানুয়ারি শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ইডির ওপর হামলার ঘটনায় ন্যাজাট থানায় ইডির তরফ থেকে এবং ন্যাজাট থানার পুলিশ স্বতোঃপ্রণোদিত একটি মামলা দায়ের করে। মোট দু'টি মামলা রুজু হয়। কেস নম্বর ৮ ও কেস নম্বর ৯। এরপর হাইকোর্টের নির্দেশে এই মামলা তুলে দেওয়া হয় সিবিআইয়ের হাতে।

জি৭ সামিটে সেলফি মুডে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জিওর্জি মেলোনি ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

নিট বাতিলের আতঙ্ক নয়, অভয় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন: নিট নিয়ে এখনই আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই বলে পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের অভয়বাণী দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। ধর্মেন্দ্র প্রধানের দাবি, এখনও নিটে প্রশ্ন ফাঁসের কোনও প্রমাণ মেলেনি। যে অভিযোগ উঠেছে, তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখছে। নিট বাতিল সংক্রান্ত জল্পনা প্রসঙ্গে বিরোধীদের নিশানা করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। পরীক্ষা বাতিল নিয়ে ধর্মেন্দ্রর প্রশ্ন, 'নিট বাতিলের প্রয়োজনীয়তা কী?' তাঁর দাবি, 'এর পিছনে বিরোধীদের স্বার্থ রয়েছে। গত বছরের নিটে যিনি প্রথম হয়েছিলেন, তিনি তামিলনাড়ুর পড়ুয়া। তামিলনাড়ুর এক গ্রামের বাসিন্দা। আসল অভিযোগটাই বোঝা যাচ্ছে না।' সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা নিটে অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে সরব গোটা দেশ। প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগও উঠছে। প্রশ্ন উঠছে প্রবেশিকা পরীক্ষার পুরো প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা এবং স্বচ্ছতা নিয়ে। এই পরিস্থিতিতে নিটে বেনিয়ম নিয়ে মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী।

ধর্মেন্দ্র প্রধান দাবি করেন, 'কিছু অভিযোগ এবং তথ্য উঠে আসছে। আমাদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদন্তের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের জন্য ৮ জুলাই পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। এই নিয়ে লুকোছাপার কিছু নেই।" সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ না করা পর্যন্ত এনিয়ে মাথা না ঘামানো প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'এই কথার সত্যতা নেই। অসঙ্গতি প্রকাশ্যে আসার পরই এনটিএ গ্রেস মার্ক ফর্মুলা চালু করেছিল। সুপ্রিম কোর্টও তা উদ্ধৃত করেছে। তবে সেই সূত্রে কিছু অসঙ্গতি রয়েছে। কারণ নম্বর বাড়ানোর পর দেখা যায়, ছ'জন পরীক্ষার্থী প্রথম স্থান দখল করেছেন।' নিটের পরিচালনার প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ধর্মেন্দ্র জানান, ভারতে ৪৭০০ কেন্দ্রে এবং ভারতের বাইরে ১৪টি কেন্দ্রে ১৩টি ভাষায় এই প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়। পরীক্ষা বসেন ২৩ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী। তিনি বলেন, 'দু'টি কেন্দ্র নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। যাঁরা এর সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের অবশ্যই কঠিন শাস্তি হবে।' একই সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের আতঙ্কিত না হওয়ার আবেদন জানান তিনি। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'কিছু অসঙ্গতি প্রকাশ্যে এসেছে। আমরা বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। সুপ্রিম কোর্টও একটি রায় দিয়েছে। এরপর আর কোনও বিভ্রান্তির কারণ নেই।' নিটে গ্রেস মার্কস প্রাপ্ত ১৫৬৩ জনের বাড়তি নম্বর বাতিল হয়ে গিয়েছে। ওই পরীক্ষার্থীরা চাইলে আবার পরীক্ষা দিতে পারবেন বলে সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্র জানিয়েছে। আগামী ২৩ জুন সেই পরীক্ষা হবে। এনিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'যাঁরা আগ্রহী, তাঁরা ছ'টি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে পুনরায় পরীক্ষা দিতে পারেন। ওই কেন্দ্রগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, পরীক্ষার্থীরা ওই কেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষা দেওয়ার পর্যাপ্ত সময় পাননি।'

জুড়ল সেতু, তবুও চোখ রাঙাচ্ছে বৃষ্টি

সিকিমের দুর্যোগে হেল্পডেস্ক নবান্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার থেকে পর্যটকদের উদ্ধার শুরু হওয়ার কথা সিকিমে। এখনও উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি বেশ উদ্বেগজনক। বিপদসীমার কাছ দিয়ে বইছে তিস্তা। শুক্রবার রাতেও উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গায় প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় তিস্তার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, তিস্তায় জলস্তর বাড়ায় উদ্বেগও বাড়ছে। তিস্তার জলস্তর বিপদসীমার কাছে থাকায় কালিম্পং জেলার তিস্তাবাজার-সহ তিস্তার নিম্ন অববাহিকা থেকে স্থানীয়দের সুরক্ষিত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জলস্তর নিয়ন্ত্রণে রাখতে শনিবার সকালে গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজ থেকে প্রায় ১১০০ কিউসেক জল ছাড়া রয়েছে। ব্যারেজে ছ'টি লকগেটও খোলা রাখা হয়েছে। এরই মধ্যে শনিবার উত্তর সিকিমের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ তৈরি করল বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন (বিআরও)। লাগাতার বৃষ্টি এবং ধসে ভেঙে গিয়েছিল সেতুটি। ফলে বাকি রাজ্য তথা দেশের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল উত্তর সিকিম। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করে দু'দিনের মধ্যে উত্তর সিকিমে যাওয়ার প্রধান সেতু তৈরি করা হয়েছে। সেখানে আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধার করা যাবে বলে মনে করছে প্রশাসন।

অন্য দিকে, উত্তর সিকিমে দুর্যোগের ঘনঘটা। প্রতিনিয়ত বৃষ্টিপাত হচ্ছে। সিকিমের হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে উত্তর সিকিমে প্রায় ২ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। আগামী তিন-চার দিনও বৃষ্টিপাত হবে। এই পরিস্থিতিতে উত্তর সিকিমে বিভিন্ন জায়গায় নতুন করে ছোট বড় ধস নেমেছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

শেষবার বাড়ি ফিরলেন কফিনবন্দি দ্বারিকেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: কুয়েতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত বাংলার শ্রমিক দ্বারিকেশ পট্টনায়কের (৫২) মৃতদেহ শনিবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ তাঁর মেদিনীপুর শহরের শরৎপল্লির বাড়িতে এসে পৌঁছয়। এদিন সকাল সাতটা নাগাদ কুয়েত থেকে দমদম বিমানবন্দরে তাঁর কফিনবন্দি মৃতদেহ এসে পৌঁছলে মন্ত্রী সুজিত বসু এবং দাঁতনের বিডিও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তা গ্রহণ করে সেখানে উপস্থিত মৃতের আত্মীয়দের হাতে তুলে দেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী সুজিত বসু বলেন, 'রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যা যা করার কথা, সবটুকু করা হবে। শেষকৃত্য পর্যন্ত আমরা রয়েছি।' বিমানবন্দর থেকে মেদিনীপুরের বাড়িতে মৃতদেহটি পৌঁছনোর পর কান্নায় ভেঙে পড়েন আত্মীয় পরিজনরা। মৃত দ্বারিকেশের মরদেহে মালা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান সাংসদ জুন মালিয়া, পুর প্রধান সৌমেন খান, সমাজসেবী সুজয় হাজরা এবং জেলা বিজেপি নেতৃত্ব সহ অনেকেই। পরে মেদিনীপুর থেকে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর গ্রামের বাড়ি দাঁতনের তুরকায়। সেখানেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। দ্বারিকেশের

শ্বশুরমশাই কমলাকান্ত পট্টনায়েক মেদিনীপুরের দাঁতন-২ তুরকা অঞ্চলের খণ্ডরুইয়ে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ছিলেন। এদিন দ্বারিকেশকে শ্রদ্ধা জানাতে হাজির হয়েছিলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা নেত্রীদের অনেকেই। দ্বারিকেশবাবু ২৮ বছর ধরে কুয়েতে কাজ করতেন। এ বছর পুজোর সময় বাড়িতে আসার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। কিন্তু সেই ইচ্ছে পূরণ হল না তাঁর।

বুধবার ভোরে কুয়েতের রাজধানী শহরের দক্ষিণে মানগাফ এলাকায় এক বহুতলে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয় দ্বারিকেশের। তবে তাঁর মৃত্যু সংবাদ পরিবার পায় ২৪ ঘণ্টা পরে বৃহস্পতিবার সকালে। শুক্রবার রাতেই কুয়েত থেকে কেরলের কোচিতে এসে পৌঁছেছিল দ্বারিকেশ-সহ কুয়েতে কর্মরত ৪৫ জন ভারতীয়ের দেহ। পরে সেখান থেকে দ্বারিকেশের দেহ বিমানে রওনা করানো হয় কলকাতার উদ্দেশে। তাঁর পরিবারে রয়েছেন দ্বারিকেশের স্ত্রী এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরত একমাত্র কন্যা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তার নামা

বিজয় রাম, পিতা- বৈজনাথ রাম সাং +পোঃ- ফরিদপুর, থানা-জলঙ্গী, জেলা-মুর্শিদাবাদ, বিগত ইংরেজি 08/09/2006 এবং 08/06/2007 ডোমকল সাব-রেজিস্টার অফিসে 4 নং বহির 14 ও 17 নং আমমোক্তার দাখিল মূলে আমাকে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রাজদেও রাম ও প্রভাবতী বর্মা, (উভয়ের পিতা, বৈজনাথ রাম,) উত্তরাধিকার সূত্রে 40 নং ফরিদপুর মৌজায় প্রাপ্ত সমস্ত সম্পত্তির আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহার জন্য এক মাসের মধ্যে জলঙ্গী বি.এল.আর. ও (B.L.R.O) অফিসে যোগাযোগ করুন। ইতি বিজয় রাম, পিতা- বৈজনাথ রাম, সাং +পোঃ ফরিদপুর, থানা-জলঙ্গী, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৬/২৪ নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ২২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sundar Gopal Goswami (old name) S/o. Khitish Chandra Goswami R/o. Rashbehari Avenue, Bagbazar Station Road, Chandernagore, Hooghly-712136, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sunder Gopal Goswami (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sundar Gopal Goswami & Sunder Gopal Goswami S/o. Khitish Chandra Goswami উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Subhajit Goswami.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

L.I.C এর 427277879 পলিসিতে আমি মোঃ মহাবুল সর্দার নমিনী আছি, যেখানে আমার পিসিমার পরিচয় হানুফা খাতুন স্বামী- ফজু সেখ আছে। এছাড়া মৃত্যু সার্টিফিকেটে পিসিমার পরিচয় হানুফা বিবি স্বামী নিরু সর্দার আছে বাবার নামের জায়গায় ভুলবশতঃ।

বিজ্ঞপ্তি

সীমা চৌধুরী, স্বামী - রতন চৌধুরী, সাং রানাঘাট ৭০ অমূল্য প্রামানিক রোড পেয়াদাপাড়া, পোঃ ও থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া বিগত ইং 26.05. 2023 তারিখে কল্যানী সাবরেজিষ্টারী অফিসে 4 নং বহির ১৩০৩-২০২৩ নং ভল্যুমের 43395 নং পাতা হইতে 43405 নং পাতায় নকলকৃত 2471 নং আমমোক্তার দলিল মুলে আমাকে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী তপশীল জেঃ- নদীয়া, মৌজা- তাঁতিগাছি, জে.এল.নং 113, L.R খতিয়ান 977 R.S L.R দাগ নং 221/684 দুই শত একুশ এর কাঠা ছয় শত চুরাশী এক আনা সম্পত্তি মধ্যে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির পরিমান 17 শতক।
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে ১ মাসের মধ্যে।

ইতি
সুজীত আচার্য্য, পিতা-কৃষ্ণপদ আচার্য্য সাং বানীসংঘ মাঠ, পো ও থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মাসিমা সরস্বতী শূর অবস্থিত সম্পত্তি হোল্ডিং নং ৮২, শান্তিনগর রোড, ভদ্রকালী, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১২২৩২ রেজিস্ট্রিকৃত অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার, শ্রীরামপুর, হুগলি, রঞ্জন বোস এর অনুকূলে দলিল নং ৬৩১১ -২০০০ সালের সম্পাদিত মূল দলিল তারিখ ২২.১১.২০০০ আমাদের হেফাজত থেকে হারিয়ে এবং/বা স্থানান্তরিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উত্তরপাড়া থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিএন নং ৭১৪ তারিখ ১২.০৬.২০২৪ দায়ের করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি উক্ত মূল দলিল পেয়ে থাকেন বা কোনও দাবি, আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে দশ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানাতে পারেন অন্যথায় ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে কোনও দাবি, আপত্তি গ্রাহ্য হবে না।
রঞ্জন বোস, ৮২, শান্তিনগর রোড, ভদ্রকালী, থানা : উত্তরপাড়া, হুগলি-৭১২২৩২, পশ্চিমবঙ্গ বা ৬২, রামকান্ত বোস স্ট্রিট, থানা: শ্যামপুকুর, কলকাতা :৭০০০০৩, মো : ৯০০৭২৭৩৪০১

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৬ই জুন। ১লা আষাঢ়। আষাঢ়স্য প্রথম দিবস।রবি বার। দশমী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টত্তরী বুধের মহাদশা। বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ শুভ যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির ইঙ্গিত। কর্মের আবেদন যারা করেছেন, তাদের নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। যারা যন্ত্রাংশের ব্যবসা করেন, তাদের সফলতার ইঙ্গিত। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার যারা তাদেরও নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল জলভ্রমন বাদ দিয়ে ছোট ভ্রমণে যান। শান্তি বজায় থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে শ্রী শ্রী মহাদেবের ধ্যান করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : অতীব শুভ সৌভাগ্য যোগ। আজকের গ্রহ অবস্থান বলছে নতুন কোন পদক্ষেপ নিতে। পরিবারের সদস্যরা আপনাকে সম্মান প্রদান করবে। গৃহ সংসারের সম্মান বজায় থাকবে। দাম্পত্য সুখ শুভ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর আসতে পারে। অল্প পরিচিত কোনো বন্ধু দ্বারা শুভ বৃদ্ধি। জমি বাড়ি বাস্তু বিষয় যারা কাজ করেন, তাদেরও শুভ সৌভাগ্য যোগ বর্ধিত হবে। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের কথা শুনে চললে শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে নিজের নাম গোত্র বলুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : আজকের দিনটি খুব শান্তিপূর্ণ নয়। ব্যবসায়িক কথা গোপন কথা প্রকাশ্য আসার কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারের অশান্তির কালো মেঘ থাকবে, যার কাজটি করে দেওয়ার ছিল তিনি কাজটি করে না করে দেওয়ার জন্য সম্মানহানি যোগ। বিশেষত আজকের দিন যানবাহন বিষয়ে অশুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালান হরহর মহাদেব বলুন। নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে বন্ধু আপনাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে আবার নিজের প্রয়োজনেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। গৃহবধূদের জন্য শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। উচ্চ বিদ্যা যোগে যারা বিদ্যা চর্চা করেন তাদের জন্য শুভ। শিক্ষক অধ্যাপকদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : অতীব শুভ দিন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশার দিন। আজ আপনি জয়ের হাসি হাসতে পারবেন। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত আজ বিফলে যাবে। একজন প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। এনজিওতে যারা কাজ করেন, তাদের জন্য শুভ। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গনেশে র ১০৮ দুর্বার মালা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা ব্যবসায়ের নতুন সুযোগ বৃদ্ধির পথ দেখা যাবে। যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের জন্য নতুন কোন সুযোগ আসছে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবধূদের জন্য শুভ বিবাহের বিষয়ে যে কথাটা আটকে ছিল আজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কাল প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধিমত চলুন শুভ হবে। বাস্তু জমি বাড়ির যারা ব্যবসা করেন তাদের শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে, মহাকালীর ধ্যানে বসুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ গ্রহ যোগ অতীব শুভ। পরিবারের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাড়ির কনিষ্ঠ সদস্য নিয়ে যে বিভ্রাট ছিল, সমস্যা ছিল তা আজ মিটে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। উচ্চ বিদ্যায় যারা রয়েছেন তাদের জন্য শুভ। শিল্পী কলাকৌশলী বিশেষত ক্যামেরাম্যান যারা তাদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শান্তিপূর্ণ পরিবেশে, মাথা ঠান্ডা রেখে, প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধি নিলে আজ আপনার জয় হবেই। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে কোন নতুন দায়িত্ব দিতে পারে। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদেরও শুভ দিন। বাস্তু ফ্ল্যাট জমি বিষয়ে যে উৎকণ্ঠা ছিল তা মিটে যাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে ওম নমো শিবায় বলুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ শুভ দিন। পিতৃমাতৃ আশীর্বাদ নিয়ে নতুন কোন কাজ শুরু করার দিন। সেবামূলক কর্মে যারা আছেন, এনজিও তে যারা কাজ করেন, তাদের জন্য শুভ সৌভাগ্য প্রদান হবে। প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন, তাদের শুভ। বেসরকারি বেতন ভোগী কর্মচারীদের জন্য শুভ। সৌভাগ্য যোগ। যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের জন্য শুভ সৌভাগ্য। বিদ্যার্থী দের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বেলে, ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ জ্ঞান বর্ধক দিন। নতুন করে কিছু জানার দিন। পুরাতন বান্ধব পুরাতন কোন সম্পর্ক আজ দীনতার সাথে নতুন করে সঙ্গী হবে। যারা কেমিক্যাল এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন, তাদের জন্য শুভ। শিল্পী কলাকৌশলী যারা তাদের জন্য শুভ দিন। তবে সতর্ক থাকতে হবে, কোন ছলনাময়ী নারীর কারণে পরিবারে বাদ বিতান্ডার সৃষ্টি হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে ওম নমঃ শিবায় বলুন ভালো হবে।

কুম্ভ রাশি : অতীব সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটাতে হবে। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত থাকবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আজকে আপনাকে কোন ভুল হওয়ার জন্য ডেকে পাঠাতে পারে। পরিবারে বিতর্ক দানা বাঁধবে। অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। ধৈর্য ধরতে হবে অন্যের কথা বেশি শুনলে আজ শুভ আজ নারিকেল সহ ভগবান গনেশের উদ্দেশ্যে দুর্বা প্রদান করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন ।শুভ যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা যারা ইনস্টিটিউট বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কাজ করেন তাদের জন্য শুভ সৌভাগ্য যোগ। যারা পরামর্শদাতা তাদের জন্য শুভ আর্থিক দিন। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। হর হর মহাদেব বলে বাড়ি থেকে বেরোবার সময় হলুদ রঙের তিলক কপালে দিন শুভ হবে।

(দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ র তিরোধান দিবস। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় র প্রয়াণ দিবস। আষাঢ়স্য প্রথম দিবস মহাকবি কালিদাস স্মৃতি দিবস। শ্রী শ্রী দশহারা গঙ্গা পুজো।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শহরের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবার খতিয়ে দেখবে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবায় শপিং মলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এবার অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে কলকাতার বিভিন্ন আবাসন-বাজার সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অভিযান চালাবে বিজেপি। এমনটাই জানিয়েছেন বঙ্গ বিজেপির প্রধান মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। শুক্রবারে অ্যাক্রোপলিসের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার প্রেক্ষিতে শমীক জানান, 'আমরা আমাদের দলের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিধানসভায় আমাদের যে পরিষদীয় দল আছে তার সদস্যরা ভাগ হয়ে লাগাতার শহরের বিভিন্ন প্রান্তের বাজার বহুতল-সহ নানা জায়গায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে পরিদর্শন করবেন। নেতৃত্ব দেবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।' এর পাশাপাশি বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য এও জানান, 'এটা কোনও রাজনীতি করার বিষয় নয়। রাজ্যের দমকল বাহিনীর যা অবস্থা তাতে বড় সড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে গেলে তা সামাল দেওয়ার মত বর্তমানে কোনও পরিকাঠামো নেই। কলকাতা এবং কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শীঘ্রই অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ঠিকঠাক আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে অভিযানে নামা হবে।' সঙ্গে এটাও ঠিক যে, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ঠিক নেই। যার ফলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং তা আয়ত্তে আনতে রীতিমতো বেগ পেতে হয় দমকলকর্মীদের।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার কসবায় অ্যাক্রোপলিস শপিং মলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মলটির চারতলার ফুডকোর্টে আগুন লাগে বলে জানা গিয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। মলের কাঁচ ভেঙে ধোঁয়া বের করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এই ঘটনার পরপরই শহর ও শহরতলির অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে এবার বঙ্গ বিজেপি পথে নামার সিদ্ধান্ত নিল। শুধুমাত্র কসবার শপিং মলেই নয়, সাম্প্রতিক কালে একের পর এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বিজেপির পরিষদীয় দল অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে এবার অভিযানে নামছে।

মমতাবালা, মধুপর্ণা, বিশ্বজিতের সঙ্গে বৈঠকে সুব্রত বক্সি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন চার কেন্দ্রের উনির্বাচনে চমক রয়েছে বাগদার প্রার্থী ঘোষণায়। টিকিট পাননি বিশ্বজিৎ দাস। বদলে তৃণমূলের তরফে এবার ভরসা রাখা হয়েছে নতুন মতুয়া-মুখের উপর। মমতাবালার কন্যা মধুপর্ণা ঠাকুরকে বাগদার উপ-নির্বাচনে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। শুক্রবার প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরই শনিবার তৃণমূল ভবনে মমতাবালা ঠাকুর, মধুপর্ণা ঠাকুর, বিশ্বজিৎ দাসদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন দলের বর্ষীয়ান নেতা তথা রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি।

উল্লেখ্য, বাগদা বিধানসভা আসনের প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস। লোকসভা ভোটে তৃণমূল তাঁকে প্রার্থী করার পর, বিধায়ক পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন বিশ্বজিৎ। কিন্তু এরপর ভোটে পরাস্ত হন মতুয়া সম্প্রদায়ের নেতা তথা ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়ির অন্যতম বড় মুখ শান্তনু ঠাকুরের কাছে। বিধায়ক পদ আগেই ছেড়েছিলেন। তবে ভোটে হেরে যাওয়ায় সাংসদ হওয়ার স্বপ্ন বাস্তাবায়িত হয়নি। লোকসভা ভোটে পরাস্ত হওয়ার পর বিধানসভা উপনির্বাচনে বিশ্বজিৎ আবার টিকিট পাবেন কি না তা নিয়ে চর্চা চলেছিলই। তবে শেষ পর্যন্ত একেবারে নতুন মতুয়া-মুখেই আস্থা রেখেছে তৃণমূল।

লোকসভা ভোটে হারা বিশ্বজিৎ টিকিট না পেলেও, রানাঘাট দক্ষিণ থেকে টিকিট পেয়েছেন মুকুটমণি অধিকারী। রায়গঞ্জ থেকেও টিকিট পেয়েছেন কৃষ্ণ কল্যাণী। তাঁরাও লোকসভা ভোটে পরাস্ত হওয়ার পরেও বিধানসভা উপনির্বাচনে পুনরায় টিকিট পেয়েছেন। শুক্রবার প্রার্থীদের নাম ঘোষণা পর বিশ্বজিৎ দাস জানিয়েছেন, 'এক্ষেত্রে মন খারাপের বিষয় নেই। দল যাঁকে প্রার্থী করেছে, তাঁর জন্য আমরা লড়াই করব। বাগদা থেকে তৃণমূলই জিতবে।'

যদিও বিশ্বজিতের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর, তিনি নিজেই এবার প্রার্থী হতে চাননি। এসবের মধ্যেই শনিবার দুপুরে তৃণমূল ভবনে মমতাবালা ঠাকুর, মধুপর্ণা ঠাকুর, বিশ্বজিৎ দাসদের নিয়ে সুব্রত বক্সির এই বৈঠক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সূত্রের খবর, রবিবার থেকেই বাগদায় প্রার্থী পরিচিতির কাজ শুরু করবে তৃণমূল।

এদিকে শনিবার তৃণমূল ভবনের এই বৈঠকে ডাক পড়েছিল রানাঘাট দক্ষিণের প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারী, মানিকতলার প্রার্থী সুপ্তি পাণ্ডেরও। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কুণাল ঘোষও।

উচ্চমাধ্যমিকে কোনও বিষয়ে ফেল করলে ফের পরীক্ষায় বসার সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হলেও কোনও বিষয়ে পাস মার্ক না উঠে থাকলে সেই বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। কারণ, অনেকক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে ভবিষ্যৎ গড়তে যে বিষয়টির প্রয়োজন তাতেই অসফল হয়েছেন পরীক্ষার্থী। অথচ ৯(২) নিয়মের সুবিধা দিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে পরীক্ষার্থীকে। কিন্তু মার্কশিটে দরকারি বিষয়টির পাশে 'অসফল'ই লেখা থাকছে। সেক্ষেত্রে রেজাল্ট ফেরত দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষাটি ফের ২০২৫-এ দেওয়া যাবে বলেই জানাচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের এমন সিদ্ধান্তে বিজ্ঞান শাখার ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা হবে বলে মত সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যর। তিনি জানান, এবছর বিজ্ঞান শাখায় ৯(২) নিয়মের সুবিধা পেয়ে যতজন উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ৮০ শতাংশই ফিজিক্সে অসফল হয়েছেন। অধিকাংশের ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, গণিতের পাশাপাশি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে বায়োলজি ছিল। ফিজিক্সে অসফল হওয়ায় ৯(২) নিয়ম কার্যকর হওয়ায় সেটি ঐচ্ছিক হয়ে গিয়েছে এবং বায়োলজি মূল বিষয় হয়ে গিয়েছে। আর এখানেই তৈরি হয়েছে সমস্যা। কারণ, ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করতে ইচ্ছুকরা আর কোনওদিন ওই বিষয়টি নিয়ে পড়তে পারবে না। দ্বিতীয়ত, যে কোনও জয়েন্টের ক্ষেত্রে ফিজিক্সে পাস বাধ্যতামূলক। ফলে, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে ইচ্ছুকদের ক্ষেত্রেও ফিজিক্সে ফেলের বিষয়টি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের ৯ (২) নিয়ম অনুযায়ী, বাংলা, ইংরেজি বাদে তিনটি মূল বিষয়ের মধ্যে পরীক্ষার্থী কোনও একটি বিষয়ে অসফল হলে, তাঁর সেই বিষয়টি ঐচ্ছিক বিষয় হয়ে যায়। এবং ঐচ্ছিক বিষয়টি মূল বিষয় হয়ে যায়। এই নিয়মের সুবিধায় অনেক ছাত্রছাত্রীই উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু সমস্যায় পড়েন সেই ছাত্রছাত্রীরা, যাদের ভবিষ্যৎ গড়তে প্রয়োজনীয় বিষয়টি ঐচ্ছিক হয়ে যায়। সংসদের নিয়মে, ওই ছাত্রছাত্রীরা ৯(২) নিয়মের সুবিধা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কাছে নিজেদের রেজাল্ট (মার্কশিট ও সার্টিফিকেট) সারেন্ডার করে ২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিকে স্পেশাল বা কন্টিনিউয়িং পরীক্ষার্থী হিসাবে ওই বিষয়ের পরীক্ষাটি আবার দিতে পারবেন।

প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবারই এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। তাতে বলা হয়েছে, ৩১ জুলাই পর্যন্ত রেজাল্ট সারেন্ডার করতে পারবেন ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীরা। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথি-সহ প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে সংসদের আঞ্চলিক দফতরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে তাঁদের। তবে রেজাল্ট সারেন্ডার করার পর ওই পরীক্ষার্থী স্পেশাল হিসাবে না কন্টিনিউয়িং হিসাবে ২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিকে অংশগ্রহণ করতে চান, তা সতর্কভাবে চয়ন করার পরামর্শ দেন সংসদ সভাপতি। সঙ্গে এও মনে করিয়ে দেন, 'স্পেশাল ক্যান্ডিডেট মানে, পরীক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট যে বিষয়ে ফেল করেছেন, শুধুমাত্র সেই বিষয়টিরই পরীক্ষা দেবেন। কন্টিনিউয়িং-এর ক্ষেত্রে ছয়টি বিষয়েরই পরীক্ষা দিতে হবে। অর্থাৎ গোটা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাটিই পুনরায় দিতে হবে তাঁদের।' বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, রেজাল্ট সারেন্ডার করা পরীক্ষার্থীদের যখন ২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিকে অংশগ্রহণের জন্য ফর্ম পূরণ (এনরোলমেন্ট) করা হবে, তখনই সতর্কভাবে পছন্দ করতে হবে স্পেশাল বা কন্টিনিউয়িং অপশনটি। এক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের সঠিকপথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে স্কুলগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রেকথ্রু সাইন্স সোসাইটি সদস্যরা জলবায়ু পরিবর্তন ও জল সংকট পরিবেশকে বাঁচানোর জন্য সাইকেল র‍্যালি ধর্মতলা থেকে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত

কেরিয়ার প্ল্যানার এডু ফেয়ার আয়োজিত এডুকেশন ইন্টারফেস ২০২৪ শুরু হল নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে

কমিউনিটি পুলিশ উইং কলকাতা পুলিশের উদ্যোগে বিশ্ব প্রবীণ নাগরিকদের সচেতনতা দিবস পালন করা হল আলিপুর বডিগার্ড লাইনে।

হাওড়া-বেনারস মিনি বন্দে ভারত ট্রেন চালুর খবর অসত্য, জানাল পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেশ কয়েকদিন ধরেই বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় হাওড়া ও বেনারস-এর মধ্যে একটি মিনি বন্দে ভারত ট্রেন চালু হতে চলেছে খুব শীগ্রই, এই ধরণের একটি খবর চাউর হয়। যদিও এই সংবাদ সম্পূর্ণ রূপে মিথ্যা, অসত্য এবং বিভ্রান্তিকর বলেই জানাল পূর্ব রেল। পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে দাবি করে জানান হয়, এই রকম কোনও ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা পূর্ব রেল বা রেলওয়ে বোর্ডের তরফ থেকে এখন নেই বা কোনো চর্চাও হচ্ছে না । এই ধরণের বিভ্রান্তিকর কোনো প্রতিবেদনের থেকে নিজেদের দূরে রাখতে আবেদন করে পূর্ব রেল। পাশাপাশি বিভ্রান্তিকর, অসত্য খবর এড়াতে পূর্ব রেলের নিজস্ব ওয়েবসাইট বা সংবাদ অনুসরণ করতে আবেদন জানান হয় যাত্রীদের। যদিও সোশ্যাল মিডিয়াতে ওই ট্রেনের চালু হওয়ার সংবাদে ট্রেনটির সময়সূচি , কোন কোন স্টেশন গুলিতে থামবে তার তালিকা ইত্যাদি দেওয়া হয়। যদিও পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, 'এই ট্রেন চালানোর কোনো চিন্তা ভাবনা এই মুহূর্তে নেই, তাই এই ধরণের খবরকে যাত্রীদের কোনো রকম গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই।'

প্রাক বর্ষার বৃষ্টি, গরম থেকে স্বস্তি দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: গরম থেকে অবশেষে স্বস্তির খবর মিলল, বর্ষা ঢুকছে দক্ষিণবঙ্গে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আগামী চার-পাঁচ দিনের মধ্যে ওড়িশা, অন্ধ্র উপকূল, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ এবং বিহারের কিছু অংশে অগ্রসর হতে পারে। এরপর আগামী পাঁচ দিন থেকে সাত দিনের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা ঢুকবে বলে জানাল আবহাওয়া অফিস। ১৮ জুন থেকে ২০ জুনের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ করতে পারে বলে অনুমান আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের। অর্থাৎ আগামী সপ্তাহের মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবারের মধ্যে বর্ষা ঢোকার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তারও আগে প্রাক বর্ষার বৃষ্টিতে দক্ষিণবঙ্গ ভিজতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ইতিমধ্যেই দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রাক্ -বর্ষার কারণে বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে।এই বৃষ্টিপাতের জেরে রবিবার ও সোমবার গরম থেকে খানিকটা স্বস্তি মিলতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ঝড়ের গতিবেগ হতে পারে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার ঝড়বষ্টি বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গে। বিশেষ করে বুধবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায়।

উল্টোদিকে যে পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা বিস্তৃত বিহার থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগাল্যান্ড পর্যন্ত তার জেরে অসম ও উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে যাওয়ায় প্রবল বৃষ্টিপাত হবে উত্তরের পাঁচ জেলাতে, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ১৭ জুন পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের বিশেষ করে দার্জিলিং-কালিম্পঙের বিভিন্ন এলাকায় আবহাওয়া দফতর তরফ থেকে জারি হয়েছে সতর্কতা। বৃষ্টির জন্যই দার্জিলিং এবং কালিম্পঙের পাহাড়ি রাস্তায় ধসও নামতে পারে বলে সতর্ক করেছে হাওয়া অফিস। জলপাইগুড়িতেও জারি করা হয়েছে অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা।

মাধব স্বামীজির স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি উত্তর কলকাতার বরাহনগর টবিন রোড যোগোদা আবাসনে ভক্তগৃহে সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের লীলাসঙ্গী মাধম স্বামীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে মাধব স্বামীজির স্মৃতিচারণ করেন কিঙ্কর শ্যামানন্দজি, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী সৌরভ মহারাজ, উত্তম দে, শাস্ত্রধর্ম প্রচার সভার শঙ্কর সেন, ভাস্কর সেন, কৌশিক মল্লিক প্রমুখ। অন্যদিকে হাওড়া বালটিকরি সদানন্দ মঠে পুণ্য দশহরা দিবসের সন্ধ্যায় সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের জীবন নিয়ে নাটক 'পুরুষোত্তম ওঙ্কারনাথ' মঞ্চস্থ হবে। ওঙ্কারনাথ সংস্কৃতি সংঘের উদ্যোগে এবং সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নাটকটি মঞ্চস্থ হবে।

গার্ডেনরিচ বহুল বিপর্যয়ের ঘটনায় ৮৮ দিনের মাথায় চার্জশিট জমা করল পুলিশ। পুলিশের তরফে জমির মালিক প্রামোটার-সহ ৬ জনকে অভিযুক্ত বলা হয়েছে।

জুড়ল সেতু, তবুও

প্রথম পাতার পর

আটকে রয়েছেন বহু পর্যটক। বিখ্যাত লাচুংয়ের সঙ্গে গোটা রাজ্যেরই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। বিচ্ছিন্ন টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থাও। রাজ্য সরকার জানিয়েছে, বিপর্যয়ের জেরে সিকিমে এখনও ১২০০ পর্যটক আটকে রয়েছেন। তাঁদের অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের। তা ছাড়া রয়েছেন ১৫ জন বিদেশি।

আটকে থাকা পর্যটকদের উদ্ধার করতে তৎপর হয়েছে প্রশাসন। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, তিস্তায় সেতু জলে ভেসে যাওয়ায় পর্যটকদের উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। পর্যটকদের উদ্ধারের জন্য ভারতীয় বায়ুসেনার থেকে সাহায্য চেয়েছে সিকিম প্রশাসন। তবে সিকিমের হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে উত্তর সিকিমের যা আবহাওয়া, তাতে পর্যটক উদ্ধার করতে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়তে পারে সেনার হেলিকপ্টার। বৃষ্টি এবং মেঘের কারণে দেখার অসুভিদে হতে পারে ফলে হেলিকপ্টার অবতরণে সমস্যার সম্ভাবনা রয়েছে। বায়ুসেনার পক্ষে উদ্ধারকাজ চালানোও কঠিন হতে পারে বলে মনে করছে হাওয়া অফিস।

এই পরিস্থিতিতে পর্যটকরা হোটেল এবং হোমস্টেগুলিতেই নিরাপদে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনের তরফে। তাঁদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জোগান দেওয়া হচ্ছে। ধস সরিয়ে রাস্তা তৈরির কাজে সিকিম সরকারের সঙ্গে হাত লাগিয়ে হাত লাগিয়েছে সেনাবাহিনী। টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থাও স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে প্রশাসনের তরফে। আটকে পড়া পর্যটকদের সাহায্য করতে সিকিমে হেল্পডেস্ক চালু করা হয়েছেনবান্নের তরফে। শুক্রবার কালিম্পঙের জেলাশাসকের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে একথা জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পূর্ব সিকিম জেলার রংপোতে পর্যটকদের উদ্ধারের কাজ তদারকির জন্য তৈরি হয়েছে একটি হেল্পডেস্ক। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সিকিমে আটকে থাকা পর্যটক ও তাঁদের পরিবাররে জন্য হেল্পলাইন চালু করল রাজ্য সরকার। লাগাতার ভারী বৃষ্টি এবং ধসের কারণে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উত্তর সিকিমে হাজারের বেশি পর্যটক এখনও আটকে রয়েছেন। প্রতিকূল আবহাওয়ায় ব্যহত হচ্ছে উদ্ধারকাজ। আটকদের উদ্ধারে আগেই সিকিম সরকারের সঙ্গে উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এবার চালু করা হল হেল্পলাইন ডেস্ক। সাহায্যের জন্য দুজন আধিকারিকের ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে। রবি বিশ্বকর্মা (৮৭৬৮০৯৫৮৮১) এবং পুষ্পজিৎ বর্মণের (৯০৫১৪৯৯০৯৬) মোবাইল নম্বর।

ekdin_page_3_Layout 1 6/15/2024 10:11 PM Page 1

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৬ জুন ২০২৪ ১ আষাঢ় ১৪৩১ রবিবার

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দুষ্কৃতীদের বাড়বাড়ন্ত, শিকেয় নজরদারি

খাস কলকাতায় চলল গুলি, আহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাস কলকাতার পার্ক স্ট্রিট ও মির্জা গালিব স্ট্রিটের সংলগ্ন এলাকায় চলল গুলি। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন একজন। পুলিশ সূত্রে খবর, আহত ব্যক্তি এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার বিকেলে। বছর ২৯-এর একলাস বেগ ও সোনা নামে স্থানীয় দুই যুবক বাইক নিয়ে যাচ্ছিলেন। এলাকাবাসীর দাবি, হঠাৎ সোনার বাইককে ওভারটেক করে একলাস। কেন বাইক ওভারটেক করল তা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা বাঁধে। বিকেল সাড়ে চারটের ঘটনার রেশ গড়ায় রার ১২টা নাগাদ।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রায় ৭০ থেকে ৮০ জনের একটি দল এসে একলাসের ওপর চড়াও হয়। এরপরই একলাসকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ। একলাসের ডান পায়ে গুলি লাগে। গুলি চালানোর পরই অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালায়। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা গুলিবিদ্ধ একলাসকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।

স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, 'রাত্রিবেলা ৭০ থেকে ৮০ জন আসে হঠাৎই। আসার পরে কী ঝামেলা হল বুঝলাম না। গুলি চালিয়ে পালিয়ে গেল। এরপর পুলিশ এল। তদন্ত শুরু করেছে।' গুলি চালানোর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পার্কস্ট্রিট থানার পুলিশ। তবে মূল অভিযুক্ত সোনা ও তাঁর সহযোগীরা পলাতক। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার মামলা রুজু করেছে। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, সোনার নাম আগেই পুলিশের খাতায় ছিল। এলাকার বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত সে।

তবে পার্ক স্ট্রিট ও মির্জাগালিব স্ট্রিট সংলগ্ন এলাকায় এই গুলি চালনার ঘটনায় সমাজ বিরোধীদের হাতে হাতে কীভাবে পৌঁছে যাচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্র তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সর্বস্তরেই। এই প্রসঙ্গে কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম এসবের জন্য অবশ্য পুলিশি ব্যর্থতা মানতে রাজি নন। তাঁর যুক্তি, এত বিশাল জনসংখ্যার মাঝেই পুলিশের নজর এড়িয়ে ঢুকে রাজ্যে ঢুকে পড়ছে অস্ত্র।

শুক্রবারের ঘটনায় কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে বার বার করে বলেছেন সব আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করার জন্য। কিন্তু ব্যাপারটা হল পশ্চিমবঙ্গের চারদিকে বর্ডার রয়েছে। বিহারের মুঙ্গের, অসম, ঝাড়খণ্ড থেকে আগ্নেয়াস্ত্র আসছে। বর্ডারগুলিকে সিল করে সার্চ অপারেশনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন।' অর্থাৎ, ভিন রাজ্য থেকেই যে পুলিশের নজর এড়িয়ে বাংলায় আগ্নেয়াস্ত্র ঢুকছে, সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। পাশাপাশি ভিনরাজ্যের সীমানাগুলিতে আরও সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন, সেটাও মনে করছেন তিনি।

শুধু পার্কস্ট্রিট থানা এলাকাতেই নয়, শনিবার বেলঘরিয়াতেও এক ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে। মালদাতেও গভীর রাতে বাড়িতে ঢুকে এক ব্যবসায়ীকে গুলির অভিযোগ উঠেছে। একের পর এক গুলি চালানোর অভিযোগ যখন উঠে আসছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, তখন ফিরহাদ হাকিমের এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই ধারনা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

রাজভবনের বাইরে ধরনায় বসতে চেয়ে পুলিশ কমিশনারকে চিঠি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজভবনের বাইরে ধরনায় বসতে চেয়ে পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে চিঠি দেওয়ার পর দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও অনুমতি না মেলায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। বঙ্গ বিজেপি শিবির সূত্রে খবর, ভোট পরবর্তী হিংসায় আক্রান্তদের নিয়ে ১৯ জুন থেকে পাঁচদিন ধরনায় বসতে চান শুভেন্দু। আর এই প্রসঙ্গেই শুভেন্দুর প্রশ্ন, তৃণমূল পাঁচদিন ধরনার অনুমতি পেলেও বিজেপি কেন নয়? একইসঙ্গে শুভেন্দু এও জানান, রাজ্যপাল সময় দিলে রবিবার ভোট পরবর্তী হিংসায় আক্রান্ত ১০০ জনকে নিয়ে তিনি রাজভবনে নিয়ে যাবেন। এরেই রেশ ধরে শুভেন্দু এও বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসকে ধরনা দেওয়ার জন্য পাঁচদিনের অনুমতি দিয়েছিল কলকাতা পুলিশ। আমি কলকাতার পুলিশের কমিশনারকে চিঠি দিয়েছি। এখনও পর্যন্ত সিপি কোনও রেসপন্স করেননি। আমি মঙ্গলবার আবার রিমাইন্ডার দেব ঠিক করেছি। আর রাজ্যপাল অনুমতি দিলে রবিবার একশো জন আক্রান্তকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।'

শুভেন্দুর এই পদক্ষেপ নিয়ে তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তী কটাক্ষ করে জানান, 'ছোটবেলায় ময়ূরপুচ্ছ কাকের গল্প পড়েছিলাম। একবার একটা কাকের হঠাৎ করে ইচ্ছা হয়েছিল সে ময়ূর হবে। তেমন শুভেন্দু অধিকারীর ইচ্ছা হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হবেন। নকল করতে হবে। নিজস্বতা তো কিছু নেই।

অভিষেক ধরনায় বসেছিল কেন্দ্র সরকার বাংলার প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছিল বলে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার তো আটকে রাখে না, টাকা দেয়। তাই বলব নকল না করে নিজস্ব রাজনীতি করুন। আসলে ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে বিজেপি তাঁদের নতুন রাজ্য সভাপতির নাম জানাবে। সেখানে লড়াইয়ে টিকে থাকতে হবে তো। তাই এসব করছে।'

ফের যাত্রী ভোগান্তির সম্ভাবনা শিয়ালদা মেন এবং দক্ষিণ শাখায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের শিয়ালদহতে ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত। তারই জেরে আবারও যাত্রী ভোগান্তি চরমে ওঠার সম্ভাবনা। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, এই দুর্দশা সাময়িক নয়। প্রতি সপ্তাহেই নিয়ম করে দুই দিন এই ভোগান্তির সম্ভাবনা রয়েই যাচ্ছে।

এর আগেই ১২ কামরার ট্রেনের জন্য প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের কাজে প্রায় ৪-৫ দিন ট্রেন বাতিলের কারণে চরম ভোগান্তি হয়েছিল। মৃত্যুও ঘটেছিল এক যাত্রীর। সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই আবার সেই ভোগান্তির চিত্রই ফিরে এল।

পূর্ব রেল সূত্রে খবর, শনিবার রাতের শেষ শিয়ালদহ-ডানকুনি লোকাল এবং ডানকুনি-শিয়ালদহ লোকাল বাতিল থাকছে। রবিবার সকালেও ওই চার জোড়া লোকাল বাতিল করেছে রেল। শুধু লোকাল ট্রেন নয়, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এক্সপ্রেসের রুটও পরিবর্তন করার কথা জানা গিয়েছে শিয়ালদহ রেল সুত্রে। কলকাতা-সীতামাড়ি, শিয়ালদহ-আজমের, পদাতিক এক্সপ্রেস এবং শিয়ালদহ-জয়নগর স্পেশালের মতো দুরপাল্লার ট্রেনগুলি ডানকুনির পরিবর্তে নৈহাটি-ব্যান্ডেল দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ ডানকুনি সেকশনে এবার জোর কদমে কাজ শুরু হচ্ছে।

তবে শুধু শিয়ালদহের উত্তর ডিভিশনে নয়, দক্ষিণের ডায়মন্ড হারবার শাখায় ওভারহেড মেরামতির কাজের জন্য শনিবার মধ্যরাত থেকে রবিবার ভোর পর্যন্ত তিন ঘণ্টা ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক হবে। দেউলা এবং ডায়মন্ড হারবারের মধ্যেও কাজ হবে বলে জানিয়েছে পূর্ব রেল। তবে স্বস্তির কথা, এই মেরামতির কাজের জন্য কোনও লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়নি শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায়। তবে শনিবারের শেষ ডায়মন্ড হারবার লোকালটি ডায়মন্ড হারবারের বদলে মগরাহাট স্টেশন পর্যন্ত যাওয়ার কারণে রবিবার ভোরে মগরাহাট থেকেই শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে ছাড়বে।

পূর্ব রেল সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, শুধু এই শনি-রবিবার নয়, আগামী জুলাই মাসের ২১ তারিখ পর্যন্ত প্রতি শনি-রবিবার, ২ দিন এই মেরামতির কাজ চলবে ডানকুনি শাখায়। একই ভাবে সপ্তাহের শেষের দুই দিন, শেষ ডায়মন্ড হারবার লোকাল মগরাহাট স্টেশন পর্যন্ত যাবে। শিয়ালদহ ডিভিশনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের দাবি, ট্রেন যাত্রীদের সুবিধা এবং উন্নততর পরিষেবার জন্য কিছু অসুবিধা হয়তো হচ্ছে। কিন্তু আগামী দিনের সুবিধার জন্য এই সাময়িক এই অসুবিধাইয় আখেরে লাভ নিত্যযাত্রীদেরই। যেহেতু শনি এবং রবিবারে যাত্রী সংখ্যা তুলনামুলক ভাবে অনেকটা কম থাকে, তাই ধাপে ধাপে কাজ শেষ করার জন্য এই দিনগুলকেই বেছে নিয়েছে রেলের আধিকারিক এবং ইঞ্জিনিয়াররা।

পুকুরে স্নানে নেমে ডুবে মৃত্যু শিশুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দহন জ্বালায় কাহিল খুদে থেকে প্রবীণ সকলেই। গরমের হাত থেকে মৃদু স্বস্তি পেতে খুদেরা শনিবার সকালে স্নান করতে নেমেছিল পাড়ার পুকুরে। আর পুকুরে স্নান করতে নেমেই ঘটে গেল বিপত্তি। জলে ডুবে মৃত্যু এক শিশু কন্যার। মৃত শিশু কন্যার নাম কেইনাথ পারভিন (৮)। মার্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রহড়া থানার পাতুলিয়ার গভমেন্ট কোয়ার্টার এলাকায়। পুলিশের উপস্থিতিতে প্রথমে স্থানীয় যুবকরা পুকুরে নেমে তল্লাশি চালায়। পরে শিশুর দেহ উদ্ধারে পুকুরে ডুবুরি নামানো হয়। অবশেষে প্রায় দুই ঘন্টা বাদে পুকুর থেকে শিশুর দেহ উদ্ধার করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দা ঝন্টু আচার্য জানান, এদিন সকাল আটটা নাগাদ তিনি পুকুরে স্নান করেছিলেন। তখন তিনি দেখেন পিলারে ওড়না বেঁধে তিন-চারজন বাচ্চা স্নান করছিল। স্নান করে বাড়ি ফিরতেই তিনি খুদেদের চিৎকার শুনতে পান। ছুটে এসে পুকুরে নেমে তিনি নিখোঁজ শিশুর খোঁজ চালান। পাড়ার কয়েকজন যুবকও তল্লাশি চালায়। তারা প্রায় দেড় ঘন্টা তল্লাশি চালিয়েও শিশুকে উদ্ধার করতে পারেনি। অবশেষে ডুবুরি নামিয়ে পুকুর থেকে শিশুর দেহ উদ্ধার করা হয়। জলে ডুবে শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া পাতুলিয়া গভমেন্ট কোয়ার্টার এলাকায়।

মেডিক্যাল জয়েন্ট পরীক্ষা ফেরত চাইছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেডিক্যাল জয়েন্ট পরীক্ষা ফেরত চাইছে রাজ্য। কারণ, ডাক্তারি প্রবেশিকা অর্থাৎ নিট পরীক্ষার ফলাফলে কারচুপির অভিযোগ সামনে আসতে উত্তাল ভারতীয় রাজনীতি। এবার এই ঘটনায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হল রাজ্যও। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বক্তব্য, 'মেডিক্যালে যে জয়েন্টের পরীক্ষা ছিল সেই পরীক্ষা আবারও ফিরিয়ে দেওয়া হোক রাজ্যেরই হাতে।' এই প্রসঙ্গে ব্রাত্য বসু জানান, 'এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা। হাজার-হাজার পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। আমাদের রাজ্যের শিক্ষক দুর্নীতি নিয়ে অনেক আলোচনা হল। অনেক টক শো হল। তদন্ত হল। গ্রেফতারও হল। কিন্তু কেন্দ্রের এই নিট যা সারা ভারতের ক্ষেত্রে খুব সম্মানের পরীক্ষা সেটার ক্ষেত্রে যা হল তা এবার গোটা ভারত দেখছে।' আর এখানেই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর প্রশ্ন, 'এই ঘটনায় কোনও তদন্ত হবে না? সিবিআই ইডি মাঠে নামবে না?' এরপরই এরেই রেশ টেনে ব্রাত্যর দাবি, 'এই ব্যর্থতার পর আমার মনে হয় ওদেরই স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে রাজ্যের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।'

উল্লেখ্য, এর আগে রাজ্যের বোর্ডগুলি পৃথকভাবে মেডিক্যালে প্রবেশিকা পরীক্ষা নিত। এবং রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য ভর্তি হতেন শিক্ষার্থীরা। কিন্তু ২০১৩ সাল থেকে একটিই পরীক্ষা হয়। যা সর্বভারতীয় স্তরে হয়ে থাকে। কিন্তু ২০১৪-২০১৫ সালেও তা চালু করা যায়নি। কারণ এই ঘটনায় বেশ কিছু বোর্ড আপত্তি করে। ২০১৬ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে স্থির হয় সর্বভারতীয় ডাক্তারি পরীক্ষার কাউন্সিলিং হবে।

দক্ষিণেশ্বরে ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : দক্ষিণেশ্বর থানার কামারহাটি পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের মেদিবস পল্লীর নিজের ঘর থেকে বুধবার রাতে ফল ব্যবসায়ী অপূর্ব ঘোষের রক্তাক্ত মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করে। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ইতিমধ্যেই দিদি অলোক্তিকা দাস, জামাইবাবু সুদীপ দাস ও দিদির মামা শ্বশুর সঞ্জীব পাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশের দাবি, সম্পত্তিগত বিবাদের জেরেই খুন ওই যুবক। ঘটনার মূল ষড়যন্ত্রকারী নিহতের দিদি অলোক্তিকা দাস। তাঁর নির্দেশেই গত বুধবার জামাইষষ্ঠীর রাতে শেওড়াফুলি থেকে বাইকে চেপে দক্ষিণেশ্বরে অপূর্বকে কুপিয়ে খুন করে জামাইবাবু সুদীপ দাস এবং অলোক্তিকার মামা শ্বশুর সঞ্জীব পাত্র। শুক্রবার রাতে দক্ষিণেশ্বর থানায় সাংবাদিক বৈঠক ডেকে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (বেলঘরিয়া) শ্রীমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, খুনের পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ভাই ও দিদির মধ্যে সম্পত্তিগত বিবাদ। সেই বিবাদ থেকেই এই খুনের ঘটনা। ধৃত তিনজনকে শনিবার ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক দশ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে কয়েক বছর আগে শ্রীরামপুর বিবির বেড় এলাকার বাসিন্দা পেশায় বাউন্সার সুদীপ দাসের সঙ্গে অলোক্তিকার বিয়ে হয়। কিন্তু দিদির বিয়েতে প্রথম থেকেই অমত ছিল ভাই অপূর্বর। বাপের বাড়িতে গেলেই নাকি ভাই ভাবত দিদি সম্পত্তির ভাগ নিতে এসেছে। তা নিয়ে দু'জনের মধ্যে বেশ কয়েকবার গণ্ডগোলও হয়েছিল। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার শ্রীমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, পয়লা জুন ভোটের দিন অলোক্তিকার মামা শ্বশুর শেওড়াফুলির বাসিন্দা সঞ্জীব পাত্র দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে আসে। ওইদিন অলোক্তিকা তার স্বামীকে নিয়ে আগে থেকেই দক্ষিণেশ্বরে বাপের বাড়িতে হাজির ছিলেন। সেখানেই তারা সঞ্জীবকে ডেকে নেন। অভিযোগ, মদের আসরে অপূর্ব দিদির মামা শ্বশুর সঞ্জীব পাত্রকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে। যা সহ্য হয়নি সঞ্জীবের। সেই দিনই অপূর্বকে খুনের ছক কষে তাঁরা। পুলিশের দাবি, দিদির নির্দেশেই ভাইকে খুন করতে তার স্বামী এবং মামা শ্বশুর বাইকে চেপে দক্ষিণেশ্বরে আসে। এরপর ঘরে ঢুকে দুজন মিলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে অপূর্বকে কুপিয়ে খুন করে বাইকে চেপে চম্পট দেয়।

সিলিন্ডার ফেটে বিপত্তি, আহত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভয়াবহ বিস্ফোরণ মহেশতলায়। গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে উড়ে গেল বাড়ির বারান্দার গ্রিল। স্থানীয় সূত্রে খবর, পরপর দু'বার সিলিন্ডার বিস্ফোরণের শধ শোনা গিয়েছে। কিন্তু এখনও স্পষ্ট নয়, ঠিক কী কারণে দ্বিতীয়বার বিস্ফোরণ হয়েছে। ঘটনায় জখম হয়েছেন ৫ জন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার সকালে সাড়ে সাতটা নাগাদ হঠাৎ করেই একটি বিস্ফোরণের শধ শুনতে পান এলাকাবাসী। পরপর দু'বার তাঁদের কানে আসে বিস্ফোরণের শধ। সিলিন্ডার ফাটার সঙ্গে লাগে আগুনও। আগুন যাতে ভয়াবহ আকার না নেয়, আগুন নেভাবতে হাত লাগান স্থানীয় বাসিন্দারাই। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দু'টি ইঞ্জিন। দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, ওই বাড়িটিতে দু'টি সিলিন্ডার ছিল। একটি রিজার্ভে রাখা থাকত। পরপর দু'টি সিলিন্ডার থেকেই বিস্ফোরণের ঘটে থাকতে পারে।

অ্যাক্রোপলিস মলের অগ্নিকাণ্ডের ২৪ ঘণ্টা আগের সিসিটিভি ফুটেজ তলব দমকলের

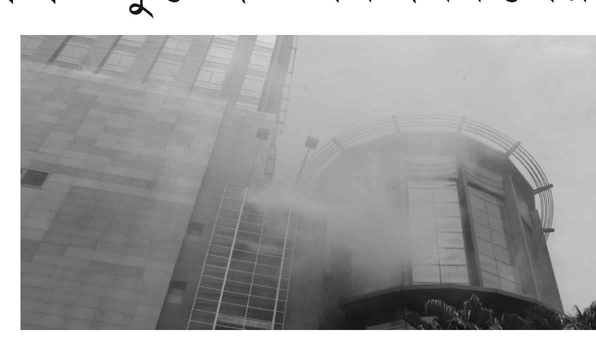

নিজস্ব প্রতিবেদন: এখনই খুলছে না অ্যাক্রোপলিস মল। এমনটাই জানিয়েছে রাজ্য দমকল দফতর। অ্যাক্রোপলিস মল কর্তৃপক্ষের কাছে শুক্রবার সকালের অগ্নিকাণ্ডের আগের ২৪ ঘণ্টার সিসি টিভি ফুটেজ চেয়ে পাঠানো হয়েছে রাজ্যের দমকল দফতরের তরফে। অগ্নিকাণ্ডের নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা জানতে এই ফুটেজ খতিয়ে দেখতে চান দমকল কর্তারা।

এদিকে সূত্রে খবর, শুক্রবার অ্যাক্রোপলিস মলের চারতলায় আগুন লাগে। তিনতলায় ওয়েল্ডিংয়ের কাজ চলছিল। তার সঙ্গে শুক্রবারে অগ্নিকাণ্ডের কোনও যোগ রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দমকলের ডিজি জগনমোহন। এর পাশাপাশি শপিং মলের অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখছেন দমকল আধিকারিকেরা। শুধু তাই নয়, নির্দিষ্টি সময় অন্তর শপিং মল, বহুতলগুলির যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা তা দেওয়া হয়েছিল কি না সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট মল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চেয়ে পাঠানো হয়েছে দমকল দফতরের তরফ থেকে, অন্তত এমনটাই খবর সূত্রের।

এদিকে ইতিমধ্যেই ফরেন্সিক দল নমুনা সংগ্রহ করেছে। সেই রিপোর্টের পাশাপাশি মল কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাওয়া প্রশ্নের উত্তর খতিয়ে দেখা হবে। তারপরই আগুনের ঘটনায় মামলা রুজু হবে কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানা যাচ্ছে।

পথ সারমেয়দের নিয়ে দূর হোক অকারণ ভীতি, বার্তা কুকুরপ্রেমীদের

শুভাশিস বিশ্বাস

রাস্তার কুকুর তথা খুব সহজ বাংলায় বললে নেড়ি কুকুরের দৌরাত্ম্য এখন মাঝে মধ্যেই চলে আসছে সংবাদ শিরোনামে। আর এই প্রসঙ্গে সমগ্র বঙ্গজাতির অবস্থান একেবারে দুই মেরুতে, এমনটাই ধারনা পশুপ্রেমীদের। কারণ, এই পথকুকুরদের নিয়ে অনেকেরই বক্তব্য, এদের নিয়ে আদিখ্যেতা দেখাচ্ছেন সমাজের একাংশ। আর অন্যদল মানতে নারাজ। তবে এই কুকুর প্রেমের পিছনে রয়েছে এক অমোঘ সত্য। প্রথমত, এরা মানুষের অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধু। দ্বিতীয় কলকাতায় এই কুকুরদের নিয়ে কোনও সঠিক পরিকল্পনাও নেই প্রশাসনের। না আছে চিকিৎসা, না আছে তাদের কোনও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা। ফলে এদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে হয় সাধারণ মানুষকেই।

এদিকে, এই কুকুরদের নিয়ে প্রায়ই শোনা যাচ্ছে নানা ঘটনা। আর এই সব ঘটনা যে ভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, তা থেকে এই সারমেয়কুলের ওপর ভীতি জন্মাচ্ছে মানুষের। আর এখানেই গোড়ায় গলদ। কারণ, কুকুর সংক্রান্ত কোনও ঘটনা বা কোনও আলোচনা সভা নিয়ে যাঁরা বক্তব্য তুলে ধরছেন তাঁদের এই নেড়ি কুকুরের প্রতি ঠিক যে মনোভাব পোষণ করেন, সেটাই ফুটে ওঠে তাঁদের বক্তব্যে। নিট ফল একটা ভ্রান্ত ধারনার পরিবেশন। ফলে পথ কুকুরদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য অনেকেরই জানা নেই। সবার আগে এই সারমেয় কুলের সম্পর্কে এক স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ এক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা দরকার বলেই মনে করছেন কুকুরপ্রেমীরা।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল, এই নেড়ি কুকুর আমাদের কলকাতার ইকো সিস্টেমে ঠিক কতটা প্রয়োজন তা হয়তো অনেকেই জানেন না। এই প্রসঙ্গে আইআইএসইআরএর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অনিন্দিতা ভদ্র জানান, 'কলকাতা ইকোসিস্টেমের সঙ্গে যদি দু-একটি প্রাণী জড়িত থাকে তাহলে সেই তালিকায় অবশ্যই নাম আসবে এই পথ কুকুরদের। কারণ, এরা স্ক্যাভেনজারের কাজও যে করে, তা আমরা কখনওই খেয়াল করে দেখি না। দ্বিতীয়ত, আমরা অনেকেই গলা ফাটাই বড্ড বেশি প্রজনন হচ্ছে কুকুরদের। যার ওপর এই মুহূর্তে রাশ টানা প্রয়োজন। কিন্তু তথ্য বা পরিসংখ্যান কিন্তু তা বলছে না। কারণ, একটি কুকুরের চার-পাঁচটি বাচ্চা একসঙ্গে হয় ঠিকই তবে নানা কারণে একটির বেশি দুটি বাঁচে না। মূলত এদের মৃত্যু হয় পথদুর্ঘটনায়। কুকুরের বাচ্চার মৃত্যুর কারণ নিয়ে পরিসংখ্যান করতে গিয়ে ধরা পড়েছে যে ৬৩ শতাংশ কুকুরের মৃত্যু ঘটে এই পথদুর্ঘটনায়।

এবার আসা যাক কুকুর কামড়ানোর ঘটনায়। যা জ্বলন্ত সমস্যা এই মুহূর্তে। খুব স্পষ্ট ভাবে বলতে গেলে একটি নেড়ি কুকুর কাউকে অকারণে কামড়ায় না, এটা মনে রাখা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। আমরা হয়তো অনেকেই জানি না যে, রাস্তার কুকুর প্রকৃতিগত ভাবে শান্ত প্রকৃতির। এদের মধ্যে একটি সুগঠিত পরিবারতন্ত্রও রয়েছে ঠিক মানুষের মতোই। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই এদের মধ্যেও রয়েছে এরিয়া ডমিনেশনের একটা প্রবণতা। সেটা যে কোনও প্রাণীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর এই এরিয়া ডমিনেশনের কারণেই রাতে শোনা যায় কুকুরদের চিৎকার চেঁচামেচি। ফলে কুকুরের ক্ষেত্রে যেটা আমজনতাকে করতে হবে তা হল এদেরকের অকারণে আঘাত বা বিরক্ত না করা। ভুলে গেলে চলবে না, যে কোনও প্রাণীকেই আঘাত করলে সে একসময় না একময় প্রত্যাঘাত করবেই। এই স্বভাব থেকে বাদ পড়ে না সমাজের সর্বোৎকৃষ্ট জীব মানুষও।' ফলে কুকুরদের মধ্যে বিবাদ চলাকালীন সেই রাস্তা এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয় বলে জানাচ্ছেন অনিন্দিতা দেবী।

তবে এক-একটি পাড়ায় একটু বেশি সংখ্যায় কুকুর নজরে আসার কারণ সম্পর্কে অনিন্দিতা দেবী জানান, বিশেষ কোনও এলাকা থেকে এদের খাবার দেওয়া হলে সেখানেই তারা ভিড় জমায়। ফলে এটা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে খুব একটা অসুবিধা হয় না যে, সবাই যদি একটু এই কুকুরদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে সামান্য খাবার প্রতিটি এলাকা থেকেই দেওয়া হয় তাহলে একটা বিশেষ এলাকায় কুকুরদের এই বাড়বাড়ন্ত চোখে পড়বে না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলতেই হয়, মানুষের ওপর ভরসা হারিয়েছে এই কুকুর। যে কারণে হাত থেকে খাবার দিলে এরা নিতে চায় না। তবে রাস্তায় দিলে সেখানে অসুবিধা নেই তাদের। অথচ, এই পথ কুকুররাই কিন্তু রাতের কলকাতায় এক শক্তিশালী নিরাপত্তা প্রদান করে যে কোনও এলাকার। কারণ, এই পথ কুকুররা অত্যন্ত বুদ্ধিমান হয়। কারণ, কার কী অভিসন্ধি সেটা বুঝতে এদের বিশেষ সময় লাগে না। আর এটাও পরীক্ষিত সত্য যে, দুষ্কৃতিরা রাতের বেলায় কোনও একটি এলাকাকে তাদের চুরি-ছিনতাইয়ের জন্য চিহ্নিত করে নিলে তারা সর্বপ্রথম চেষ্টা করে সেই এলাকার কুকুরদের যে কোনও ভাবে বাগে আনার। এর জন্য প্রাণ নিতেও পিছপা হয় না তারা। এসব জানার পরও অনেকেই বলবেন, কুকুর সরানো হোক এলাকা থেকে। সহজ কথায়, 'না রহেগা বাঁশ, না বাজেগি বাঁশুরি।' কিন্তু কলকাতার ইকোসিস্টেমকে ধরে রাখতে হলে এই পথে হাঁটলে চলবে না বলেই জানাচ্ছেন অনিন্দিতাদেবী সহ অন্যান্য পশুপ্রেমীরাও।

রবিনসন স্ট্রিট কাণ্ডের ছায়া বীজপুরে

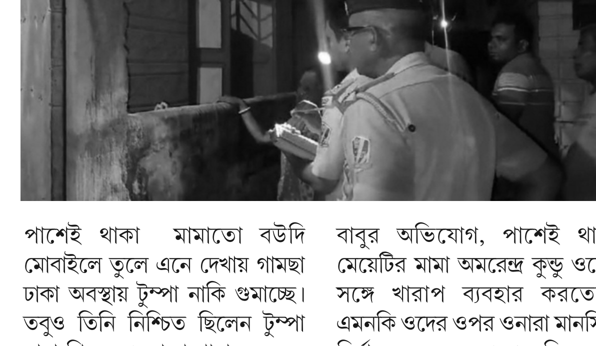

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রবিনসন স্ট্রিট কাণ্ডের ছায়া এবার বীজপুরে। মেয়ের পচা গলা মৃতদেহ আগলে বসেছিল বাবা। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বীজপুর থানার কাঁচড়াপাড়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বিনোদ নগর পোস্ট অফিস এলাকায়। এলাকাবাসী মারফত পচা দুর্গন্ধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয় কাউন্সিলর। তিনি দুর্গন্ধের বিষয়ে পুলিশকে জানান। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে তরুণীর পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম টুম্পা কুন্ডু (৩৬)। মৃতার বাবা নিতাই কুন্ডুর বয়স ৭৫ বছর। তবে ওই তরুণীর মৃত্যু কিভাবে হল, তা স্পষ্ট নয়। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই তরুণীর মৃত্যুর কারন জানা যাবে। পড়শি বানী সরকার জানান, গত চার-পাঁচ দিন ধরে কুন্ডু বাড়ি থেকে পচা দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল। ভেবেছিলাম ইঁদুর মরার গন্ধ। তবুও সন্দেহ জেগেছিল টুম্পা হয়তো বেঁচে নেই। শুক্রবার সন্ধের পর থেকে তীব্র গন্ধ বেরোতে থাকে। পাশেই থাকা মামাতো বউদি মোবাইলে তুলে এনে দেখায় গামছা ঢাকা অবস্থায় টুম্পা নাকি গুমাচ্ছে। তবুও তিনি নিশ্চিত ছিলেন টুম্পা মারা গিয়েছে। আগে খাবারের জন্য টুম্পা চিৎকার করতো। কিন্তু চার-পাঁচদিন ধরে তিনি টুম্পার কোনও সাড়াশধ পাচ্ছিলেন না। বানী দেবীর অভিযোগ, খাবার দিতে গেলে তীব্র আপত্তি জানাতো পাশেই থাকা টুম্পার মামা। স্থানীয় কাউন্সিলর শম্ভুনাথ ঘোষ জানান, 'মেয়েকে নিয়ে বাস করতেন বৃদ্ধ নিতাই কুন্ডু। মেয়েটি আগে পরিচারিকার কাজ করতেন। আর মেয়েটির বাবা ইদানিং ভিক্ষাবৃত্তি করতেন। আগে উনি একটা হোটেলে কাজ করতেন।' শম্ভু নাথ বাবুর অভিযোগ, পাশেই থাকা মেয়েটির মামা অমরেন্দ্র কুন্ডু ওদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন। এমনকি ওদের ওপর ওনারা মানসিক নির্যাতনও করতেন। শুনেছি ওদের শৌচালয় ব্যবহার করতে দেওয়া হত না। পানীয় জল নিতে দেওয়া হত না। নির্যাতনের জেরেই হয়তো বাবা-মেয়ে মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। পাশাপাশি দু'জনেই অনাহারে ভুগছিলেন। তাঁর দাবি, সম্ভবত অনাহারেই মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে। যদিও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মেয়েটির মৃত্যুর কারন যাবে। স্থানীয় কাউন্সিলর জানান, মৃতার বাবাকে চিকিৎসার জন্য কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সম্পাদকীয়

ধর্মীয় উদারতার লক্ষণ এখনও আছে আমাদের বাংলায়

অনেকেই প্রশ্ন করেন, বাঙালি কতটা জানে তামিল ধ্রুপদী সাহিত্যকে। বাঙালির তামিল সাহিত্য পড়া নিশ্চয়ই দরকার। তবে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির দ্বন্দ্ব নিয়ে বাঙালি নিরন্তর পরীক্ষা করে গিয়েছে। এর ইতিহাস বিশাল, অনন্য ও অমূল্য। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে, খণ্ডিত বাংলায় বাঙালি তার পরীক্ষা দিয়েছে, এখনও পরীক্ষা দিয়ে চলেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙালির সাফল্য তার ব্যর্থতাকে বহুগুণ ছাপিয়ে গিয়েছে। বাংলায় সব ধর্ম ও তাদের বিভিন্ন ধারা মতামত প্রকাশ করে চলেছে। ধর্মীয় বিভিন্নতা, বিশেষ করে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের গুরুত্ব স্বীকার করে অসাম্প্রদায়িকতার বাতাবরণ রাখার চেষ্টা করে চলেছে বাঙালি। ধর্মনিরপেক্ষতার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ ভারত রাষ্ট্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাংলায় ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি মিশেছে ভৌগোলিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণে। ধর্মের ভিত্তিতে এখন আরও স্পষ্ট হয়েছে এক পক্ষকে সমর্থন ও অন্য পক্ষের ক্ষোভ। ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার অভাব রয়েছে, তাই এই আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু তা বলে ধর্ম ও রাজনীতির অস্তিত্ব এবং মিশেলের বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না। বরং ধর্ম ও রাজনীতি, উভয়কে সহনশীল হয়ে ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে, যত দিন গণতন্ত্রে ধর্ম ও রাজনীতি, উভয়ের প্রয়োজনীয়তা থাকে। সম্রাট, রাজা, সামন্ত, ভূস্বামীদের যুগ গিয়েছে, তবে স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে তা কিছুটা সংক্রমিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গানে বলেছেন; আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে। কিন্তু সেখানে রাজা সবারে দেন মান, সে মান আপনি ফিরে পান। রাজার ধর্ম যা-ই হোক, প্রজার ধর্ম যা-ই হোক, মানুষের ধর্ম যা-ই হোক, যদি রাষ্ট্র সমাজের ধর্মনিরপেক্ষতাকে মান্যতা দিয়ে, সবার রাজনৈতিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার সৎ প্রয়াস করে চলে, তা হলে যে কোনও প্রকার 'ব্যত্যয়' মানিয়ে নেওয়া যেতে পারে। ধর্মীয় উদারতার অনেক লক্ষণ এখনও আছে বাংলায়।

আনন্দকথা

কিন্তু মা, ভিতরে গেলে লোকে কি বলবে? যদি কিছু হাঙ্গামা হয়? আবার কালীঘরে যদি ঢুকতে না দেয়? তবে গির্জার দোরগোড়া থেকে দেখিও।”

(ভক্তসঙ্গে ভজনানন্দে — রাখালপ্রেম — “প্রেমের সুরা”)

আর একদিন ঠাকুর নিজের ঘরে ছোট খাটটির উপর বসিয়া আছেন, আনন্দময় মূর্তি — হাস্যবদন। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণের সঙ্গে মাস্টার আসিয়া উপস্থিত।

কালীকৃষ্ণ জানিতেন না, তাঁহাকে তাঁহার বন্ধু কোথায় লইয়া আসিতেছেন। বন্ধু বলিয়াছিলেন, “শুঁড়ির দোকান যাবে তো আমার সঙ্গে এস; সেখানে এক জালা মদ আছে।” মাস্টার আসিয়া বন্ধুকে যাহা বলিয়াছিলেন, প্রণামান্তর ঠাকুরকে সমস্ত নিবেদন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

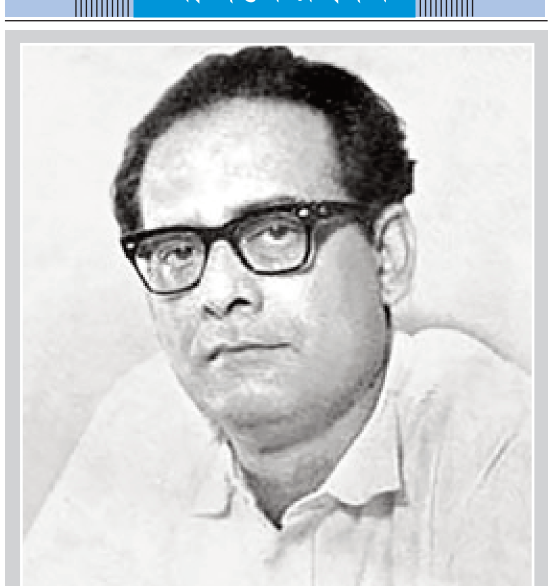

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

১৯২০ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ও সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ও রাজনীতিবিদ মিঠুন চক্রবর্তীর জন্মদিন।*
১৯৭১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক ইমতিয়াজ আলির জন্মদিন।*

আজ ১৬ জুন, তাঁর ৮০তম প্রয়াণবার্ষিকী। তাঁর কর্মময় এবং বর্ণময় জীবন নিয়ে কলম ধরেছেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক **সিদ্ধার্থ সিংহ**

তিনি

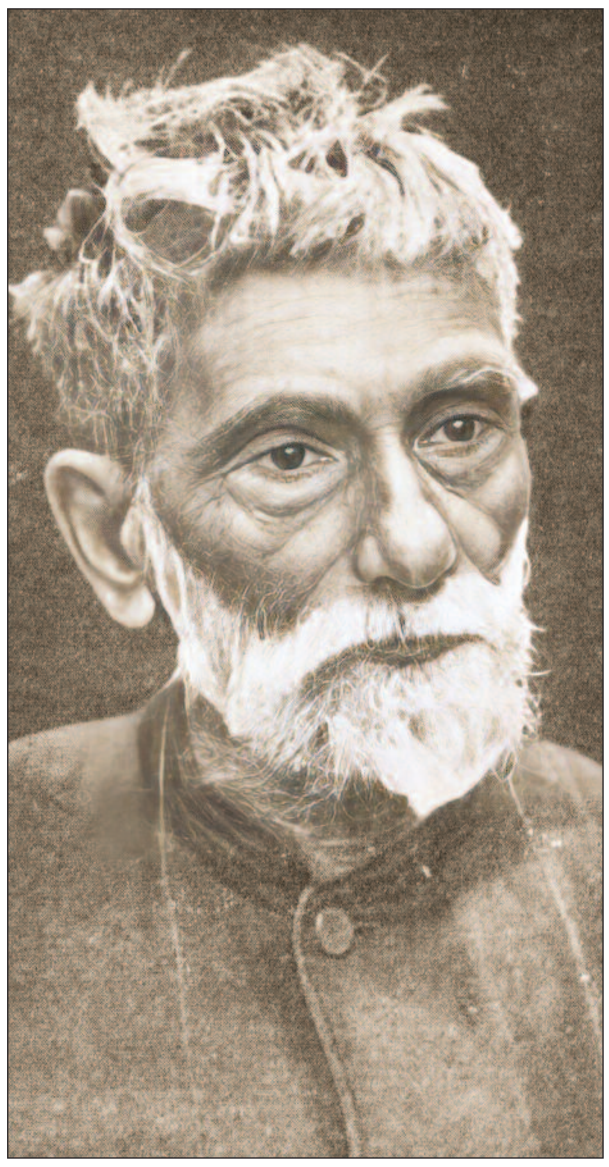

আমি এমন একজনের কথা বলতে যাচ্ছি, যিনি বাঙালির স্বর্ণযুগে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমসাময়িক হওয়ার ফলে রবীন্দ্র-আলোকে ম্লান হয়ে গেলেও রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কোনও অংশে কম ছিলেন না।

তিনি ছিলেন শিক্ষাবিদ। তখনকার দিনে শিক্ষাবিভাগে কোনও ভারতীয়র চাকরি হলেও তিনি মাইনে পেতেন সাহেব অধ্যাপকদের তুলনায় প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কম। বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর চাকরির জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। রীতিমত আন্দোলন শুরু করলেন। ফলে বড়লাট বাধ্য হয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশন বসালেন। কমিশন দু'ভাগে ভাগ করল ভারতের উচ্চতর শিক্ষাবিভাগকে। প্রথমটি সাহেবদের জন্য আর দ্বিতীয়টি ভারতীয়দের জন্য। ভাগ হলেও বেতম-বৈষম্য কিন্তু থেকেই গেল। ভারতীয়রা যদি একশো টাকা মাইনে পান, তা হলে ওই একই পদে, একই মর্যাদায় কাজ করে সাহেবরা পাবেন দুশো টাকারও বেশি। তবু কোনও বিরোধে না গিয়ে ১৮৮৯ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের অস্থায়ী সহকারী অধ্যাপক হিসেবে তিনি কাজে ঢুকলেন। মাইনে ছশো ছাপ্পান্ন টাকা।

এর ক'দিন বাদেই বিভাগীয় প্রধান পেডলার সাহেব একান্ত পারিবারিক কারণে বিলেত চলে যাওয়ায় গোটা রসায়ন বিভাগের দায়িত্ব এসে পড়ল তাঁর উপরে। টানা সাতাশ বছর অধ্যাপনা করেছিলেন তিনি। তাঁর বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন মেঘনাথ সাহা, নীলরতন ধর, সত্যেন বোস, রসিকলাল দত্তের মতো বিদগ্ধরা। একমাত্র তাঁরই আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রায় আন্তর্জাতিক মানের একটি পরীক্ষাগার তৈরি করে দিয়েছিল তৎকালীন শিক্ষা দফতর।

তিনি ছিলেন রসায়নবিদ। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এসসি পড়ার সময় বিষয় হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন পদার্থবিদ্যা, রসায়ন আর প্রাণিবিদ্যা। কয়েক দিনের মধ্যেই প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন আলেকজান্ডার ক্রামবাউন, ড. জন গিবসন বিন এবং পি ভি টেইট-এর। ১৮৮৫ সালে পাশ করলেন বি এসসি। এর পর ১৮৮৮ সালে ডক্টরেট। স্পেশ্যাল সাবজেক্ট হিসেবে নিলেন অজৈব রসায়ন। বিষয়— কনজুগেটেড সালফেটস অব কপারম্যাগনেশিয়াম গ্রুপ। আ স্টাডি অব আইসোমরফাস মিক্সচারস অ্যান্ড মলিকিউলার কমবিনেশন। ডক্টরেট করে হয়ে গেলেন রসায়নবিদ।

তিনি ছিলেন গবেষক। প্রেসিডেন্সির রসায়ন বিভাগের দায়িত্ব পাওয়ার পরেই তিনি মেতে উঠলেন গবেষণা নিয়ে। যে সব মৌলিক পদার্থ দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি, তাদের একটা তালিকা বানিয়ে রসায়নের জগতে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন রুশ বিজ্ঞানী দিমিত্রি মেন্ডেলিফ। কিন্তু সেই তালিকা তখনও সম্পূর্ণ নয়। তাতে ছিল কিন্তু ফাঁকফোকর। অর্থাৎ সবাই জানতেন, প্রকৃতিতে নিশ্চয়ই এমন কিছু মৌল আছে, যাদের খোঁজ মেন্ডেলিফ পাননি। তাঁর লক্ষ্য ছিল এমনই কিছু মৌল আবিষ্কার করে রসায়নের জগতে তাক লাগিয়ে দেওয়া। সে জন্য ভারতীয় ভূতাত্ত্বিকদের কাছ থেকে দুষ্প্রাপ্য খনিজ সংগ্রহ করে সে সব বিশ্লেষণ করছিলেন তিনি। প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরিতে ক্যালোমেল নামে এক রাসায়নিক তৈরির চেষ্টা করছিলেন। ক্যালোমেল হল মারকিউরাস ক্লোরাইড। সেটা বানাতে গেলে দরকার মারকিউরাস নাইট্রেট নামে একটা পদার্থ। তো, সেটা আগে তৈরি করতে হবে। সেই জন্য তিনি ইডিওমিটারে ব্যবহার করার পারদকে শীতল অবস্থায় লঘু নাইট্রিক অ্যাসিডে ধীরে ধীরে ফেলছিলেন। লম্বা নলে রাখা অ্যাসিডে পারদ বিন্দুগুলি নীচে নামতে নামতে পরিশ্রুত হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু উনি দেখলেন, তেরো থেকে চোদ্দো শতাংশ ফসফরাস পেন্টঅক্সাইড সমৃদ্ধ শীতল ও লঘু নাইট্রিক অ্যাসিড যদি পারদের সঙ্গে বিক্রিয়া করে, তা হলে পারদ, মানে মারকারির উপরে একটা হলুদ আস্তরন পড়ে। তিনি দেখলেন, সেটা শত্রু, খানিকটা কেলাসিত লবণ আকৃতির। প্রথমে ভেবেছিলেন, ওটা ক্ষারীয় পদার্থ। কিন্তু পরে ভেবে দেখলেন, তীব্র নাইট্রিক অ্যাসিডে জাড়িত হয়ে আসা কোনও কিছুতে ক্ষারীয় লবণ থাকা সম্ভব নয়। ফলে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন তিনি। দেখলেন, ওটা মারফিউরিক নয়, মারফিউরাস। আর লবণটিও নাইট্রেট নয়, নাইট্রাইট। মারকিউরাস জিনিসটা অস্থায়ী। নাইট্রাইটও অস্থায়ী। ফলে দুটো অস্থায়ী জিনিস একত্রিত হয়ে যে একটা স্থায়ী যৌগ তৈরি হতে পারে, এমনটা বিশ্বাস করতেন না গবেষকেরা। তিনি প্রমাণ করলেন, তাদের ধারণা ভুল। কলকাতায় বসে তাঁর এই সাফল্যের খবর রটে গেল সারা বিশ্বে।

ওই পদার্থ ছাড়া আরও যে সব শ্রেণির যৌগ তৈরির লক্ষ্যে তিনি সফল হন, সেগুলি হল অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট, অ্যালকাইল অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইড, সালফার-ঘটিত জৈব পদার্থ এবং প্লাটিনাম, ইরিডিয়ামের কিংবা সোনা সংবলিত জৈব রাসায়নিক। নতুন পদার্থের সংশ্লেষণ ছাড়া ঘি, মাখন, তেলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ নিয়েও গবেষণা করেছেন তিনি। উদ্দেশ্য, ও সবে ভেজাল ধরা। এ ছাড়াও আবিষ্কার করেছেন নতুন নতুন এক একটা যৌগ এবং তা নিয়ে লিখেও ফেলেছেন একশো চল্লিশটি গবেষণালব্ধ পেপার। যেগুলি ছাপা হয়েছিল দেশ-বিদেশের নানান জার্নালে।

শুধু রসায়ন কেন? উনি গবেষণা করেছেন ইতিহাস, জ্যোতির্বিদ্যা, পাটীগণিক, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি, চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে শুরু করে চরক, সুশ্রুত, ভগভট, বৃন্দ, চক্রপাণি, নাগার্জুন নিয়েও।

তিনি ছিলেন লেখক। তাঁর বিখ্যাত বইগুলির মধ্যে রয়েছে — সরল প্রাণি বিজ্ঞান / নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তার উৎপত্তি / রাসায়নিক পরিভাষা / বাঙালির মস্তিষ্ক ও তার অপব্যবহার / আত্মচরিত। বাংলার পাশাপাশি ইংরাজিতে লিখেছেন — হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিষ্টি (দু'টি খণ্ড) / লাইফ অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্সেস অব আ বেঙ্গলি কেমিস্ট (দু'টি খণ্ড) / ম্যাগনাম ওপাস / মেকার্স অব মর্ডান কেমিষ্টি/ দ্য ডিসকভারি অব অক্সিজেন।

তিনি ছিলেন ভাষাবিদ। ক্লাস সেভেনেই দাদা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের এনে দেওয়া 'প্রিন্সিপিয়া ল্যাটিন' বইটি পড়ে ওই বয়সেই তিনি আয়ত্ব করে ফেলেছিলেন ফরাসি ভাষা। কৈশোর পেরোনোর আগেই শিখে ফেলেছিলেন ইংরাজি, গ্রিক, সংস্কৃত, ফ্রেঞ্চ, জার্মানি। যা তাঁকে এক চান্সে গিলক্রাইস্ট স্কলারশিপ পেতে সাহায্য করেছিল। ১৮৮২ সালে বৃত্তি পেয়েছিলেন সাত হাজার টাকা। সুযোগ পেয়েছিলেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার। সেই সুযোগে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল আর এক কৃতী ভারতীয় জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে।

তিনি ছিলেন উদ্যোগপতি। প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদানের তিন বছরের মধ্যে নিজের জমানো মাত্র আটশো টাকা দিয়ে মানিকতলার কাছে ১১, আপার সার্কুলার রোডের একটা ছোট্ট ঘরে গড়ে তুলছিলেন বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড। ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া মেনে তৈরি করতে শুরু করেছিলেন নানা ধরনের ওষুধ, গ্লিসারিন সাবান, ট্যালকম পাউডার,

টুথপেস্ট, ফিনাইল, কার্বলিক অ্যাসিড, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, সার্জিকাল এবং হাসপাতালের নানান জিনিসপত্র। এই কাজে তাঁর পাশে এসে দাড়িয়েছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ড. বিধানচন্দ্র রায়, ড. আর জি কর, ড. নীলরতন সরকার, জওহরলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধীর মতো স্ব স্ব ক্ষেত্রে কৃতী বাঙালিরা।

তিনি ছিলেন সফল ব্যবসায়ী। তিনি শুধু প্ল্যান্টে ওষুধ তৈরির নকশা নির্ধারণই করতেন না, সেগুলি বিক্রির জন্য যাবতীয় পরিকল্পনাও করতেন। ফলে খুব অল্প দিনের মধ্যেই তা ফুলেফেঁপে বড় হয়ে ওঠে। এত বড় হয়ে যায় যে, ১৯০১ সালের ১২ এপ্রিল সরকার সেটি অধিগ্রহণ করে নেয়। না, তখনকার দিনে এখনকার মতো কোনও ব্যবসা অলাভজনক হয়ে পড়লে সেই কোম্পানি সরকার অধিগ্রহনের যে রীতি প্রচলন হয়েছে তখন সেটা ছিল না। বরং কোনও ভারতীয়র কোনও ব্যবসা বড় হয়ে গেলে সরকার সেটা অধিগ্রহণ করে নিত। সরকারি অধিগ্রহণ করার পর তার নাম হয় বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। তখন তার শাখা পানিহাটিতে, মুম্বইতে এবং কানপুরে। সে ব্যবসা এখনও রমরমিয়ে চলছে।

তিনি ছিলেন সমাজসেবী। দারিদ্রতা কাকে বলে তিনি তা জানতেন না। কিন্তু তা বলে তাঁর কোনও বিলাসিতাও ছিল না। হাজারখানেক টাকা জমলেই তিনি অস্থির হয়ে উঠতেন টাকাটা কাকে দেওয়া যায় এবং দিয়েও দিতেন। ডান হাত দিলে বাঁ হাত টের পেত না। একবার যে-ই দেখলেন, তার ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে ১১১২ টাকা জমে গিয়েছে, তিনি তখন একে ওকে তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, এই টাকাটা কাকে দেওয়া যায়। অবশেষে যতক্ষণ না ওই টাকাটা উনি ব্রাহ্মসমাজের হাতে তুলে দিলেন, ততক্ষণ তাঁর মাথায় যেন পাহাড় চেপে বসে ছিল। তিনি ছিলেন দেশপ্রেমী। তিনি যখন বিএসসি-র ছাত্র, তখন এসে 'অন ইন্ডিয়া' নামে একটি ছোট্ট চটি বই লিখে জনে জনে বিলি করেছিলেন। তাতে ছিল ব্রিটিশদের প্রতি সতর্কবাণী — সময় থাকতে অত্যাচারী শাসননীতি পালটাও, নইলে সমূহ বিপদ।

ব্রিটেনের বিশিষ্ট লোকদের কাছেও পাঠানো হল সেই পুস্তিকা। রাতারাতি শোরগোল পড়ে গেল চারদিকে। সংবাদপত্রের শিরোনাম হলে গেলেন ভারতীয় এই তরুণ ছাত্র। তিনি সরাসরি কখনও সে ভাবে রাজনীতিতে না জড়ালেও মনেপ্রাণে ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গ্রেফতার হওয়ার পরে তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন — আমি যখন বিজ্ঞান চর্চা করি, তখন বিজ্ঞানের মধ্যে দিয়েই দেশকে সেবা করি।

তিনি ছিলেন নানান সম্মানে ভূষিত। ১৮৮৭ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল সোসাইটির সহ-সভাপতি। ১৯১২ সালে ভারত সরকারের সিআইআই পুরস্কারে সম্মানিত। ওই বছরেই ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট এবং রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে রসায়নের পালিত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ। ১৯১৭ সালে নাইটহুড। ১৯২০ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি। ১৯২৪ সালে ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি। ১৯৩৪ সালে লন্ডনের কেমিক্যাল সোসাইটির ফেলো। ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ।

শুধু স্মারক বা সার্টিফিকেটেই নয়, তাঁর স্বীকৃতি ছিল অনেক বিখ্যাত লোকের কথাতেও। তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে কেমিক্যাল সোসাইটি অব লন্ডন-এর প্রেসিডেন্ট হেনরি এডওয়ার্ড আর্মস্ট্রং একবার তাঁকে চিহ্নিত করেছিলেন —'মাস্টার অব নাইট্রাইটস' বলে।

১৯৩২ সালে তাঁর ৭০তম জন্মদিন পূর্তি উপলক্ষে যে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল, তার সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি সেখানে বলেছিলেন — আমরা দু'জনে সহযাত্রী। কালের তরীতে আমরা প্রায় ঘাটে এসে পৌঁচেছি। কর্ম্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন। আমি তাঁকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন, কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেননি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে সে নিজেকেই পেয়েছে...

....উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক তিনি বললেন, আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। তাঁর সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে।

তিনি ছিলেন আপাদমস্তক বাঙালি। জীবনে প্রথম বিদেশ যাওয়ার আগে প্রায় এক মাস ধরে কোট-প্যান্ট-টাই পরে চলাফেরা এবং কাঁটা-চামচে খাওয়ার অভ্যাস রপ্ত করেছিলেন তিনি। অথচ দেশে ফিরে, জাহাজ থেকে কোনও রকমে নেমেই উনি প্রথম যে কাজটি করলেন, সেটি হল — শার্ট-প্যান্ট ছেড়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ধুতি পরে নিলেন।

তিনি ছিলেন সত্যিকারের ছাত্র। যখন তাঁর বয়স এগারো কি বারো, কাউকে ডাকতে হত না, তিনি নিজেই ভোর তিনটে-সাড়ে তিনটের সময় উঠে শুধু স্কুলের পাঠ্য বই-ই নয়, বেশির ভাগ সময়েই প্রিয় কোনও লেখকের বই নিয়ে বসে পড়তেন। এর কিছু দিন পরেই এক মারাত্মক ধরনের আমাশায় আক্রান্ত হন তিনি। স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় দু'বছর। এই সময় তিনি পড়ে ফেললেন নিউটন, গ্যালিলিও, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, স্যার উইলিয়ম জোনস ও জন লিডেন এর জীবনবৃত্তান্ত। পড়ে ফেললেন শেক্সপিয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস', 'জুলিয়াস সিজার'। সে সময় বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস। ওই বয়সে উনি সেটিও গোগ্রাসে পড়ে ফেললেন। তখন যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'আর্যদর্শন'-এ বিশ্বখ্যাত দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল-এর জীবনী বাংলায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছিল। তার সব ক'টি কিস্তিই তিনি পড়ে ফেললেন। মনে ধরল জন-এর জীবনী। দার্শনিক জনও ছোটবেলায় অসুস্থ হয়ে অনেক দিন বাড়িতে বসে ছিলেন। তখন তাঁর বাবা, জনকে নাকি দেশ-বিদেশের বহু বই এনে দিতেন পড়ার জন্য। উনিও তাঁর বাবাকে বললেন। আনানো হল ইংল্যান্ড, স্পেন, রোমের ইতিহাস। পাশাপাশি চলল, 'সোমপ্রকাশ', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'হিন্দু পেট্রিয়ট' আর 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার নিয়মিত পাঠ।

কলেজ জীবনেও এর অন্যথা হয়নি। তখন এফ এ পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন পাঠ বাধ্যতামূলক থাকলেও তাঁদের কলেজ মেট্রোপলিটনে ওগুলো পড়ানো হত না। তাই তিনি পাশের প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়ে রসায়নের অধ্যাপক পেডলার সাহেবের বক্তৃতা শুনতেন। নিয়মিত ক্লাসও করতেন।

তিনি ছিলেন স্বর্ণযুগের অন্যতম রত্ন। তিনি যখন জন্মান তার আগে-পিছে দু'চার বছরের মধ্যে জন্মেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়াও স্বামী বিবেকানন্দ, মোহনদাস করমচন্দ গান্ধী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মোতিলাল নেহরু, লালা লাজপৎ রায়, মদনমোহন মালব্য, শ্রীনিবাস শস্ত্রীর মতো শতাব্দীখ্যাত ব্যক্তিত্বরা।

তিনি জন্মেছিলেন ১৮৬১ সালের ২ অগস্ট। অবিভক্ত বাংলার খুলনা জেলার কপোতাক্ষ নদীর তীরে রাড়ুলি গ্রামের কাটিপাড়ায়। এক জমিদার পরিবারে। বাবা হরিশচন্দ্র রায়। মা ভুবনমোহিনী। তাঁদের পাঁচ ছেলে তিন মেয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয় সন্তান। ডাকনাম ফনু। চার বছর বয়সে হাতেখড়ির পরে গ্রামের পাঠশালায় তিনি ভর্তি হন। কিন্তু বাবা মায়ের ইচ্ছে, তাঁদের সব ক'টা সন্তানই উচ্চশিক্ষিত হোক। তাই শুধুমাত্র সন্তানদের লেখাপড়া শেখানোর জন্যই তাঁর বাবা মা জমিদারির দায়িত্ব অন্যের উপরে ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। ভাড়া নেন ১৩২ নম্বর আর্মহাস্ট স্ট্রিটের একটি বাড়িতে। ছেলেকে ভর্তি করেন হেয়ার স্কুলে। কিছু দিনের মধ্যেই শিক্ষকদের নজর কাড়েন তিনি। পরে ভর্তি হন অ্যালবার্ট স্কুলে। ১৮৭৯ সালে এখান থেকেই প্রথম বিভাগে পাশ করেন এন্ট্রান্স পরীক্ষা। তার পর এফ এ। পড়তে গেলেন বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে। তাঁর প্রিয় বাদ্যযন্ত্র ছিল বেহালা। উনি তা বাজাতেনও।

অজস্র গুণের অধিকারী, পণ্ডিত, বিদ্বান, বিচক্ষণ, সজ্জন, অকৃতদার, সমাজদরদি এই ব্যক্তি ১৯৪৪ সালের ১৬ জুন ৮৩ বছর বয়সে কলকাতার রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজের পালিত বিল্ডিংয়ের দোতলার ৩৬ নম্বর ঘরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ওই বাড়ির পাশ দিয়ে যে বিশাল চওড়া রাস্তাটি ও দিকে শ্যামবাজার আর এ দিকে শিয়ালদহ পর্যন্ত বিস্তৃত, ওই রাস্তাটি এখন তাঁর নামেই চিহ্নিত। এর পরেও কি বলতে হবে, তাঁর নাম কী? তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। যিনি পি সি রায় নামেই বেশি পরিচিত।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নে স্বপ্নভঙ্গ, ফের জল্পনা মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে

অশোক সেনগুপ্ত

শিল্পায়নের পথে বাধা হতে পারে, তোলাবাজির মত কোনও কাজ বরদাস্ত করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা নির্বাচনের পর বৃহস্পতিবার বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে প্রথম বৈঠকে এ নিয়ে মন্তব্য করেছেন তিনি। আশ্বাস দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের প্রকৃত পরিবেশ তৈরির।

বৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলোয় এখন নিছকই অতীতের স্মৃতি। তার প্রভাব পড়েছে সহায়ক ক্ষুদ্র শিল্পগুলোর ওপর। বেশ কিছু চটকল বন্ধ। বাকিগুলো ধুঁকছে। চা-বাগানগুলো মুমূর্ষ। লগ্নি টানার চেষ্টায় দীর্ঘকাল ধরে হোঁচট খাচ্ছে রাজ্য। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য লুফে নিয়েছেন দক্ষিণ কলকাতার সুপরিচিত একটি কলেজের অধ্যক্ষ, বিজনেস ম্যানেজমেন্টে পিএইচডি ডঃ পঙ্কজ রায়।

শুক্রবার পঙ্কজবাবু এই প্রতিবেদককে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের উচ্চতম স্তর থেকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত তোলাবাজির আদলে অনিয়ম চলে। যে কারণে যত 'মউ' সই হয়, সেগুলোয় উল্লেখিত আর্থিক পরিমাণের মাত্র ৫ শতাংশ প্রকৃত বিনিয়োগ হয়। ৯৫ শতাংশের মুখ দেখা যায় না। এ নিয়ে অনেক আলোচনা-লেখালেখি হয়েছে। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। এ রাজ্যে 'খুঁটে খাও, লুটে নাও' পরিবেশ তৈরি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সব ধ্বংশের নেপথ্যের রানী তিনিই।'

একই সুর রাজ্য বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি (১৯৯৯-২০০২) অধ্যাপক অসীম ঘোষের কন্ঠে। এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, 'মাননীয়া অনেক সময় নিজের অজান্তে বাস্তব কথা স্বীকার করে ফেলেন।' কিন্তু রাজ্যে শিল্পায়নে মূল বাধা কোথায়? অসীমবাবুর জবাব, 'মূল বাধা মাননীয়া নিজেই। উনি কৃষিজমি নেবেন না। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ভূত তাঁকে আজও তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু দেশের অন্যান্য রাজ্যে তো কৃষকদের স্বার্থ বিঘ্নিত না করে শিল্পের প্রয়োজনে কৃষিজমি নেওয়া হচ্ছে! পশ্চিমবঙ্গে সেটা কেন করা যাবে না?'

তিন দশকের ওপর রাজ্যে লগ্নিকারী হিসাবে ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে এসেছেন কাজল সেনগুপ্ত। রাজ্যে বাম আমলের চেয়ে তৃণমূল আমলে শিল্প-পরিবেশের কতটা পার্থক্য দেখছেন? প্রশ্নের জবাব এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, 'বামেরা শেষ দিকে শিল্পের নিরিখে ইতিবাচক কিছু করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তখন ওদের বিদায় ঘন্টা বেজে গিয়েছে। দুটো পৃথক আমল। এখন সময়-পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। সাইকেলের যুগ থেকে আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি মোটর গাড়ির যুগে। বদলেছে ভাবনা চিন্তার ঘরানা।'

অসীম ঘোষ বলেন, 'রাজ্যগুলোর মধ্যে শিল্প আনার একটা প্রতিযোগিতা আছেই। তাই দীর্ঘমেয়াদি, বাস্তবসম্মত নীতি দরকার। যেটা পশ্চিমবঙ্গে বহুকাল ধরে নেই। বহুকালের চেষ্টায় বাম আমলে রাজারহাটে 'ইনফোসিস'-কে আনার সিদ্ধান্ত হয়। তারা প্রাথমিক কাজ শুরু করেছিল। ইতিমধ্যে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হয়ে যায়। তৃণমূল জানায়, 'ইনফোসিস'-কে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ('সেজ')-এর সুযোগ দেওয়া হবে না। ওরা চলে যায় অন্য রাজ্যে। এই সুযোগ না পেলে এত বড় বিনিয়োগ কোনও তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা করবে? এই হঠকারিতায় এ রাজ্যের যে অপূরণীয় ক্ষতি হল, তার মূল্যায়ণ কে করবেন? এ রকম ১ থেকে ১০ বলে যাব এ রাজ্যে শিল্পায়নের খামতিগুলো কোথায়? কয়েক বছর অন্তর হঠাৎ 'শিল্প চাই', 'শিল্প চাই' বলে লোককে বোকা বানানো যায়। কাজের কাজ কিছু হবে না।'

কী করলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে গতি আসতে পারে? কাজল সেনগুপ্তর ব্যাখ্যা, 'এ ব্যাপারে বিকেন্দ্রীকরণ দরকার। জেলাস্তরে পরিকাঠামো তৈরি এবং ক্ষুদ্র ও সম্ভাবনাময় উদ্যোগীদের চিহ্নিতকরণ প্রয়োজন। তাঁদের সব রকম সরকারি সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা দেওয়া দরকার। ঠিক কোন ক্ষেত্রে কী অসুবিধা আছে, সেগুলো চিহ্নিত করে দ্রুততার সঙ্গে প্রকৃত সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। কী করা হল, তার বিশদ আগ্রহী উদ্যোক্তাদের জানাতে হবে! ওঁদের মধ্যে এ ব্যাপারে যথেষ্ঠ আস্থা আনা দরকার!'

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে গতি আনার পথ জানতে চাইলে ডঃ পঙ্কজ রায় বলেন, '১৯৬৭ সাল থেকে এ রাজ্য লগ্নি টানতে ব্যর্থ। ক্রমাগত কেন্দ্রের ওপর দায় চাপিয়ে যাচ্ছে রাজ্য। ওড়িশায় সম্প্রতি রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হলেও এতদিন শিল্পায়নের ব্যাপারে কেন্দ্র-রাজ্য পারস্পরিক সংঘাতের পথে হাঁটেনি। তার সুফলও ওড়িশা পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সুবিধাবাদী আমলাকুল এবং অর্থনৈতিক পরামর্শদাতাদের স্তাবকতা ছেড়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বোঝাতে হবে। যা আপাতদৃষ্টিতে এককথায় অসম্ভব।'

একই সুর অসীম ঘোষের। তিনি বলেন, 'ক্ষুদ্র শিল্প পুষ্ট হলে উপকৃত হয় মাঝারি শিল্প। মাঝারি শিল্প পুষ্ট হলে উপকৃত হয় বৃহৎ শিল্প। পশ্চিমবঙ্গে এই শৃঙ্খলটা (চেন) একেবারে ভেঙে গিয়েছে। রুজির ৮০ শতাংশ অসংগঠিত ক্ষেত্রের ওপর দাঁড়িয়ে। এই ক্ষেত্রটা ভীষণভাবে শাসক দল ও ভোটসর্বস্ব রাজনীতির নিয়ন্ত্রণে। সরকারি দৃষ্টিভঙ্গী না বদলালে এ রাজ্যে লগ্নিকারী আসবেন না। তোলাবাজিই চলবে। কারণ দৈত্যকে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন পরিবেশ, নতুন যুগ দরকার। অন্যথায় 'খেলা হবে' শ্লোগানটাই হয়ে থাকবে রাজ্যের মানুষের আপ্তবাক্য, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কারণ। লগ্নিকারী চলে যাচ্ছেন অন্য রাজ্যে। ভবিষ্যতেও চলে যাবেন।'

ইলেকট্রিক পোলে বেঁধে মারধর এক যুবককে, চাঞ্চল্য শিল্পাঞ্চলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোলের কুলটির মাজদিয়া পার্ক এলাকার বর্বরোচিত ভিডিও ভাইরাল। ঘটনায় শোরগোল গোটা এলাকায়। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে রাতের অন্ধকারে এক যুবককে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী খুঁটিতে বেঁধে ব্যাপক পেটাচ্ছে বেশ কিছু যুবক। লাঠি, বাঁশ দিয়ে পেটানো হচ্ছে তাকে। মারা হচ্ছে চড়ও।

আক্রান্ত যুবকের নাম রোহিত পাণ্ডে। তার দাবি সে দিনমজুর। গত ২৭ মে সে যখন দুর্গাপুর থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিল তখন আসানসোলের কুলটি থানার অন্তর্গত কেন্দুয়া এলাকায় তার পথ আটকায় কয়েকজন যুবক। জোর করে মোটরবাইকে তুলে নিয়ে যায় মাজদিয়া পার্ক এলাকায়। সেখানেই তাকে ব্যাপক মারধর করা হয়। সেই ঘটনা সিসি ক্যামেরা বন্দি হয়ে যায়। পরে সেই ফুটেজ ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। নিগৃহীত রোহিত পাণ্ডের অভিযোগ, ওই এলাকার কাউন্সিলর তার অনুগামী পাঠিয়ে এমন কাজ করেছে। যদিও অভিযোগ পত্রে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলরের নাম উল্লেখ নেই। আক্রান্তের দাবি, সেই মুহূর্তে পুলিশ প্রশাসন না এলে আরো বড় ঘটনা ঘটতে পারত। সেই মুহূর্তে কোনও মতে প্রাণে বেঁচে গেলেও দীর্ঘদিন ধরে তার অভিযোগ নেয়নি পুলিশ। ঘটনার ১৫ দিন পর ১৪ জুন অর্থাৎ শুক্রবার কুলটি থানায় অভিযোগ দায়ের গৃহীত হয় রোহিত পাণ্ডের। যদিও পুলিশ সূত্রের খবর অভিযোগ জমা পড়েছে। তদন্ত চলছে।

অপর দিকে কুলটির ৬৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর নাদিম আখতার এই অভিযোগ অস্বীকার করেন। বিজেপি নেতা কেশব পোদ্দার দায় ঠেলেছেন শাসক দলের বিরুদ্ধে। তার দাবি এটাই শাসক দলের কালচার। ঘটনা নিন্দনীয়। প্রশাসনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

ওই ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর আখতার হোসেন এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনিও বর্তমান কাউন্সিলরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। তবে কি কারণে মারধর? আক্রান্তের দাবি, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হচ্ছে সে নাকি কাউন্সিলরকে গালিগালাজ করেছে। তাই তাকে শাস্তি দিতে মারধর করা হয়েছে। আবার স্থানীয় কাউন্সিলর এর দাবি ওই যুবক কোনও এক মহিলার সঙ্গে অশালীন আচরণ করেছিল বলে তাকে তুলে এনে মারধর করা হয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

আরামবাগ উপ-সংশোধনাগারে বন্দি থাকা বিজেপি কর্মীদের পাশে ৩ বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত আরামবাগ মহকুমা জুড়ে। আরামবাগ মহকুমার চারটি বিধানসভা এলাকায় শাসক দল তৃণমূলের কংগ্রেসের হাতে আক্রান্ত বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। আক্রান্ত বিজেপি কর্মী সমর্থক ও আরামবাগ উপ সংশোধনাগারের বন্দি থাকা বিজেপি কর্মীদের পাশে দেখা গেল আরামবাগ মহকুমার তিন বিধায়ককে। শনিবার আরামবাগ উপ-সংশোধনাগারে বিজেপি কর্মীদের দেখতে গেলেন বিজেপির তিন বিধায়ক। খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ থেকে শুরু করে আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগ ও গোঘাটের বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক উপ সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি বন্দি বিজেপি কর্মীদের সঙ্গেও কথা বলেন। বিজেপি বিধায়কদের দাবি, ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস লাগাতার সন্ত্রাস করছে। আর মিথ্যা কেসে ফাঁসানো হচ্ছে বিজেপি কর্মীদের। মিথ্যা কেসে ফাঁসানো এই বিজেপি কর্মীদের পাশে থাকার জন্য বিধায়করা এসেছেন বলে দাবি তাদের। এই বিষয়ে আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগ বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরামবাগ খানাকুল পুরশুড়া ও গোঘাটের এই সমস্ত জায়গায় ভারতীয় জনতা পার্টির যে সমস্ত কর্মী ও কার্যকর্তারা উপসংশোধনাগারে আছেন তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এখানে আসা। উল্লেখ্য, আরামবাগ বিধানসভা এলাকার বেশ কিছু জায়গায় বিজেপি করার অপরাধে রেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনা জানার পর আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগ রেশন চালু করার বিষয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। প্রশাসনের সহযোগিতায় বিজেপি কর্মীদের রেশন চালু হয়। পাশাপাশি তিনি আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ খবর নেন এবং পাশে থাকার বার্তা দেন। এদিন আরামবাগ উপ সংশোধনাগারে এসে খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'প্রশাসন সকলকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে ভোট পরবর্তী হিংসা বন্ধ করতে পারছে না। প্রশাসনের উচিত করা পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আমরা বিজেপির আক্রান্ত কর্মীদের পাশে আছি।' গোঘাটের বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক বলেন, 'আমরা তিনজন বিধায়ক আরামবাগ উপ সংশোধনাগারা এসেছি। ভোটের পরবর্তীকালে সন্ত্রাসের ফলে বহু বিজেপি কর্মী ভোট ছাড়া। মিথ্যা কেসে ফাঁসানো হয়েছে। এই উপসংশোধনাগরে আট-নয় জন বিজেপি কর্মী রয়েছেন। তাদের সঙ্গে দেখা করতে এবং তাদের পাশে থাকার বার্তা দিতে এসেছি। সবমিলিয়ে ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের পরবর্তীকালে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের পাশে এবারে বিধায়কেরা সক্রিয়ভাবে থাকায় খুশি বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

২৪ ঘণ্টা নিখোঁজ থাকার পর যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ২৪ ঘণ্টা বাড়ি থেকে নিখোঁজ থাকার পর ভাগীরথী নদী থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। প্রতিবেশীদের অনুমান মানসিক অবসাদে হয়তো আত্মহত্যার রাস্তা বেছে নিয়েছে। মৃত যুবকের নাম উজ্জল দাস, বাড়ি নদিয়ার শান্তিপুর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জানা যায়, ওই যুবক একজন স্বর্ণ শিল্পী ছিলেন, সকাল এগারোটা নাগাদ সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। সন্ধে গড়িয়ে গেলেও ওই যুবক আর বাড়িতে ফেরেনি, এরপরেই খোঁজাখুঁজি শুরু করে পরিবারের লোকজন। শনিবার সকালে পরিবার হঠাৎই খবর পাই নদিয়ার শান্তিপুর বড়বাজার ঘাট ভাগীরথী নদীর তীরে একটি সাইকেল সহ বেশ কিছু আসবাবপত্র রয়েছে। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পরিবার। এরপর খবর দেয় শান্তিপুর থানায়। পুলিশ খবর দেয় বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরকে মাত্র ১ ঘণ্টার ব্যবধানে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিকরা নদীর জলে নেমে তল্লাশি শুরু করে। যদিও এক ঘণ্টার মধ্যেই ওই যুবকের দেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয় তারা। পাঠানো হয় শান্তিপুর হাসপাতালে, সেখানে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। ওই যুবকের প্রতিবেশীদের দাবি, আগাগোড়ায় সাদামাটা স্বভাবের ছিল অভিষেক, কোনও ঝুট ঝামেলায় কখনোই জড়াতেন না। বেশ কিছুদিন ধরেই টাকা পয়সার সমস্যায় দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন, আর এই ঘটনার পেছনে আত্মহত্যা বলে অনুমান করছেন প্রতিবেশীরা। অন্যদিকে মৃত দেহটির ময়নাতদন্তের জন্য রানাঘাট পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়। ঘটনায় এলাকা সহ এখন পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই এক অস্থায়ী হোটেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: হরিপুর থেকে পাণ্ডবেশ্বর যাওয়ার পথে ইসিএলের শোনপুর বাজারি মহালক্ষ্মী খোলা মুখ খনি সংলগ্ন, ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে এক অস্থায়ী হোটেলে হঠাৎ করে আগুন যায়। সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় হোটেল সহ হোটেলের সামগ্রী। একদিকে গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহ, সূর্য দেব ঝড়াচ্ছেন আগুন। আর তার মাঝেই শনিবার সাত সকালে এক অস্থায়ী হোটেলে হঠাৎ করে আগুন লেগে যাওয়াই আতঙ্ক ছড়িয়েছে হোটেল চত্বরে। আগুনের রেষ এতটাই ছিল যে জাতীয় সড়কের পাশাপাশি গাছপালা আগুনের শিখায় ঝলসে যায়।

হোটেলের রাঁধুনি অভিজিৎ ঘোষ জানায়, হোটেলের সামনে থাকা একটা খড়ের বোঝাই থেকে হঠাৎ আগুন লেগে যায় তারপরে সেই আগুন নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে গোটা হোটেল চত্বরে এবং সেই আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় আস্ত হোটেল সহ হোটেলের সমস্ত সামগ্রী। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায় সে সময় হোটেলে আট থেকে নয় জন ব্যক্তি খাবার খাচ্ছিলেন অল্পের জন্য রক্ষা পায় তারা। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে দুটি জলের ট্যাংক এনে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা যায়, অস্থায়ী হোটেলটির মালিক ছিলেন পাণ্ডবেশ্বর থানার অন্তর্গত খোট্টাডিহি গ্রামের বাসিন্দা রামকৃষ্ণ ঘোষ। সূত্র মারফত জানা যায় তাদের মধ্যবিত্ত পরিবার। জাতীয় সড়কের ধারে বেশ কয়েক বছর ধরে এই অস্থায়ী হোটেল চালিয়েই জীবন জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু কোনো কারণবশত আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে যায় হোটেলটি। আনুমানিক ৬০ হাজার টাকার ক্ষতি হয় বলে জানান হোটেলের কর্মী অভিজিৎ ঘোষ।

বিক্ষোভ সমাবেশ ও গণডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'পুলিশ প্রশাসনের অগণতান্ত্রিক ও অসাংবাধিনিক কাজে'র অভিযোগ তুলে বাঁকুড়ার ঝাঁটিপাহাড়ি আউটপোস্ট থানায় 'বিক্ষোভ সমাবেশ ও গণডেপুটেশন' পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির সদস্যদের।

পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির বাঁকুড়া জেলা শাখার তরফে বলা হয়েছে, সংরক্ষণ আমাদের সাংবাধিনিক অধিকার। কিন্তু বর্তমানে এক শ্রেণির দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা ও নেতাদের সহযোগিতায় হাজার হাজার অ-আদিবাসী এসটি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেছে। এ বিষয়ে প্রচার ও আদিবাসী মানুষের মাঝে সংরক্ষণের গুরুত্ব বোঝাতে গত ৯ জুন মেলা কমিটির অনুমতি নিয়ে ঝাঁটিপাহাড়ি মেলায় পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে একটি স্টল দেওয়া হয়। কিন্তু কোনও লিখিত কারণ ছাড়াই ঝাঁটিপাহাড়ি থানার পুলিশ জোর করে মেলার মাঠ থেকে ওই স্টল তুলে দিতে বাধ্য করে ও প্রচারপত্র বাজেয়াপ্ত করে। পুলিশের এই ভূমিকার তীব্র নিন্দা করে ঝাঁটিপাহাড়ি স্টেশন সংলগ্ন মেলার মাঠ থেকে মিছিল করে ওই থানার সামনে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ ও গণডেপুটেশন কর্মসূচিতে অংশ নেন পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির রাজ্য সম্পাদক নিবারণ কিস্কু, ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের জেলা গোড়েৎ বিপ্লব সরেন প্রমুখ।

বাড়িতে থাকা অবস্থাতেই চুরি হুগলির চুঁচুড়া পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: দোতলার একটি ঘরে সেই সময় এসি চালিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন বাড়ির কর্তা। আর তখনই যা হওয়ার হয়ে গেল। চুপি-চুপি ঘরে ঢুকল চোরের দল। একতলা পুরো ফাঁকা তো করলই। আলমারি থেকে যাবতীয় যা গয়না ছিল সব নিয়ে পগারপাড়। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির চুঁচুড়ায়। চুঁচুড়ার কোদালিয়া ২ পঞ্চায়েতের নলডাঙার পর চুরির ঘটনা ঘটেছে হুগলির চুঁচুড়া পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের দু'নম্বর কাপাসডাঙা এলাকায়। জানা গিয়েছে, দু'নম্বর কাপাসডাঙার বাসিন্দা দেবাশিস ভট্টাচার্যের বাড়িতে চুরি হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রচণ্ড গরমের জন্য সকলে দোতলার একটি ঘরের মধ্যে এসি চালিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। একতলা পুরো ফাঁকা ছিল। সেখানেই সমস্ত আলমারির ভিতরে গয়না রাখা ছিল। চোর কোথা দিয়ে এল, কীভাবে আলমারি খুলল কিছুই বোঝা যাচ্ছে না বলে পরিবারে দাবি। যদিও তাঁদের সন্দেহ চোর ব্যালকনি রাস্তা দিয়েই এসেছে এবং সেখান থেকেই পালিয়েছে। প্রায় পাঁচ থেকে ছয় ভরি সোনা এবং নগদ ১৫ হাজার টাকা ছিল আলমারিতে। যার সমস্তটাই নিয়ে গিয়েছে চোরেরা। সাধারণত, শোনা যায় পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে না থাকলে চোর বাড়ির তালা ভেঙে চুরি করে। তবে এ ক্ষেত্রে মানুষ বাড়িতে থাকা অবস্থাতেই চুরি হয়ে যাচ্ছে বাড়ির সমস্ত কিছু। গোটা ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে পরিবারে।

কাপড় বিক্রেতা জিতলেন কোটি টাকার লটারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: লটারির টিকিট কেটে রাতারাতি কোটিপতি হলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর এক কাপড় বিক্রেতা। ওই ব্যবসায়ীর নাম আজাদ আনসারি। জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই ব্যবসায়ী পূর্বস্থলীর নতুনবাজার পাড়ায় একটি লটারির দোকান থেকে লটারির টিকিট কাটেন। বাড়ি ফিরে

টিকিট মেলাতে গিয়ে দেখেন তার কাটা টিকিট ১ কোটি টাকার পুরস্কার জিতেছে। এর পরেই সটান হাজির হন পূর্বস্থলী থানায়। এর পর পুরস্কারের টাকা পেতে শনিবার সকালে এলাকার একটি ব্যাংকে টিকিটটি জমা করেন। অন্যদিকে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ওই এলাকার মানুষের মধ্যে লটারির টিকিট কাটার ধুম পরে যায়। যে টিকিট বিক্রেতার কাছ থেকে কাটা টিকিটে ১ কোটি টাকার পুরস্কার পড়ে। সেই টিকিট বিক্রেতা জানিয়েছেন শনিবার তিনি সকাল ১১টার মধ্যেই প্রায় ৮ হাজার টাকার টিকিট বিক্রি করে ফেলেন।

আজাদ আনসারি জানিয়েছেন, মাঝে মাঝেই তিনি টিকিট কাটতেন। তবে কখনো এক হাজার কখনো দু'হাজার টাকার পুরস্কার হত। মাঝে মধ্যেই তিনি লটারির টিকিট কাটতেন। তবে এতো বড় পুরস্কার পাবেন কখনো সেটা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

বাঁকুড়ায় আদিবাসী নাবালিকাকে গণধর্ষণ, গ্রেপ্তার তিন যুবক

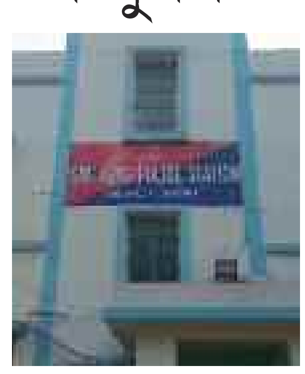

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এক আদিবাসী নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনায় তিন যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শুক্রবার বিকালে বাঁকুড়ার ছাতনা থানা এলাকায় এক নাবালিকাকে স্থানীয় জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ওই তিন যুবক গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। নিগৃহীতার পরিবারের তরফে অভিযোগ পেতেই অভিযুক্ত তিন যুবককে গ্রেপ্তার করে ছাতনা থানার পুলিশ। শনিবার ধৃতদের বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করে তাদের নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় পুলিশ। এদিকে ধর্ষণের ঘটনায় নিগৃহীতা অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওই নাবালিকাকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানেই আপাতত তার চিকিৎসা চলছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার বিকালে গ্রামেরই এক যুবকের সঙ্গে গ্রাম লাগোয়া একটি জঙ্গলে যায় নিগৃহীতা। সেখানেই তাকে ওই যুবক ও তার দুই বন্ধু পরপর ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় অসুস্থ হয়ে পড়ে নাবালিকা। জঙ্গল থেকে ফিরে নাবালিকা বিষয়টি পরিবারের নজরে আনলে পরিবারের লোকজন ছাতনা থানায় অভিযোগ দায়ের করে। এরপরই ছাতনা থানার পুলিশ অভিযুক্ত তিন যুবককে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্ত তিন যুবকের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ডিএ ধারায় গণধর্ষণ ও পকসো আইনে নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহের মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: হটাৎ কোথাও আগুন লাগলে সাধারণ মানুষ কিভাবে তা নেভাবে সেই বিষয়ে শনিবার কাঁকসা সিং পাড়ায় একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিন কাঁকসা সিংপাড়া ছাত্র সংঘ ক্লাবের ময়দানে কাঁকসা ১ সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সকল স্বাস্থ্য কর্মীদের ও গ্রামবাসীদের প্রশিক্ষণ দেন পানাগড় অগ্নিনির্বাপন কেন্দ্রের কর্মীরা। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দমকল বিভাগের আধিকারিকরা, কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য লাল্টু চ্যাটার্জি সহ অন্যান্যরা।

দমকল বিভাগের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বর্তমানে সকলেই বাড়িতে রান্নার গ্যাস রয়েছে। রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারে হটাৎ আগুন লেগে গেল অযথা আতঙ্কিত না হয়ে কিভাবে বাড়ির মহিলারা নিজেরাই সেই আগুন নেভাতে পারবে সেই বিষয়ে হাতে কলমে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও আগুন নেভাতে যে সমস্ত স্প্রে ব্যবহার করা হয় সেগুলো কেমন হয়, কিভাবে সেগুলি ব্যবহার করা হয় বিস্তারের সঙ্গে সেগুলি বোঝানো হয়।

টোটো ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের বালসিডাঙ্গা গ্রামের কাছে টোটোর সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল একজনের। আহত দুইজন। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের বালসিডাঙ্গা গ্রামের কাছে। মৃতের নাম তাজকীরা শেখ (৬৫)। আহতরা হলেন টোটোচালক মুজিবর রহমান ও আরেক মহিলা মরিয়ন বিবি। সকলেরই বাড়ি ভাতারের রাধানগর গ্রামে। জানা গিয়েছে, ইদের বাজার করে টোটোয় চেপে বাড়ি ফিরছিলেন রাধানগরের তাজকিরা শেখ, মরিয়ম বিবি, বেলডাঙ্গা গ্রামের চয়ন ঘোষ, এবং টোটো চালক মুজিবর রহমান। রাস্তায় উল্টো দিক থেকে একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোর সামনে ধাক্কা মারলে টোটোটি দু'থেকে তিনবার পাল্টি খায়।

স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে সকলকে উদ্ধার করে ভাতার ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাজকীরা

শেখকে মৃত বলে ঘোষণা করে। আহত টোটো চালক ও এক মহিলাকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পাশাপাশি বেলডাঙ্গা গ্রামের চয়ন ঘোষকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয় চিকিৎসকরা। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ভাতার থানার পুলিশ।

লরি ও মারুতি ভ্যানের মুখোমুখি ধাক্কা, গুরুতর জখম ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: লরি ও মারুতি ভ্যানের মুখোমুখি ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন মারুতি ভ্যানের চার সওয়ারি। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়কের কড়াকানালির কাছে। আহত চারজনকে প্রথমে সিমলাপাল ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে ও পরে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। আহতদের মধ্যে এক মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালের পর বাঁকুড়ার সারেঙ্গা এলাকা থেকে একটি মারুতি ভ্যানে করে চালক সহ মোট চার যাত্রী বাঁকুড়ার দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় উল্টো দিক থেকে বেপরোয়া গতিতে রাইপুরের দিকে যাচ্ছিল একটি লরি। সিমলাপাল থানার কড়াকানালির কাছাকাছি আসতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরিটি উল্টো দিক থেকে আসা মারুতি ভ্যানটিকে ধাক্কা মেরে রাস্তার নিচে নেমে যায়। দুটি গাড়ির সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে মারুতি ভ্যানটির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। এলাকার মানুষ খবর পেতেই ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে মারুতি ভ্যন থেকে আহত যাত্রীদের উদ্ধার করার চেষ্টা করে। পরে আহতদের উদ্ধার করে সিমলাপাল থানার পুলিশ সিমলাপাল ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। আহতদের আঘাত গুরুতর থাকায় পরে তাদের বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়।

বৃষ্টি উপেক্ষা করেই তৃণমূলের বিজয় মিছিল পাণ্ডবেশ্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল লোকসভা কেন্দ্র ও দুর্গাপুর বর্ধমান লোকসভার দুটি কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থীর জয় লাভের আনন্দে বিজয় মিছিল পাণ্ডবেশ্বরের হরিপুরে। শনিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ পাণ্ডবেশ্বরের গাইঘাটা মোড় থেকে মিছিলটি শুরু হয় শেষ হয় হরিপুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে গিয়ে। হঠাৎ করেই মিছিল শুরু হওয়ার আগেই তীব্র জল, ঝড়, বৃষ্টি। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই শতাধিক তৃণমূল কর্মীর সমর্থক পাণ্ডবেশ্বর তৃণমূল ব্লক সভাপতি কিরিটি মুখার্জির সঙ্গে বিজয় মিছিলে পা মেলালেন। এদিনের এই মিছিলে শতাধিক তৃণমূল কর্মী সমর্থক ছাড়া ও ছিলেন পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের ছোট বড় অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব।

এদিনের এই মিছিল থেকে কিরিটি মুখার্জি তৃণমূলের এই জয়কে পাণ্ডবেশ্বরের মানুষের জয় বলে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস সবসময় মানুষের পাশে আছে ছিল ও থাকবে। আর সে কারণেই পাণ্ডবেশ্বরের মানুষের অফুরন্ত ভালোবাসার জন্য এই তৃণমূল কংগ্রেসের এই জয়লাভ। মিছিলের শতাধিক মহিলা ও পুরুষ তৃণমূল কর্মীর সমর্থক বৃষ্টি জল অপেক্ষা করেই মিছিলে হাঁটাই প্রমাণ করে মন প্রাণ থেকে পাণ্ডবেশ্বর এলাকার মানুষ তৃণমূল দলকে সমর্থন করে।

টোল আদায়কারীদের জুলুমবাজি, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সারপ্রাইজ ভিজিটের ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: বহরমপুর ইসলামপুর রাজ্য সড়কের ওপর বালিরঘাট সেতুর টোল আদায়কারীদের জুলুমবাজিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন গাড়ি চালকরা। রাজ্য সড়কের ওপর সেতু পারাপারে টোল আদায়ে এজেন্সির বিরুদ্ধে রীতিমতো তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। কার্যত জোর করেই টোল আদায় করা হচ্ছে বলে বারংবার একই অভিযোগ তুলে প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি তুলেছেন অনেকে। এমনকী নিয়ম থাকলেও স্থানীয় গাড়ি এবং সরকারি গাড়িতেও ছাড় দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের অভিযোগ, এজেন্সি বদলের পর টোল আদায়ে তাণ্ডব চালানো হচ্ছে। লাঠি সোটা নিয়েই গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রীতিমতো জবরদস্তি করেই টাকা আদায় করা হচ্ছে। এই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে না স্থানীয় মানুষ ও সরকারি চিকিৎসকদেরও। ঘটনার জেরে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে বহরমপুর ইসলামপুর রাজ্য সড়কের ওপর বালিরঘাট এলাকায়। যানজট কাটাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে পুলিস প্রশাসনকে। টোল আদায়কারীদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন রানিনগর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এক মেডিক্যাল অফিসার। ঘটনায় প্রতিদিন মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। চিকিৎসকের অভিযোগ, মেলার পরই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসনের কর্তারা। দৌলতাবাদ থানার পুলিশ টোল আদায়কারীদের সচেতন করে হুঁশিয়ারি দিয়ে এসেছে। যদিও সেতুর পূর্বপাড় দৌলতাবাদ থানার অধীনে পড়লেও টোল প্লাজাটি মুর্শিদাবাদ থানার আওতায় রয়েছে। মুর্শিদাবাদ থানার পুলিশ জানিয়েছে, আমরাও পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি। পিডাব্লিউডি কর্তৃপক্ষ সারপ্রাইজ ভিজিট করলে আমরা সাহায্য করতে প্রস্তুত রয়েছি।

বহরমপুর ইসলামপুর ১১ নম্বর রাজ্য সড়কটি পিডাব্লিউডি বিভাগের বহরমপুর ডিভিশন-২ এর অধীনে রয়েছে। এই রাজ্য সড়কের ওপর বালিরঘাটে গোবরনালা নদীর উপর রয়েছে নলিনী বাগচি সেতু। ইসলামপুরে ভৈরব নদীর উপর রয়েছে ভৈরব সেতু। দুটি সেতুতেই টোল আদায় করা হত। সম্প্রতি ভৈরব সেতুর ওপর টোল আদায় বন্ধ রাখা হয়েছে। কিন্তু বালিরঘাটে প্রত্যেক গাড়ি থেকে টোল আদায় করা হয়। সম্প্রতি টোল আদায়ে জুলুমবাজি শুরু হয়েছে বলে স্থানীয় মানুষ অভিযোগ তুলতে শুরু করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা নজরুল ইসলাম বলেন, আগে টোল আদায়ে কোনও সমস্যা ছিল না। এখন লাঠি হাতে গাড়ি আটকে বচসায় জড়িয়ে পড়ে টোলের কর্মীরা। যার ফলে সেতুর উভয় দিকে গাড়ির লম্বা লাইন পড়ে যায়। স্থানীয় গাড়ি চালক উত্তম মণ্ডল বলেন, আগে সেতু থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের গাড়িতে টোল নেওয়া হত না। এখন সেই সব নিয়মের তোয়াক্কা না করেই কার্যত জুলুমবাজি শুরু করেছে। বিষয়টি প্রশাসনের দেখা উচিত। স্থানীয়দের অভিযোগ, পরিস্থিতি উত্তরোত্তর জটিল হতে শুরু করেছে। পিডব্লিউডির বহরমপুর ডিভিশন-২ এর এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুজয় দাস বলেন, বিষয়টি আমাদেরও কানে এসেছে। এজেন্সির সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে সারপ্রাইজ ভিজিটেরও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

রাইস মিলের ব্রয়লার বিস্ফোরণে ৮ জন শ্রমিক গুরুতর জখম

এলাকায় বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: শনিবার দুপুরে হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার একটি রাইস মিলের ব্রয়লার বিস্ফোরণে ফেটে ৮ জন শ্রমিক গুরুতর জখম হয় বলে জানা গিয়েছে। এদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিরা বাগনান গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বেলা সাড়ে পৌনে বারোটা নাগাদ বরুন্দার ওই রাইস মিলের ব্রয়লার বিকট শব্দে ফেটে যায়। ব্রয়লার ফাটার তীব্রতা এতটাই ছিল যে এলাকার প্রায় পাঁচশো মিটার ব্যাসার্ধ জুড়ে বাড়ির দেওয়াল, জানালার কাচ ভেঙে যায় এবং ব্যাপক ক্ষতি হয় এলাকার আশপাশের লোকজনের। বিস্ফোরণের তীব্রতায় আতঙ্কিত হয়ে ওঠে লোকজন। জানা গিয়েছে, এই বিস্ফোরণের ফলে কমপক্ষে একশোটি বাড়ি কম-বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদিন বিস্ফোরণের তীব্র শব্দ শুনতে পেয়ে আশপাশের গ্রাম থেকে লোকজন ছুটে আসে। তাদের সামলাতে হিমসিম খেতে হয় পুলিশকে। কারখানার ভিতরে তাপজনিত পরিস্থিতি সামলাতে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। শ্রমিকদের একাংশের অভিযোগ নিয়মিত ওই ব্রয়লার পরিষ্কার করা হত না। যার জেরে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তবে ওই সময়ে টিফিন টাইম চলায় জখমের সংখ্যা কম বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় লোকজন রাইস মিলের মালিককে ঘিরে সাময়িক বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। যদিও রাইস মিল কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির ক্ষতি মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে তবে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা থাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

তৃণমূল নেতার বাড়িতে বোমাবাজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমডাঙা: ভোট পরবর্তী হিংসার শিকার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী। রাজ্য জুড়ে বিরোধীরা শাসক দলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলছে, তার বাস্তব চিত্রটা যে পুরোপুরি উল্টো সে বিষয়ের জ্বলন্ত উদাহরণ হল এই আমডাঙার ঘটনা। ফল ঘোষণার পর গোহারা হেরে গিয়ে প্রতিশোধ নিতে যেখানেই বিরোধীদের শক্তি বেশি সেখানেই শাসক দলের নেতা কর্মীদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে বিরোধীরা।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার আমডাঙা বিধানসভার বেড়াবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হরপাড়া গ্রামে শুক্রবার মধ্যরাতে তৃণমূল নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজির ঘটনা ঘটল। বাড়ির চাল বোমার আঘাতে উড়ে গেছে বলে দাবি। বোমাবাজির ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গভীর রাতে আব্দুল হান্নান ওরফে মন্টু নামে ওই তৃণমূল নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি করে দুষ্কৃতীরা। তবে কে বা কারা এই বোমাবাজির ঘটনা ঘটিয়েছে তা পরিষ্কার না হলেও বিরোধীদের দিকে অভিযোগ তুলছে তৃণমূল নেতা। তার দাবি, বিরোধীদের সক্রিয় মদত ছাড়া এই ঘটনা ঘটাই সম্ভব নয়। রাতেই ঘটনাস্থলে যায় আমডাঙা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আতিউর রহমানের দাবি, এই শান্তিপ্রিয় গ্রামে এই নিয়ে চারবার বোমাবাজির ঘটনা ঘটল। এর পেছনে এলাকার সিপিএম নেতা কর্মীদের গভীর চক্রান্ত আছে। এলাকার সিপিএম নেতা জিয়াউল হকের দাবি এই ঘটনার পেছনে যদি সিপিএমের যোগ সূত্র থাকে তবে তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবি জানাচ্ছেন তিনিও। তার আরও দাবি, ভোট মিটে যাওয়ার পর থেকেই এই অঞ্চলে পরপর বেশ কিছু বাড়িতে বোমাবাজির ঘটনা চলতেই থাকছে। আগে এমন ঘটনা এই এলাকায় ঘটেনি।

ব্যবসায়ীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রকাশ্য রাস্তায় মুদি ব্যবসায়ীকে গুলি করে খুনের চেষ্টা চালানোর অভিযোগ উঠলো দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার গভীর রাতে এমন শুট আউটের ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুরাতন মালদা থানার রসিলাদহ কলোনি এলাকায়। গুরুতর জখম ওই ব্যবসায়ীকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। যদিও এই ঘটনায় দুষ্কৃতীদের এখনো গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত ব্যবসায়ীর নাম সুমন সাহা (৪২)। গত চার মাস আগে রসিলাদহ এলাকার ৩ বিঘার একটি জায়গা দখল নিয়ে পুরাতন মালদা থানার অন্তর্গত ছাতিয়ান মোড় মণ্ডল পাড়া এলাকার দুই যুবক আকাশ মণ্ডল ও বিশাল মণ্ডলের সঙ্গে গন্ডগোল হয় সেই এলাকার বাসিন্দাদের। সেই জায়গা দখলের প্রতিবাদ করেছিল ব্যবসায়ী সুমন সাহা। আর সেই ঘটনার বদলা নিতেই এদিন ওই ব্যবসায়ীরকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলি ওই ব্যবসায়ীর বাম পায়ে লাগে তাতেই তিনি গুরুতর জখম হন।

আক্রান্ত ব্যবসায়ী চিকিৎসাধীন অবস্থায় পুলিশকে জানিয়েছেন, এদিন চারজন দুষ্কৃতী বাড়ির সামনেই তাঁকে ঘিরে ধরে। এরপরই তাঁকে মারধর করেই গুলি করে খুনের চেষ্টা করে। সেই মুহূর্তে তিনি পালিয়ে বাড়িতে ঢুকে যান। তখনই দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলি তার বাম পায়ে লাগে।

পুরাতন মালদা থানা পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই এই ঘটনাটি ঘটেছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ডেপুটেশন কর্মসূচিতে সামিল বামেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ডেপুটেশন কর্মসূচিতে সামিল বামেরা। শনিবার প্রায় তিনদফা দাবিতে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছে ডেপুটেশন দেয় বামেরা। এদিন দলীয় কার্যালয় থেকে একটি মিছিল বের করে বামফ্রন্ট। মিছিলটি গোটা শহর পরিক্রমা করে বালুঘাট পুরসভার সামনে গিয়ে শেষ হয়। এরপর সেখানেই বিক্ষোভ দেখায় বামফ্রন্টের কর্মী ও সমর্থকরা এবং পরবর্তীতে তাঁদের একটি প্রতিনিধি দল লিখিত আকারে ডেপুটেশন জমা দেন। জানা গিয়েছে, মূলত বাড়ি বাড়ি সরবরাহ করা পরিশ্রুত পানীয় জলের গুণগতমান দ্রুত উন্নতি করা, বালুরঘাট শহরে আবর্জনা অপসারণের বর্তমান অবস্থার উন্নতি ঘটানো, এবং নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি ও ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ডেঙ্গু প্রতিরোধে আগাম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে এদিন ডেপুটেশন জমা দেন বামেরা।

এদিনের ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত বামফ্রন্ট নেতৃত্বের তরফে এক ব্যক্তি জানান, 'কিছুটা কাকতালীয় মনে হলেও এ কথা সত্য গত ৪ তারিখে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে তৃণমূল এখানে হেরে যাবার পর থেকেই পুরসভা তরফ থেকে বাড়ি বাড়ির সরবরাহ করা জল ঘোলা বেরচ্ছে। নির্বাচনে হেরে গিয়ে প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি করছে তৃণমূল। পাশাপাশি শহরে আবর্জনা অপসারণ এবং নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে আগাম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে আমরা ডেপুটেশন কর্মসূচিতে সামিল হয়েছি।'

এ বিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র বলেন, 'আত্রেয়ী নদীতে জলের স্তর বেড়ে গিয়েছে। ফলে জলে ক্লোরিনের মাত্রা কিছুটা বেড়াতে হয়েছে। পাশাপাশি ফিটকিরি দেয়া হচ্ছে। জল পরিশুদ্ধ করার জন্য কেমিক্যাল গুলি ব্যবহারের ফলে জলের রং কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। বালুরঘাট পুরসভার তরফে যে জল বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে তা আগের মতোই পরিশুদ্ধ রয়েছে। এতে কোনও ক্ষতি হবে না।'

বাগদা উপনির্বাচনে বহিরাগত প্রার্থী নয়, অনড় বিজেপি, কটাক্ষ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বাগদায় বহিরাগত প্রার্থী চায় না বলে ক্ষোভ বিজেপি কর্মী সমর্থকদের, কটাক্ষ তৃণমূলের, পাল্টা জবাব বিজেপির। উপনির্বাচন ঘোষণা হতেই ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বাগদার রাজনীতি। ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লক নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে। তবে এখনও বিজেপির প্রার্থী ঘোষণা হয়নি। সূত্রের খবর, শান্তনু ঠাকুরের স্ত্রী সোমা ঠাকুরকে এবারে উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী করা হতে পারে। তারই আগে দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। তাদের কথায় কোনও বহিরাগত প্রার্থী আমরা চাই না। বাইরের প্রার্থী হলে এই উপনির্বাচনে বিজেপির ভরাডুবি হবে বাগদায়। শান্তনু ঠাকুর সাংসদ হয়েছেন। এবার ওনার স্ত্রী বিধায়ক হবে সেটা আমরা মেনে নেব না। বাইরের প্রার্থী হলে তারা সমর্থন করবেন না এও জানিয়েছেন তারা। ভুল প্রার্থী দেওয়ার কারণে লোকসভায় বাংলায় আসন কমেছে বিজেপির এও দাবি বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। যদিও এ নিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের বাগদা পশ্চিম লোকের সভাপতি অঘোর চন্দ্র হালদার কটাক্ষ করে জানিয়েছেন, ওরা কাকে প্রার্থী করবে সেটা ওদের নিজেদের ব্যাপার। এমনিতেই বিজেপির ১৭-১৮ প্রার্থীর দাবিদার আছে। যারা নিজেদের মধ্যে টিকিট পাওয়ার জন্য মারপিট করছে। পাল্টা জবাব বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি দেবদাস মণ্ডলের। আমাদের প্রার্থী সিম্বল আমরা ব্যক্তি দেখে ভোট দেই না দল যাকে প্রার্থী দেবে তাকেই ভোট দেব। একটু মনোমালিন্য হয়েছে নিজেদের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।

বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের আটকে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: এলাকায় লাগাতার বিদ্যুৎ সমস্যা থাকায় স্থানীয়রা কর্মীদের আটকে রেখে বিক্ষোভ। দীর্ঘদিন ধরে লোডশেডিংয়ের সমস্যা এলাকায়। ইলেক্ট্রিক সাপ্লাইয়ের কর্মীদের আটকে রাখল গ্রামবাসীরা। তীব্র গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা। তার মধ্যে এলাকায় দীর্ঘ ৬ মাস ধরে লোডশেডিংয়ের সমস্যা। একাধিকবার বিদ্যুৎ দপ্তরে জানিয়েও সুরাহা না হওয়ার কারণে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের স্কুল ঘরে তালা বন্ধ করে আটকে রাখল গ্রামবাসীরা। সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বোচাখালি এলাকার ঘটনা। তাদের অভিযোগ, এলাকায় একটি টাওয়ার বসানোর পর থেকে লোডশেডিং এর সমস্যা। একাধিকবার বিদ্যুৎ দপ্তরের লোড বাড়ানোর কথা বলা হলেও কোনো পদক্ষেপ নেন না তারা। শুধু তাই নয় লিখিতভাবেও একাধিকবার জানানো হয়েছে। তাদের দাবি যতক্ষণ না এই সমস্যার সমাধান হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যুৎ দপ্তরে কর্মীদের আটকে রাখা হবে। দীর্ঘ সময় পর বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা আশ্বস্ত করলে কর্মীদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

কাঁকসা থানায় সভার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসা ব্লকে সুষ্ঠুভাবে যাতে বখরি ইদ উৎসব পালন হয় সেই বিষয়ে শনিবার সকালে কাঁকসা থানায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা থানার আইসি পার্থ ঘোষ, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধক্ষ নব কুমার সামন্ত, এলাকার বেশ কয়েকজন ইমাম, সমিতির সদস্য দেবদাস বক্সী, এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি পল্লব ব্যানার্জি, দানবাবা সেবা কমিটির সদস্য পিরু খান সহ অন্যান্যরা। পিরু খান জানিয়েছেন, আগামী সোমবার ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের একটি বড় উৎসব হল বখরি ইদ।

এলাকায় যাতে সুষ্ঠু ভাবে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় সেই বিষয়ে আলোচনায় বসা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে সমস্ত বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সমস্ত নির্দেশ মেনেই এবার ইদ পালন হবে। তবে ওই দিন সকালে দানবাবা মাজারে বহু ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ নামাজ পড়তে আসবেন। তাদের যাতে কোনো সমস্যা না হয় এবং কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সেই বিষয়ে যেমন কাঁকসা থানার পুলিশের কড়া নজরদারি থাকবে। তেমনই প্রশাসন পাশে থেকে সবরকম সাহায্যে করবে।

কাঁকসার বাসিন্দা পল্লব ব্যানার্জি জানিয়েছেন, কাঁকসায় যে কোনো অনুষ্ঠান হোক না কেনো এখানে সকল ধর্মের মানুষ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এটাই কাঁকসার ঐতিহ্য।

তলিয়ে যাওয়ার ২৪ ঘণ্টা পর উদ্ধার দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর উদ্ধার হয় দামোদর নদে তলিয়ে যাওয়া যুবকের দেহ। শুক্রবার দুর্গাপুর থেকে ছয় বন্ধু মিলে বুদবুদের রণডিহা ড্যামে বেড়াতে আসে। ওই দিন দুপুরে দামোদর নদে স্নান করতে নামে সকলেই। হঠাৎই জলে তলিয়ে যায় দুর্গাপুরের এমএএমসি-র বাসিন্দা অভিষেক সিং। তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করলেও তার বন্ধুরা ব্যর্থ হওয়ায় সকলেই ভয়ে পাড়ে উঠে আসে। স্থানীয়রা বিষয়টি পুলিশকে জানালে ঘটনাস্থলে বুদবুদ থানার পুলিশ পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করে। তবে সন্ধ্যা নেমে যাওয়ায় বন্ধ থাকে উদ্ধারকাজ। শনিবার সকাল থেকে ফের শুরু হয় উদ্ধারকাজ। প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর এক যুবকের দেহ উদ্ধার হলে উদ্ধারকারী দল নৌকোয় তুলে নদের পাড়ে আসতেই দেখা যায় অন্য কোনো এক অজ্ঞাত পরিচয়ের যুবকের দেহ ওটি। পরে তারও প্রায় এক ঘণ্টা পরে উদ্ধার হয় অভিষেকের দেহ। একজন অভিষেক হলেও অন্যজনের দেহ কার সেই নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। তবে কি অন্যজনের দেহ অভিষেকেরই অপর এক বন্ধুর নাকি অন্য কোথাও থেকে দেহ ভেসে এসেছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বুদবুদ থানার পুলিশ। দু'জনের দেহ উদ্ধার করে বুদবুদ থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। রবিবার দুটি দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে বলে জানা গেছে।

মালদায় জমে উঠেছে ৫১০ বছরের পুরনো রামকেলি মেলা, নিরাপত্তায় সজাগ প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গুপ্ত বৃন্দাবন হিসেবে পরিচিত মালদার ইংরেজবাজারের শ্রীচৈতন্যদেবের ধাম রামকেলি। আর এই রামকেলি মেলা শুরু হতেই অসংখ্য সাধু, তন্ত্রসাধক থেকে শুরু করে অঘোরীরা ভিড় করেছেন। মালদার গুপ্ত বৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্যদেবের ধামে তন্ত্রসাধক থেকে অঘোরীরা কেউ এসেছেন কামাখ্যা থেকে। আবার কেউ এসেছেন তারাপীঠ থেকে। এর বাইরেও বিভিন্ন পীঠস্থান থেকে সাধুসন্তরা এসেছেন মালদার এই রামকেলি ধামে। যেখানে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পাদুকা চিহ্ন রয়েছে। প্রায় ৫১০ বছরের পুরনো রামকেলির মেলায় মোক্ষ লাভের আশায় এখন জমে উঠেছে সাধু-সন্তদের ভিড়। সুষ্ঠুভাবে মেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে বসানো হয়েছে ক্যাম্প। রয়েছে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের ব্যবস্থা। এছাড়াও ভিন রাজ্য থেকে আসা সাধু-সন্তদের থাকারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। রামকেলি মেলা কমিটির পক্ষ থেকে শুক্রবার এই রামকেলি মেলার উদ্বোধন হলেও শনিবার থেকেই জমজমাট ভাবেই শুরু হয়েছে মেলা। পাশাপাশি সাত দিন ধরে রামকেলি উৎসবের মধ্য দিয়ে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এবং রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহের আরাধনা চলবে। তার সঙ্গে নাম সংকীর্তন ও বিভিন্ন ধরনের যজ্ঞেরও আয়োজন করা হয়ে থাকে।

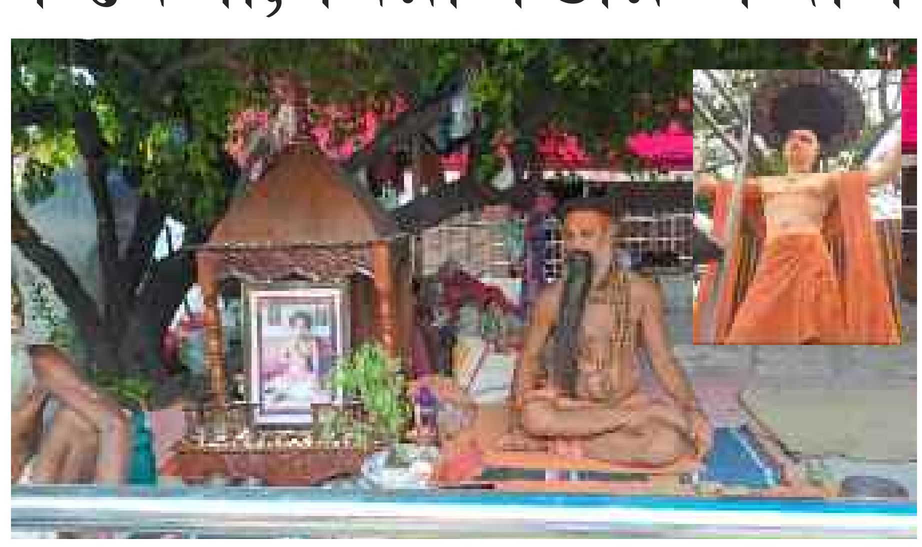

উল্লেখ্য, মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের মহদীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ঘেষা রয়েছে এই রামকেলি ধাম। প্রতিবছরই জৈষ্ঠ্য সংক্রান্তিতে এই রামকেলি উৎসব পালিত হয়। মেলা চলবে সাত দিন ধরে।

রামকেলির মূল মন্দিরের প্রধান সেবাইত মদন পানিগ্রাহী জানিয়েছেন, ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তার ধর্ম প্রচারের সময় রামকেলি ধামে এসেই বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এখনো সেখানে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবের পাদুকা চিহ্ন সংরক্ষিত করে রাখা আছে। পাশাপাশি বর্তমানে পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের বিশাল একটি পূর্ণ মূর্তি। এই মেলাকে ঘিরেই হাজার হাজার সাধুসন্ত থেকে শুরু করে অঘোরীরা ভিড় করেন। এছাড়াও এই উৎসবের মধ্যেই ভক্তদেরও রামকেলির মন্দির কমিটির পক্ষ থেকেও পংক্তিভোজনের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

কামাখ্যা থেকে আসা বালকনাথ অঘোরী বলেন, মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবের পাদুকা চিহ্ন দর্শন এবং রাধা কৃষ্ণ বিগ্রহের উৎসবে প্রতি বছরই সামিল হই। এই রামকেলি ধাম একটা পূর্ণক্ষেত্র। এখানে আসলেই সাধনা করলে মোক্ষলাভ হয়। সেই কারণেই ভক্তদের কাছেই আজও মালদার এই রামকেলি গুপ্ত বৃন্দাবন নামে পরিচিত। যতদিন এই উৎসব চলবে ততদিন তন্ত্র-সাধকেরা এখানেই সাধনা করবেন।

রামকেলি মন্দির কমিটির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রতিবছরের মতো এবছরও ১৫ জুন থেকে শুরু হয়েছে রামকেলি উৎসব। পুলিশ, প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ সবরকম ভাবে সহযোগিতা করছে। প্রতিদিনই অসংখ্য ভক্তেরা এখানে ভিড় করেন। তাদের সবরকম পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রেও কমিটির পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মোদির তৃতীয় দফার সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে ফের প্রশ্ন খাড়গের

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তৃতীয় দফার সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে আরও একবার প্রশ্ন তুললেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

শুক্রবার বেঙ্গালুরুতে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে খ াড়গে বলেন, ‘এনডিএ কোনও রকমে সরকার গড়েছে ভুল করে। সরকার গড়ার আদেশ নরেন্দ্র মোদি পাননি। তাঁর সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। যে কোনও সময়ে সরকার পড়ে যেতে পারে।’ মোদির সরকার পতনের এই সম্ভাবনার কথা কংগ্রেস সভাপতি প্রথম বলেছিলেন দিল্লিতে, ভোটের ফলাফল ঘোষণা পর ইন্ডিয়া জোটের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে। তবে সেবার এহেন মন্তব্য বৈঠকে করলেও, শুক্রবারের মন্তব্য ছিল প্রকাশ্যে।

খাড়গে বলেন, ‘আমরা তো চাই সরকারটা চলুক। দেশের ভালো। দেশকে মজবুত করতে আমরাও একসঙ্গে দেশের জন্য কাজ করতে চাই। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী কোনও কিছু ঠিকঠাক চললেও, সেটা চলতে দেন না। তবে আমাদের পক্ষ থেকে বলতে পারি, দেশকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করব।’ খাড়গের এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানায় বিজেপি ও শরিকরা। তামিলনাড়ুর বিজেপি সভাপতি কে আন্নামালাই বলেন, ‘শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের গণতান্ত্রিক আগ্রহ দেখার পরও যদি তাঁর মনে হয় সরকারের পতন হবে, বেশি দিন টিকবে না। তা হলে বলব, উনি মূখের স্বর্গে বাস করছেন।’

এনডিএর শরিক দল বিহারের জেডিইউ নেতা নীরজ কুমার আবার খাড়গেকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর কংগ্রেসের হালও এমনই হয়েছিল। সে সময় নরসিংহ রাও সংখ্যালঘু সরকার গড়ে, তা চালিয়েও ছিলেন। তাঁর মন্তব্য, কংগ্রেস এখনও ৯৯-এর চক্করে পড়ে রয়েছে, বেরতে পারছে না।

বিহারের আরজেডি নেতা ইজাজ আহমেদ অবশ্য খাড়গেকে সমর্থন করে বলেন, ‘উনি ঠিকই বলেছেন। জনাদেশ ওই সরকারের পক্ষে ছিল না। ভোটাররাও মোদিকে গ্রহণ করেননি।’ লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর তৃণমূল কংগ্রেস চেয়েছিল বিজেপিকে সরকার গড়তে না দিয়ে কংগ্রেস সরকার গড়তে উদ্যোগী হোক। কিন্তু সে সময় সরকার গড়তে বাড়তি সমর্থন ‘ইন্ডিয়া’র পক্ষে তৎক্ষণাৎ জোটানো সম্ভব ছিল না। কংগ্রেস সভাপতি তখন উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করার কথা বলেছিলেন।

সেই বৈঠকের পর তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় সাংসদদের এক সভায় বলেছিলেন, ‘আগামী দিনে সরকার গড়বে ইন্ডিয়াই। সেটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। দল পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে চলছে।’ এবার খাড়গের মন্তব্যেও পাওয়া গেল সেই প্রতীক্ষারই ইঙ্গিত।

উত্তরাখণ্ডে গভীর খাদে টেম্পো ট্রাভেলার, মৃত ১৪, আহত ১২

হিমাচলপ্রদেশ, ১৫ জুন: উত্তরাখণ্ডে গভীর খাদে পড়ে গেল টেম্পো ট্র্যাভেলার। কমপক্ষে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গাড়িতে ২৩ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। রুদ্রপ্রয়াগের ওই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ১২ জনকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার ঋষিকেশ-বদ্রীনাথ হাইওয়েতে অলকানন্দা নদীর কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় প্রশাসন ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজ চালিয়ে খাদ থেকে তোলা হয় দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি। জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি দিল্লির দিকে যাচ্ছিল। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় টেম্পো ট্রাভেলারের যে দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গিয়েছে, তা খুবই দুঃখজনক। স্থানীয় প্রশাসন ও এসডিআরএফ দল ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ শুরু করেছে। আহতদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়াতদের আত্মার শান্তি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের এই অসীম কষ্ট সহ্য করার শক্তিদান করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। আমি আহতদের দ্রুত সুস্থতার জন্য কেদারনাথের কাছে প্রার্থনা করছি।’

১৪ বছর আগের বক্তৃতার জেরে অরুন্ধতীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের

মামলার অনুমতি উপরাজ্যপালের

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন: ১৪ বছর আগের এক বক্তৃতার রেশ টেনে বিশিষ্ট লেখিকা অরুন্ধতী রায়ের বিরুদ্ধে ইউএপিএ বা সন্ত্রাস দমন আইনে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করার অনুমতি দিয়েছেন দিল্লির উপরাজ্যপাল বিনয় কুমার সাক্সেনা। তা নিয়েই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক।

বিরোধীরা মনে করছেন, সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় জোট শরিকদের সাহায্যে সরকার গড়ে বিজেপি কিছুটা সংযত হবে বলে মনে হলেও, তা ভুল। বরং তাদের আগের মতোই দমন, পীড়ন নীতি আঁকড়ে থাকার বিষয়টিই প্রমাণ করছে এই সিদ্ধান্ত। প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে অরুন্ধতী যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে বক্তব্য রাখেন কাশ্মীর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক শিক্ষক শওকত হোসেন, হুরিয়ত নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানি, সংসদে হামলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত এসএআর গিলানিও।

অভিযোগ, ‘আজাদি দ্য ওনলি ওয়ে’ শীর্ষক সেই আলোচনা সভায় অরুন্ধতী প্ররোচনামূলক কিছু কথাবার্তা বলেছিলেন। বিজেপি-ঘনিষ্ঠ সুশীল পণ্ডিত নামের এক ব্যক্তি সেই অভিযোগ দাখিল করে বলেছিলেন, অরুন্ধতী নাকি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন কাশ্মীর কখনও ভারতের অংশ ছিল না। ভারতের সেনাবাহিনী জোর করে তা দখল করেছে। সেই বছরের অক্টোবরে অরুন্ধতী ও শওকত হোসেনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছিল।

সেই পুরনো মামলা খুঁচিয়ে তোলা হয় গত বছরের অক্টোবরে। দিল্লির উপরাজ্যপাল ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় সম্প্রীতি হানি ও জাতীয় সংহতির পরিপন্থী আচরণের অভিযোগে মামলার অনুমতি দেন। শুক্রবার দিল্লির রাজনিবাস (উপরাজ্যপালের বাসভবন) থেকে জানানো হয়, অরুন্ধতী ও শওকতের বিরুদ্ধে উপরাজ্যপাল এবার ইউএপিএ আইনে মামলা করার অনুমতি দিয়েছেন। অর্থাৎ এবার মামলা হবে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে।

এরপরই সিপিএমের তরফে এক্স হ্যান্ডলে বলা হয়, ‘এই সিদ্ধান্ত নিন্দনীয়। ১৪ বছর আগের এক অভিযোগ খুঁচিয়ে বের করে ইউএপিএর মতো কালা-কানুনে মামলা করার অনুমতি দেওয়ার পিছনে কারণ একটাই। সেটা স্বৈরতন্ত্রেরই পরিচায়ক।’ সিপিএম বলেছে, ‘ আদালতে ছুটি চলাকালীন সেই অনুমতি দেওয়া হল। আইনজীবীরাও ছুটিতে। এই সিদ্ধান্ত লজ্জাজনক ও নিন্দনীয়।’

উপরাজ্যপালের সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা ও নিন্দা জানিয়ে কংগ্রেস নেতা বি কে হরিপ্রসাদ শনিবার সকালে এক্স হ্যান্ডলে বলেন, ‘মানুষের কণ্ঠস্বর চাপা দেওয়ার স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা জারি রয়েছে। বিশেষ করে সেই স্বর যদি কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও আন্দোলনকারীদের হয়। নিজেদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা থেকে জনগণের চোখ সরাতে বিজেপি প্রতিদিন মনগড়া সংকট সৃষ্টি করে চলেছে। বাক্‌স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর এ ধরনের আক্রমণ গ্রহণযোগ্য নয়।’

তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী ও সাংসদ মহুয়া মৈত্রও শুক্রবার রাতে এক্স হ্যান্ডলে বলেন, ‘বিজেপি যদি ভেবে থাকে, ইউএপিএতে মামলা করার মধ্য দিয়ে তারা সেই আগের মতোই চলবে, তা হলে ভুল করবে। তারা কিছুতেই সেই পুরনো কায়দায় ফিরতে পারবে না। কারণ তাদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধেই দেশের মানুষ এবার ভোট দিয়েছে।’

বিরোধীদের এই প্রতিবাদের পালটা জবাবে বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা আজ শনিবার এক্স হ্যান্ডলে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বলেন, ‘তারা এত চিৎকার-চেঁচামেচি কেন করছে? তারা এখন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের জন্য কাঁদছে! ওরা কি কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে না? আফজল থেকে ইয়াকুব, কংগ্রেসের কাছে দেশের আগে জরুরি তার ভোটব্যাংক নীতি।’

আইন বদল করে কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লির উপরাজ্যপালকে প্রভূত ক্ষমতা দিয়েছে। এতটাই যে উপরাজ্যপাল সম্মতি না দিলে নির্বাচিত সরকারের সিদ্ধান্তও রূপায়িত হবে না। এই নিয়ে দিল্লির আম আদমি পার্টির (এএপি) সরকারের সঙ্গে উপরাজ্যপালের খটমট লেগেই থাকে। সেই উপরাজ্যপাল এত বছর পর কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতিতেই এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলেই দাবি বিরোধীদের। এ কারণেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা, যে ঢঙে এতদিন নরেন্দ্র মোদির সরকার চলছিল, যে ভাবে বিরুদ্ধ স্বর দমন করা হত, নির্বিচার রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা রুজু করছিল, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েও তারা হয়তো সেই পথ থেকে সরবে না। এ সিদ্ধান্ত সম্ভবত সেটাই প্রমাণ করছে।

ফের গুলির লড়াইয়ে ৮ মাওবাদী নিকেশ

রায়পুর, ১৫ জুন: ফের গুলির লড়াইয়ে কেঁপে উঠল ছত্তিশগড়। শনিবার নিরাপত্তা বাহিনীর এনকাউন্টারে অন্তত ৮ মাওমাদীর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। এই অভিযানে একজন জওয়ান শহিদ হয়েছেন। আহত দু’জন। গত দু’দিন ধরেই রাজ্যের মাড় ও নারায়ণপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াই চলছে মাওবাদীদের।

এর আগে গত ৮ জুন এনকাউন্টারে ৭ মাওবাদীকে নিকেশ করেন জওয়ানরা। ওই অভিযানেও শহিদ হন তিনজন জওয়ান। তার আগে ২৩ মে নারায়ণপুর ও বিজাপুর জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অভিযানেও ৭ মাওবাদীকে খতম করেছিলেন জওয়ানরা। ঘটনাস্থল থেকে সাতটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়। তার আগে ৩০ এপ্রিল নারায়ণপুর ও কাঙ্কের জেলার সীমান্তে এনকাউন্টারে তিন মহিলা-সহ ১০ মাওবাদীকে খতম করা হয়। সেই মাসেই কাঙ্কেরে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে মারা যায় ২৯ মাওবাদী।

প্রসঙ্গত, মাওবাদী অধ্যুষিত ছত্তিশগড়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোটপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে লোকসভা নির্বাচন শুরু হওয়ার আগে থেকেই গোটা রাজ্যজুড়ে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছিল নিরাপত্তাবাহিনী। তাতে চলতি বছর বহু মাওবাদীকে খতম করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. **Tender title:-NIT No:- NM/PWDT/NIQ-053e (2ndCall)/ 2023-2024, NM/ PWDT/ NIT-001e/2024-2025 To NM/ PWDT/NIT-015e/ 2024-2025**. **Tender ID :-2024_MAD_693279_1, 2024_MAD_694646_1, 2024_MAD_694647_1,2024_MAD_694648_1,2024_MAD_694649_1, 2024_MAD_694650_1,2024_MAD_694651_1,2024_MAD_694653_1, 2024_MAD_694654_1, 2024_MAD_694655_1,2024_MAD_694656_1, 2024_MAD_694657_1,2024_MAD_694658_1,2024_MAD_694659_1, 2024_MAD_694660_1,2024_MAD_694661_1.Type of Work:-** Rejuvenation of the Pond, Construction of Cement Concrete Road, Bituminus Road, Boundary Wall, Supplying of 5 Seater. Bid Submission Start Date:- **18-06-2024**. Bid Submission End Date:- **01-07-2024 at 5:00 PM. N.B. :** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**

Sd/-Chairman,Nabadwip Municipality

केनरा बैंक Canara Bank — सिंडिकेट Syndicate

হাঁসপুকুর শাখা
গ্রাম - হাঁসপুকুর, পো. - জোকা
এস.ও. - বিষ্ণুপুর, জেলা - ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)
পিন - ৭৪৩ ৫০৩

অনলাইন স্বর্ণ নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসার, **কানাড়া ব্যাঙ্ক, হাঁসপুকুর শাখা** ঋণগ্রহীতাকে তার নেওয়া স্বর্ণ ঋণ বকেয়া পরিশোধ করার জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি(গুলি) জারি করে আহ্বান জানিয়েছেন। ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী স্বর্ণ অলঙ্কারগুলির অনলাইন নিলাম কঠোরভাবে ‘**যেখানে যেমন আছে**’, ‘**যেখানে যা আছে**’ এবং ‘**কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**’ পরিচালনা করবেন। **নিলাম অনুষ্ঠিত হবে অনলাইনে https://egold.auctiontiger.net** এর মাধ্যমে **১৭.০৭.২০২৪ তারিখে দুপুর ১২টা থেকে বেলা ৩টে পর্যন্ত** অনলাইনে নিলাম করা হবে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং লোন এ/সি নং	মোট ওজন এবং নিট ওজন	পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং ইএমডি
১.	**দেবী চ্যাটার্জি**, স্বামী পার্থ চ্যাটার্জি নবপল্লি উত্তর রবীন্দ্রনাথ টেগোর রোড,নারকেল বাগান অটো স্ট্যান্ড, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,কলকাতা : ৭০০০৬৩। **লোন নং : ১৮০২৩৪৯৬১৩১৩**	মোট ওজন : ৪১.৭০ গ্রাম নিট ওজন : ৩১.২০ গ্রাম	১৬.০৭.২০২৪ এবং ইএমডি : ২৫,০০০.০০ টাকা

ইএমডি অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত : এনইএফটি/আরটিজিএস অ্যাকাউন্ট নং : ২০৯২৭২৪৩৪
অ্যাকাউন্ট নাম : SL-0L-RTGS-NEFT PMT ENS, IFSC : CNRB0001884

আর বিস্তারিতর জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ৬৩৫২৬ ৩৪৫২৩ বা ৯০২৩৭ ২৪৭৮০ তে
বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদির জন্য দেখুন https://egold.auctiontiger.net

তারিখ : ১৫.০৬.২০২৪ — ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
স্থান : কলকাতা — কানাড়া ব্যাঙ্ক, হাঁসপুকুর শাখা

ফের জি-৭ সামিটে একফ্রেমে দেখা গেল ‘মেলোডি’কে

রোম, ১৫ জুন: ফের ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে সেলফিতে ধরা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁদের এই সেলফিযাপন কিন্তু বেশ জনপ্রিয়। এবার জি-৭ সামিটে একফ্রেমে দেখা গেল ‘মেলোডি’কে। নমোর সঙ্গে সেলফি তুলে মেলোনি নিজেই বললেন, ‘হ্যালো ফ্রম দ্য মেলোডি টিম’। আর আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনে মেলোনি-সহ অন্যান্য রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে শনিবার দেশে ফিরলেন প্রধানমন্ত্রী। তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসার পর এটাই মোদির প্রথম বিদেশ সফর। ইতালির প্রধানমন্ত্রীর জর্জিয়া মেলোনির আমন্ত্রণে বিশেষ অতিথি হিসাবে ৫০ তম জি-৭ সামিটে যোগ দিয়েছিলেন নমো। বৃহস্পতিবার, সেদেশের এগজানিয়া শহরে পা রাখেন তিনি। শুক্রবার সম্মেলনে মোদিকে ভারতীয় অবতারে ‘নমস্তে’ করে স্বাগত জানান মেলোনি। তার পর সামিটের ফাঁকে বৈঠকও সেরে নেন দু’জনে। আগামিদিনে ভারত-ইতালির সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব আরও মজবুত করতে আলোচনা হয় তাঁদের মধ্যে। শনিবার সকালে দেশে ফিরেছেন মোদি। তার আগে তিনি সেলফি তোলেন ‘বন্ধু’ মেলোনির সঙ্গে। হাসিমুখে ভিডিওতে হাত নাড়তেও দেখা যায় তাঁকে। যা নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী। ক্যাপশনে লেখেন, ‘হাই ফ্রেন্ডস, ফ্রম ‘মেলোডি’। গত ডিসেম্বর মাসে দুবাইতে এক সম্মেলনে সাক্ষাৎ হয়েছিল মোদি-মেলোনির। তখনই সেলফি তুলেছিলেন তাঁরা। সেই থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেয়ে যায় হ্যাশট্যাগ মেলোডি।

বলে রাখা ভালো, অতি দক্ষিণপন্থী নেত্রী ও বেনিটো মুসোলিনির ভক্ত মেলোনি ইতালির প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। বছর দুয়েক হল তিনি মসনদে। মোদির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। চব্বিশের নির্বাচনে মোদির প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত হতেই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মেলোনি। এছাড়া এই সম্মেলনের প্রথমদিন, শুক্রবার মোদি বৈঠক করেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমান্যুয়েল ম্যাক্রোঁ, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সঙ্গে। তাঁর সাক্ষাৎ হয় কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে। বিশ্বশান্তি, পারস্পরিক সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মতামত বিনিময় করেন সকলে। পাশাপাশি পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা করে, তাঁকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানান মোদি।

ক্যানসার আক্রান্ত হওয়ার পর প্রথম জনগণের সামনে এলেন কেট!

লন্ডন, ১৫ জুন: ক্যানসার আক্রান্ত হওয়ার পর প্রথমবার জনগণের মাঝে আসবেন ব্রিটিশ রাজবধূ কেট মিডলটন। চলতি বছরের শুরুতেই জানা গিয়েছিল যে তাঁর শরীরে বাসা বেঁধেছে মারণ রোগ। ভিডিও বার্তায় নিজেই সেই খবর জানিয়েছিলেন প্রিন্সেস অফ ওয়েলস। তার পর থেকেই ছিলেন অন্তরালে। তবে এবার ব্রিটিশ রাজপরিবারের অনুষ্ঠানে দেখা যায় তাঁকে।

শনিবার অনুষ্ঠিত হয় ‘ট্রুপিং দ্য কালার ২০২৪ প্যারেড’। এই প্যারেডে পা মেলান কেট। এমনকী বাকিংহাম প্যালেসের বারান্দা থেকেও হাত নাড়তে দেখা যাবে তাঁকে। কেটের সঙ্গে থাকবেন তাঁর ৩ সন্তান। প্রিন্স জর্জ, প্রিন্স লুইট ও প্রিন্সেস শার্লট। ব্রিটিশ রাজ পরিবারের প্রধান, রাজা চার্লসের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রত্যেক বছর ‘ট্রুপিং দ্য কালার প্যারেড’ অনুষ্ঠিত হয়। ২৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এটি পালিত হয়ে আসছে। গত কয়েক মাসের অন্তরাল কাটিয়ে এই অনুষ্ঠানেই সকলের সামনে আসবেন কেট।

গত জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে লন্ডনের ক্লিনিকে ভর্তি হন ৪২ বছরের ক্যাথরিন ওরফে ক্যাট। পেটে অস্ত্রোপচার হয় তাঁর। সে সময় তিনি স্থিতিশীল ছিলেন বলেই খবর পাওয়া গিয়েছিল। বার্কিংহাম প্যালেসের তরফে একটি বিবৃতি পেশ করে তখন বলা হয়, কেট চান তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য গোপন রাখা হোক। তার পর থেকেই ক্যাটের অসুস্থতা নিয়ে নানা জল্পনা ছিল।

এর পর মার্চ মাসে এক ভিডিওবার্তায় ব্রিটিশ রাজবধূ নিজেই ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার খবর জানান। সেখানে তিনি বলেন, গত কয়েকমাস আমার পরিবার অত্যন্ত কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। তবে আমি একটি সুন্দর মেডিক্যাল টিম পেয়েছি, যারা যত্নের সঙ্গে আমার চিকিৎসা করছে। আমি কৃতজ্ঞ তাদের কাছে। পাশাপাশি তিনি জানান, কেমোথেরাপির কথা। এই অবস্থায় ছেলেমেয়েদের জন্য তিনি সর্বাধিক চিন্তিত। রাজপুত্র উইলিয়ামের কাছে তিনি সন্তানদের দেখভালের অনুরোধও করেন ভিডিওবার্তায়। কেটের এই অসুস্থতার খবরে মুষড়ে পড়েন ব্রিটিশ নাগরিকরা। সকলেই তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

অসুস্থ নীতীশ কুমার

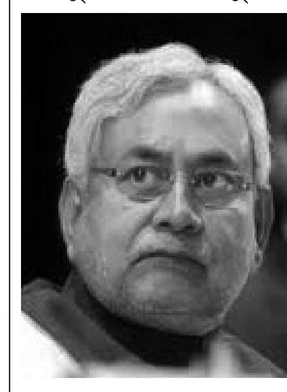

পাটনা, ১৫ জুন: নির্বাচনী যুদ্ধে জয়ের পর এবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। জানা গিয়েছে, শনিবার পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর আকার নেওয়ায় পাটনার এক হাসপাতালে চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হন তিনি।

সূত্রের খবর, শুক্রবার বিহারে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে গিয়েছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই সহকর্মীদের হাতে প্রবল যন্ত্রণার কথা জানান। শুক্রবার রাতে যন্ত্রণা আরও প্রবল হয়। সকালে পরিস্থিতি আরও গুরুতর হলে তাঁকে পাটনার এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অর্থোপেডিক বিভাগে চিকিৎসকরা তাঁর হাতের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পর্যাপ্ত বিশ্রামের নির্দেশ দেন। চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে আসেন নীতীশ কুমার।

উল্লেখ্য, গত কয়েক মাস ধরে নির্বাচনী প্রচারে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। বিহারে লাগাতার প্রচারের পাশাপাশি দিল্লিতেও বারবার সফর করতে হয়েছে নীতীশ কুমারকে। মোদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় এনডিএ সরকার গঠনে তাঁর প্রয়োজনীয়তা বাড়তেই ব্যস্ততা আরও কিছুটা বেড়ে যায় মুখ্যমন্ত্রীর। গত ৯ জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানেও হাজির থাকার পর শুক্রবার পাটনা ফিরে মন্ত্রিসভার বৈঠক করেন। সেখানেই হাতের যন্ত্রণার উল্লেখ করেন। অবশ্য লোকসভা নির্বাচনের প্রচার চলাকালীনও একবার প্রচণ্ড গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন নীতীশ কুমার। তবে অল্প কিছুদিনের বিশ্রামের পর ফের প্রচারে নেমে পড়েছিলেন তিনি।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা–৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং. ১, টেন্ডার নংঃ ইএলইজি–ওটি–১১০৮–২০২৪–২৫, কাজের বিবরণঃ** তিন (০৩) বছরের জন্য নৈহাটি আরআরআই কেবিনে ১৬টিআর ক্যাপাসিটির ইনভার্টার ডাকটেড প্যাকেজ এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিটের (মেক–ব্লু স্টার) সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৩৮,৭৬৪ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৪,৮০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ২, টেন্ডার নংঃ ইএলইজি–ওটি–১১০৯–২০২৪–২৫, কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র এসই/ই/জি/শিয়ালদহ–II–এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে তিন (০৩) বছরের জন্য ডিআরএম বিল্ডিং, কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং, বি.সি. রায় বিল্ডিং নং ২১০ ইত্যাদিতে স্প্লিট টাইপ (১.০/১.৫/২ টিআর), উইন্ডো টাইপ (১.৫/২.০ টিআর), ক্যাসেট টাইপ (৩টিআর) এসি মেশিন, রেফ্রিজারেটর এবং ওয়াটার কুলারের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৮,৯৯,৮৯২ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৩৮,০০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ৩, টেন্ডার নংঃ ইএলইজি–ওটি–১০৯১–২০২৪–২৫–আর, কাজের বিবরণঃ** ০৩ (তিন) বছরের জন্য আরএমপিইউ এসজি এসি কোচে স্থিত মেসার্স হাইরেল মেক ২৫ কেভিএ ইনভার্টারের সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং বার্ষিক প্রিভেন্টিভ এবং ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৭৯,০৬,৬৮০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ১,৫৮,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০.০০ টাকা (প্রতিটির জন্য)। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৩৬ মাস (প্রতিটির জন্য)। **টেন্ডার প্রকাশের তারিখঃ** ১২.০৬.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৩.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৩.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টোর পরে। **টেন্ডার বিডিং শুরুর তারিখঃ** ১৯.০৬.২০২৪। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

SDAH-84/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সম্মেলনের ফাঁকেই বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সেরেছেন নমো

ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানালেন পোপ ফ্রান্সিস

রোম, ১৫ জুন: ইতালিতে অনুষ্ঠিত জি-৭ সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আন্তর্জাতিক এই সামিটে উপস্থিত রয়েছেন বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্রনেতারাও। সেখানেই সকলের সঙ্গে খোশ মেজাজে ধরা দিলেন মোদি। একদিকে যেমন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে দেখেই জড়িয়ে ধরে সৌজন্য বিনিময় করেন, অন্যদিকে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর হাতে হাত রেখে কথা বলতে দেখা যায় তাঁকে। শুধু তাই নয় সম্মেলনের ফাঁকেই বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সেরে নিয়েছেন নমো।

তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসার পর এটাই মোদির প্রথম বিদেশ সফর। ইতালির প্রধানমন্ত্রীর জর্জিয়া মেলোনির আমন্ত্রণে বিশেষ অতিথি হিসাবে ৫০তম জি-৭ সামিটে যোগ দিয়েছেন নমো। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, এই সম্মেলনের মাঝেই শুক্রবার বাইডেনের সঙ্গে দেখা করেন মোদি। দীর্ঘদিন পর বন্ধুকে দেখে জড়িয়ে ধরেন তিনি। এর পর বৈঠকে বসেন দু’জনে। যা নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ সবসময়ই খুব আনন্দের। আগামিদিনে দু’দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত করতে ও বিশ্বের উন্নতি সাধনে আমরা একযোগে কাজ করব।’

অন্যদিকে, এদিন মোদিকে কথা বলতে দেখা যায় ট্রুডোর সঙ্গেও। হাতে হাত রেখে সৌজন্য বিনিময় করেন তাঁরা। বলে রাখা ভালো, চব্বিশের নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য মোদিকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু শুভেচ্ছাবার্তায় ভারতকে খানিক ‘খোঁচা’ দিয়েছিলেন তিনি। তুলেছিলেন মানবাধিকার প্রসঙ্গ। যার উত্তরে ধন্যবাদ জানিয়েও পালটা দিয়েছিলেন মোদি। মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, একযোগে কাজ করতে গেলে পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখা সবার আগে জরুরি। তবে আগামিদিনে দু’দেশের সম্পর্কের উন্নতি ঘটিয়ে একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দিয়েছিলেন দু’জনেই।

খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যার পর থেকেই ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে চির ধরে। তাই ইতালিতে মোদি-ট্রুডোর সাক্ষাৎ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

এছাড়া এই সম্মেলনের প্রথমদিন মোদি বৈঠক করেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার সঙ্গে। বিশ্বশান্তি, পারস্পরিক সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মতামত বিনিময় করেন সকলে। পাশাপাশি পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা করে, তাঁকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানান মোদি।

আশিয়ানা হাউজিং লি.
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২
সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	উমা গুপ্তা	০০২৭৫৯৬	৩৬৮	৭৫৬৭৫১-৭৫৮৫০০	১,৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ১৫ জুন ২০২৪

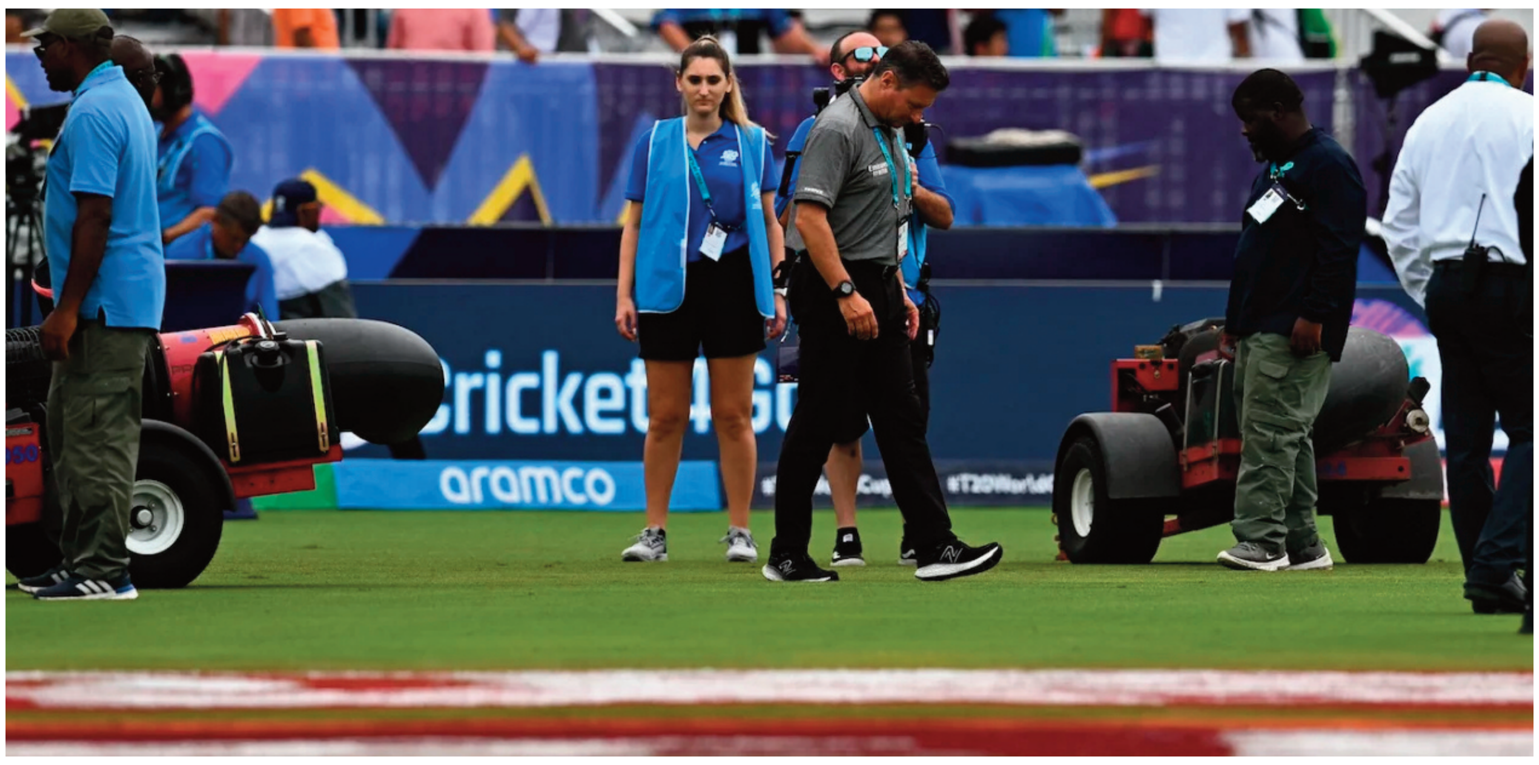

বৃষ্টির কারণে বিশ্বকাপে ভারত বনাম কানাডার খেলা ভেস্তে গেল।

মেসি-মার্তিনেজের জোড়া গোলে আর্জেন্টিনার দাপুটে জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোপা আমেরিকার আগে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচ দিয়ে প্রতিপক্ষ দলগুলোকে কড়া বার্তাই দিয়ে রাখলেন লিওনেল মেসি। একাদশে ফেরার ম্যাচে গুয়াতেমালার বিপক্ষে অপ্রতিরোধ্য মেসি পেয়েছেন জোড়া গোল। লাওতারো মার্তিনেজকে পেনাল্টি শট নেওয়ার সুযোগ করে না দিলে পেতে পারতেন হ্যাটট্রিকও।

পাশাপাশি মার্তিনেজের অন্য এক গোলেও সহায়তা ছিল ইন্টার মায়ামি তারকার। সব মিলিয়ে ওয়াশিংটনে কোপা আমেরিকার শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে আর্জেন্টিনার জয় ৪-১ গোলে। মেসির পাশাপাশি জোড়া গোল করেছেন মার্তিনেজও।

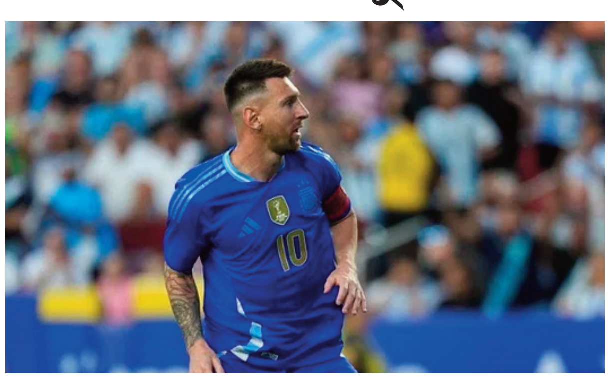

লিওনেল মেসির একাদশে ফেরার খবরটা পাওয়া গিয়েছিল ম্যাচের আগেই। কোপা আমেরিকার আগে দলের সমন্বয় বাজিয়ে দেখতেই হয়তো প্রথম মিনিট থেকে মেসিকে খেলানোর সিদ্ধান্ত নেন কোচ লিওনেল স্কালোনিও। বড় জয়ে যার সুফলও পেয়েছেন আর্জেন্টাইন কোচ।মেসির প্রথম একাদশে ফেরার ম্যাচে শুরু থেকেই পজেশন ধরে রেখে আক্রমণকে পাখির চোখ করে আর্জেন্টিনা। অন্যদিকে গুয়াতেমালা চেষ্টা করে রক্ষণ সুদৃঢ় রেখে প্রতি-আক্রমণে যাওয়ার। এ লক্ষ্যে শুরু থেকেই সফল ছিল তারা। যার ফলও তারা পায় ম্যাচের ৪ মিনিটে। ফ্রি-কিক থেকে গুয়াতেমালার প্রথম চেষ্টা এমিলিয়ানো মার্তিনেজ ফিরিয়ে দিলেও ফিরতি বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের জালেই জড়ান লিসান্দ্রো মার্তিনেজ।

পিছিয়ে পড়ে মরিয়া হয়ে আক্রমণে যায় আর্জেন্টিনা। তবে ৮০ শতাংশের কাছাকাছি সময় বলের দখল রাখলেও সুযোগ তৈরি করতে ব্যর্থ হচ্ছিল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। জমাট রক্ষণ ও জায়গা সংকুচিত করে রেখে আর্জেন্টিনাকে তেমন কোনো সুযোগ দেননি গুয়াতেমালার ডিফেন্ডাররা। পাশাপাশি প্রতি-আক্রমণ থেকে হুটহাট হুমকিও তৈরি করছিলেন তাঁরা।

তবে ১২ মিনিটে নিজেদের ভুলেই আর্জেন্টিনাকে ম্যাচে ফেরার সুযোগ করে দেয় গুয়াতেমালা। বল পাস দিতে গিয়ে বক্সের ভেতর মেসির পায়ে বল তুলে দেন দলটির গোলরক্ষক। এ সুযোগ কাজে লাগাতে ভুল করেননি আর্জেন্টাইন মহাতারকা। দারুণ ফিনিশিংয়ে বল জালে জড়িয়ে আর্জেন্টিনাকে ম্যাচে ফেরান তিনি। ভুল করে গোল হজম করার বিষয়টি বাদ দিলে আর্জেন্টিনাকে বেশ ভালোভাবেই আটকে রেখেছিল গুয়াতেমোলা।

বরং এর মধ্যে পাল্টা আক্রমণ থেকে একাধিকবার গোলের কাছাকাছিও পৌঁছে গিয়েছিল তারা; যদিও শেষ পর্যন্ত পাওয়া হয়নি গোল। ৩৫ মিনিটের পর নিজেদের সেরা ছন্দ খুঁজে পায় আর্জেন্টিনা। বলের দখল নিজেদের পায়ে রেখে গুয়াতেমালাকে ক্রমাগত কোণঠাসা করে দেয় লাতিন পরাশক্তিরা। যার ফলও আসে ৩৯ মিনিটে।

বক্সের ভেতর ভ্যালেন্টিন কার্বোনি ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় আর্জেন্টিনা। তবে পেনাল্টি শটটি নিজে না নিয়ে লাওতারো মার্তিনেজকে সুযোগ করে দেন মেসি। লক্ষ্যভেদ করে আর্জেন্টিনাকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন ইন্টার মিলান স্ট্রাইকার। এই লিড নিয়ে বিরতিতে যায় কোপা আমেরিকার বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

প্রথমার্ধ যেখানে শেষ করেছিল, সেখান থেকেই দ্বিতীয়ার্ধ শুরু করে আর্জেন্টিনা। এ সময় ম্যাচের ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তারা। আর্জেন্টিনার দাপুটে ফুটবলের কারণে বলের কাছে আসতেও কষ্ট করতে হচ্ছিল গুয়াতেমালাকে। আকস্মিকভাবে দু, একবার প্রতি-আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করলেও আর্জেন্টিনার দুর্দান্ত প্রেসিংয়ে নিষ্ক্রিয় পড়ছিল সেসব আক্রমণ।

অন্যদিকে আর্জেন্টিনা আধিপত্য বিস্তার করে খেললেও কাঙ্ক্ষিত গোলটি পাওয়া হচ্ছিল না তাদেরও। শেষ পর্যন্ত মেসি-মার্তিনেজ জুটির সমন্বয় থেকে আসে আর্জেন্টিনার তৃতীয় গোলটি। ম্যাচের ৬৮ মিনিটে মেসির সহায়তা থেকে গোল করেন মার্তিনেজ। ৭৭ মিনিটে আবার মেসি,জাদু। দারুণ এক আক্রমণে আনহেল দি মারিয়ার কাছ থেকে বল পেয়ে ট্রেডমার্ক চিপ শটে বল জালে জড়ান মেসি। ৪-১ গোলের এ ব্যবধান নিয়েই শেষ পর্যন্ত ম্যাচ শেষ করে আর্জেন্টিনা। কোপা আমেরিকায় আর্জেন্টিনা নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ২১ জুন কানাডার বিপক্ষে।

ইউরো কাপের প্রথম গোলেই করে ফেললেন রেকর্ড, কোন কীর্তি গড়লেন জার্মানির তরুণ ফুটবলার

নিজস্ব প্রতিনিধি: জার্মানির হয়ে প্রথম গোলটি করেন ফ্লোরিয়ান উইর্ৎজ। ২১ বছরের তরুণ ফুটবলার ইউরো কাপের সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতার রেকর্ড করলেন। ১০ মিনিটের মাথায় গোল করে রেকর্ড করে ফেললেন বেয়ার লেভারকুসেনের হয়ে খেলা এই ফুটবলার।উইর্ৎজ ভাঙলেন তাঁর সতীর্থের রেকর্ড। এর আগে ইউরো কাপে সবচেয়ে কম বয়সে গোল তিনি যদি ফর্ম ধরে রাখেন তা হলে ইউরো কাপে জার্মানিও সাফল্য পাবে।

এ বারের মরসুমে লেভারকুসেনের হয়ে ১১টি গোল করেছেন উইর্ৎজ। ১২টি গোলের পাস বাড়িয়েছেন। তাঁর গতি এবং গোল করার দক্ষতা বাকিদের থেকে আলাদা করে দেয় তাঁকে। শুধু গোল করা নয়, আরও অনেক দায়িত্বই থাকে তাঁর কাঁধে। খেলা তৈরি

করার রেকর্ড ছিল কাই হাভার্ৎজের। উইর্ৎজ গোল করলেন ২১ বছর ৪১ দিন বয়সে। এই মরসুমে ইতিমধ্যেই ২০টি গোল করে ফেলেছেন তিনি। উইর্ৎজের পরেই গোল করেন জামাল মুসিয়ালা। তাঁরও বয়স ২১ বছর। কিন্তু উইর্ৎজের থেকে তিনি চার মাসের বড়। তাই রেকর্ড ভাঙা আর হয়নি।

ইউরো কাপে বহু তরুণ ফুটবলারকে দেখা যায়। নজর কেড়ে নেন অনেকে। এ বারের প্রতিযোগিতায় যেমন আগামী দিনে চোখ থাকবে উইর্ৎজের দিকে। আর করতে পারেন উইর্ৎজ। উইংয়ে খেলতে পারেন। এমন ফুটবলারকে আটকে রাখাও খুব কঠিন। লেভারকুসেনের কোচ জাভি আলান্সো কিছু দিন আগে উইর্ৎজের তুলনা করেছিলেন লিয়োনেল মেসির সঙ্গে। শুক্রবার রাতে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ গোল করে জার্মানি। ফ্লোরিয়ান উইর্ৎজ, জামাল মুসিয়ালা, কাই হাভার্ৎজ, নিকলাস ফুলক্রুগ এবং এমরে চ্যান গোল করেন। ম্যাচের শেষের দিকে আত্মঘাতী গোল আন্তোনিয়ো রুডিগারের।

শাহিনের অধিনায়কত্ব সমর্থন করা উচিত ছিল বাবরের শহীদ আফ্রিদি

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপের তিন মাস আগে অধিনায়ক পরিবর্তন নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেটে কম আলোচনা হয়নি। মাত্র এক সিরিজ পরই শাহিন আফ্রিদিকে সরিয়ে দেওয়া এবং বাবর আজমকে ফেরানোর ঘটনায় দলের মধ্যে বিভেদ তৈরির গুঞ্জনও শোনা গিয়েছিল সে সময়। এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম পর্ব থেকে পাকিস্তানের বিদায়ের পর আবারও আলোচনায় অধিনায়ক প্রসঙ্গ।

সাবেক অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদি বলেছেন, শাহিন শাহ আফ্রিদির অধিনায়কত্বকে সমর্থন করা উচিত ছিল বাবরের। ওই সময় তিনি নেতৃত্ব না নিয়ে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারতেন। তবে অধিনায়ক বদলের ঘটনায় বাবরকে সম্পূর্ণ দায় দিচ্ছেন না আফ্রিদি। বরং নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে পিসিবিরই ভূমিকা দেখছেন এতে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথম দুই ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের কাছে হেরে বিদায়ের শঙ্কায় পড়ে পাকিস্তান। তৃতীয় ম্যাচে নেপালকে হারালেও বাবরকে সুপার এইট নির্ভর করছিল গ্রুপের অন্য দলগুলোর ওপর। শুক্রবার আয়ারল্যান্ড-যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচ প্রতিকূল আবহাওয়ায় পণ্ড হয়ে গেলে ১ পয়েন্ট পেয়ে পরের পর্ব নিশ্চিত করে যুক্তরাষ্ট্র। গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ পড়ে যায় পাকিস্তান।

বিশ্বকাপে পাকিস্তানের এই ব্যর্থতার ক্ষণটি এসেছে টালমাটাল ছয় মাসের জেরে। গত বছরের নভেম্বরে পাকিস্তান ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হলে বাবরকে চাপ দিয়ে

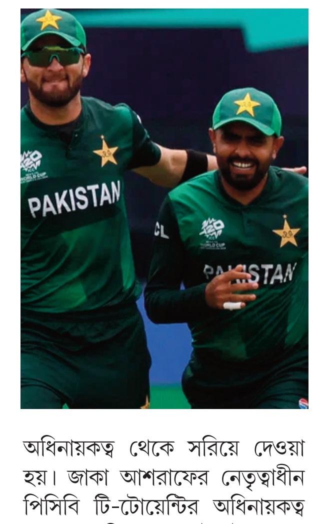

অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। জাকা আশরাফের নেতৃত্বাধীন পিসিবি টি-টোয়েন্টির অধিনায়কত্ব দেয় শাহিনকে, টেস্টে শান মাসুদকে। নতুন দুই অধিনায়কের অধীনে একটি করে সিরিজ খেলে পাকিস্তান। এ বছরের প্রথম দিকে পিসিবির শীর্ষ পদে বসেন মহসিন নাকভি, এর কিছুদিন পর সাদা বল ক্রিকেটে বাবরকে অধিনায়ক হিসেবে ফিরিয়ে আনা হয়।

এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথম পর্ব থেকে পাকিস্তানের বিদায়ের কিছুক্ষণ পর নিজের ইউটিউব চ্যানেলে সেই নেতৃত্ব বদলের প্রসঙ্গটি তুলেছেন শহীদ আফ্রিদি। পিসিবি ও বাবরের ভূমিকা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'শাহিনকে অধিনায়কত্ব দিলেন, বললেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত দায়িত্বে থাকবে। তখন বাবরের উচিত ছিল শাহিনকে সমর্থন করা। (আবার নেতৃত্ব প্রস্তাব করার পর) তার বলা উচিত ছিল, তা, আপনারা ওকে (শাহিন) অধিনায়ক বানিয়েছেন। আমরা ওর নেতৃত্বেই খেলব। কারণ, ওর সঙ্গে আমি অনেক দিন ধরে খেলছি। অধিনায়ক বানিয়েছে নির্বাচক কমিটি। আমি ওর নেতৃত্বকে সমর্থন করি।দ এ অবস্থানটা বাবরের নেওয়া দরকার ছিল। আর সেটা করলে বাবরের সম্মান বাড়ত, একটা দৃষ্টান্ত তৈরি হতো।'

তবে শাহিনকে এক সিরিজ পরই সরিয়ে দেওয়া এবং নিজে নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়ে বাবরকে সম্পূর্ণ দায় দেওয়ার সুযোগও নেই বলে মনে করেন শহীদ আফ্রিদি, 'এখানে বাবরকে পুরোপুরি দোষও দেওয়া যায় না। কিছু দায় নির্বাচকদের কাঁধে বর্তায়। কারণ, কয়েকজন নির্বাচক প্রকাশ্যেই বলেছিলেন, কীভাবে অধিনায়কত্ব করতে হয় বাবর জানে না।'

ভারতের কাছে হারের পর পিসিবি চেয়ারম্যান নাকভি পাকিস্তান দলে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। অনেকেই বলাবলি করছেন বিশ্বকাপের পর আট-নয়জন খেলোয়াড় বাদ পড়বেন। তবে এমন কিছু ঘটার সুযোগই নেই বলে মনে করেন আফ্রিদি, 'শুনছি ৮-৯ জন নাকি বাদ দিয়ে দেবে। এটা তখনই করা যায়, যখন আপনার হাতে অনেক খেলোয়াড় থাকে। আপনি যদি খেলোয়াড় বাবরকে সরাতে চান, ওর মতো কেউ আপনার হাতে আছে? রিজওয়ানের বিকল্প হওয়ার মতো কেউ আছে? বড় পরিবর্তনের কথা তখনই বলা যায়, যখন আপনার বেঞ্চ শক্তিশালী থাকে।'

বিশ্বকাপ থেকে দেশে ফেরার আগে পাকিস্তান দল তাদের শেষ ম্যাচ খেলবে আগামীকাল আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে।

৩৯-এর পর এবার ৪০ রানে অলআউট উগান্ডা, সাউদির রেকর্ডের দিনে কিউইদের প্রথম জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঠিক আগের ম্যাচেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ৩৯ রানে অলআউট হয়েছিল উগান্ডা। যা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইতিহাসে যৌথভাবে সর্বনিম্ন। আজ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেও একই স্কোর তাড়া করে ফিরেছে উগান্ডাকে। তবে শেষ পর্যন্ত ১ রানে রক্ষা। ত্রিনিদাদে কিউইদের বিপক্ষে উগান্ডা করতে পেরেছে ৪০, বিশ্বকাপে যা দ্বিতীয় সর্বনিম্ন।

আগেই গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়ে যাওয়া নিউজিল্যান্ড স্বল্প রান তাড়ায় খুব বেশি সময় নেয়নি। দরকারি ৪১ রান তুলে নিয়েছে ৯ উইকেট আর ৮৮ বল হাতে রেখে।

উগান্ডার পক্ষে সর্বোচ্চ ১৮ বলে ১১ রান করেন কেনেথ ওয়াসোয়া। দুই অঙ্কের ইনিংসও এই একটিই। ওপেনার রোনাক প্যাটেল ২ রান করতে খেলেন ২০ বল, যা বিশ্বকাপে কমপক্ষে ২০ বল খেলা ইনিংসগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন স্ট্রাইক রেট (১০)। দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্ট্রাইক রেটের জন্ম হয়েছে ব্রায়ান মাসাবার জন্য। যিনি ২০ বল খেলে অপরাজিত থাকেন ৩ রানে।

উগান্ডার ১৮.৪ ওভারে ৪০ রানই অবশ্য বিশ্বকাপে সর্বনিম্ন রান রেটের রেকর্ড গড়েছে। কিউইদের বিপক্ষে ২.১৪ গড়ে রান তুলে উগান্ডা পেছনে ফেলেছে আগের ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নিজেদেরই ৩.২৫ রান রেটকে। আর এমন ভুলে যাওয়ার মতো হার দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শেষ করেছে উগান্ডা। প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে আসা আফ্রিকান দলটি দেশে ফিরছে পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে পাওয়া একমাত্র জয় নিয়ে।

আর আফগানিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হেরে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিশ্চিত হওয়া নিউজিল্যান্ড যাওয়ার আগে আরও একটি ম্যাচ খেলবে। ১৭ জুনের সেই ম্যাচে প্রতিপক্ষ পাপুয়া নিউগিনি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

উগান্ডা ১৮.৪ ওভারে ৪০ (রোনাক ২, সেসাজি ০, ওবুয়া ০, রামজানি ০, ওয়াসোয়া ১১, রিয়াজাত ২, নাকরানি ৪, মাসাবা ৩*, আচেলাম ৯, মিয়াগি ০, কিয়েউতা ১; বোল্ট ৪-১-৭-২, সাউদি ৪-১-৪-৩, স্যান্টনার ৩.৪-০-৮-২, ফার্গুসন ৪-০-৯-১, রবীন্দ্র ৩-১-৯-২)।

নিউজিল্যান্ড ৫.২ ওভারে ৪১/১ (অ্যালেন ৯, কনওয়ে ২২*, রবীন্দ্র ১*; কিউয়েতা ২-০-১৩-০, মিয়াগি ২.২-০-১৬-০, রিয়াজাত ১-০-১০-১)।

ফল নিউজিল্যান্ড ৯ উইকেটে জয়ী। ম্যান অব দ্য ম্যাচ টিম সাউদি।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে কাঁপিয়ে দিয়ে নেপালের ১ রানের হার

নিজস্ব প্রতিনিধি: আর্নস ভেল গ্রাউন্ডের গ্যালারিতে ছেলেটির হাতে ছিল একটি প্ল্যাকার্ড। তাতে লেখা, 'প্যাশন ও গর্ব গভীর হলে দূরত্ব কিছুই না। বিশ্বকাপে নেপালকে সমর্থন দিতে ১৬,২৮৭ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছি। কারণ কিছু স্বপ্ন প্রতিটি মাইলের সমান।'

তা, খুদে সেই সমর্থক এই বিশাল দূরত্ব পাড়ি দিয়ে কিংসটাউনে গিয়ে কি স্বপ্নপূরণ করতে পেরেছে? বলা ভালো, শুধু স্বপ্নপূরণই নয়, রীতিমতো ইতিহাসের সাক্ষী হতে হতে শেষ পর্যন্ত আর হয়নি! আরেকটু হলেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ক্রিকেট বিশ্বে রীতিমতো ভূমিকম্প তুলে দিচ্ছিল নেপাল! কিন্তু শেষ পর্যন্ত হারতে হলো মাত্র ১ রানে। হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো পরাক্রমশালী দলকে চোখ রাঙানি দিয়ে শেষ পর্যন্ত নেপালিজদেরই হৃদয় ভেঙেছে।

আগে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ১১৫ রান তুলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। তাড়া করতে নেমে নেপালের শেষ দুই ওভারে দরকার ছিল ১৬ রান। তখনই ম্যাচে ভর করে নাটকীয়তা। ১৯তম ওভারে কুশল মাল্লাকে হারিয়ে ৮ রান তুলতে পেরেছে নেপাল। জয়ের জন্য শেষ ওভারে দরকার ছিল ৮ রান। ওটনিল বার্টমানের করা শেষ ওভারের প্রথম ৫ বল থেকে একটি চারসহ ৬ রান নেন গুলশান ঝা। জয়ের জন্য শেষ বলে দরকার ছিল ২ রান। দুর্ভাগ্য, ঝা শেষ বলটি ব্যাটেই লাগাতে পারেননি। দৌড়ে রান নিয়ে ম্যাচটি টাই করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নন স্ট্রাইকে অল্প দূরত্বের জন্য রান আউট হয়ে যান ঝা। মাত্র ১ রানের জয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়দের শরীর থেকে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে!

শেষ বলে বাউন্সার মেরেছিলেন বার্টমান। ঝা ব্যাটে লাগাতে না পারলেও অন্য প্রান্ত থেকে সোমপাল দৌড় দেন। ঝা-ও দৌড়ে নন স্ট্রাইক প্রান্তে গিয়ে ১ রান নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার আগেই প্রোটিয়া উইকেটকিপার কুইন্টন ডি কক বলটা বোলারের প্রান্তে থ্রো করেন। দৌড়াতে থাকা ঝা-র গায়ে লেগে বল চলে যায় ক্রিজের পাশে থাকা হাইনরিখ ক্লাসেনের হাতে। যিনি বল ধরে কাছ থেকে স্টাম্প ভেঙে দিলে হৃদয়

ভাঙে নেপালের। ৭ উইকেটে ১১৪ রানে থামে নেপালের ইনিংস।

এর আগে টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ভালো করতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। একটু কঠিন উইকেটে প্রোটিয়াদের ইনিংসটি সঠিক পথে রাখার চেষ্টা করেছিলেন রিজা হেনড্রিকস। ১৬তম ওভারে আউট হওয়ার আগে ৪৯ বলে ৪৩ রান করেন তিনি। প্রোটিয়াদের হয়ে আর কেউ চল্লিশোর্ধ্ব ইনিংস খেলতে পারেননি। ছয়ে নামা ট্রিস্টান স্টাবস শেষ দিকে ১ ছক্কা ও ২ চারে ১৮ বলে ২৬ রানে অপরাজিত না থাকলে ১১৫ রানের সংগ্রহও পেত না দক্ষিণ আফ্রিকা। নেপালের বোলারদের প্রশংসাও করতে হবে। দলে ফেরা তারকা লেগ স্পিনার সন্দীপ লামিচানে উইকেট না পেলেও ৪ ওভারে মাত্র ১৮ রান দেন। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যানদের কাঁপিয়েছেন আরেক লেগ স্পিনার কুশল ভুরতেল। মাত্র ১৯ রানে ৪ উইকেট নেন তিনি। ২১ রানে ৩ উইকেট নেন পেসার দীপেন্দ্র সিং।

তাড়া করতে নামা নেপালের ইনিংসেও চল্লিশোর্ধ্ব রানের ইনিংস একটি। ৪৯ বলে ৪২ রানে আউট হন উইকেটকিপার আসিফ শেখ। ১৮তম ওভারের শেষ বলে দলীয় ১০০ রানে আউট হন তিনি। তার আগে আসিফের সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে ৫০ রানের জুটিতে রান তাড়ায় নেপালকে সঠিক পথেই রেখেছিলেন অনিল শাহ। ২৪ বলে ২৭ রানে আউট হন অনিল। জয়ের জন্য শেষ ৩ ওভারে ১৮ রান দরকার ছিল নেপালের। অর্থাৎ ওভারপ্রতি গড়ে ৬ রান করে দরকার ছিল।

এ পর্যায়ে এসে প্রোটিয়া বোলার আঁটসাঁট বোলিং শুরু করেন। ১৮তম ওভারে স্পিনার তাব্রেইজ শামসি মাত্র ২ রানে ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচ জমিয়ে তোলেন। ১৯তম ওভারে প্রোটিয়া পেসার আনরিখ নর্কিয়া একটি ছক্কাসহ ৮ রান দিলেও বিপজ্জনক মাল্লাকে তুলে নেন। এরপর শেষ ওভারে গুলশান ঝা চোখে চোখ রেখে টক্কর দেওয়ার চেষ্টা করলেও ম্যাচের ফল শেষ পর্যন্ত নিজেদের পক্ষে আনতে পারেননি। সেটি করতে পারলে নিশ্চয়ই আনন্দে ভেসে যেত নেপাল। তবে এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বয়স বিচারে সর্বকনিষ্ঠ দল হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকার মতো অভিজ্ঞ দলকে ভালোই কাঁপাল নেপাল।

৩ ম্যাচে মাত্র ১ পয়েন্ট পেয়ে 'ডি' গ্রুপে চতুর্থ নেপাল এই হারে টুর্নামেন্ট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাদ পড়ল। নিজেদের শেষ ম্যাচটা তারা খেলবে বাংলাদেশের বিপক্ষে। আগেই সুপার এইট নিশ্চিত করা দক্ষিণ আফ্রিকা ৪ ম্যাচের সবগুলো জিতে মোট ৮ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে। ৩ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট পাওয়া বাংলাদেশ দ্বিতীয়। নেপালের বিপক্ষে শেষ ম্যাচটা জিতলেই সুপার এইটে উঠবে বাংলাদেশ। ৩ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় নেদারল্যান্ডস। আগেই বাদ পড়া শ্রীলঙ্কা ৩ ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের তলানিতে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

দক্ষিণ আফ্রিকা ২০ ওভারে ১১৫/৭ (হেনড্রিকস ৪৩, স্টাবস ২৭*, মার্করাম ১৫, ডি কক ১০, মিলার ৭; কুশল ৪/১৯, দীপেন্দ্র ২১/৩, লামিচাঁনে ১৮/০, অবিনাশ ০/১৯)

নেপাল ২০ ওভারে ১১৪/৭ (আসিফ ৪২, অনিল ২৭, কুশল ১৩, দীপেন্দ্র ৬, ঝা ৬, মাল্লা ১, রোহিত ০; শামসি ৪/১৯, নর্কিয়া ১/২৭, মার্করাম ১/৮)

ফল দক্ষিণ আফ্রিকা ১ রানে জয়ী। ম্যাচসেরা তাব্রেইজ শামসি (দক্ষিণ আফ্রিকা)

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**